পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 113 Tuesday, 25 March, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ,১১৩ সংখ্যা ✱ ১১ চৈত্র ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এলাকায় ঢুকতেই শুভেন্দুকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে, তপ্ত বেলগাছিয়া

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মার্চঃ পুরমন্ত্রীর পর বেলগাছিয়ায় বিপন্নদের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। কিন্তু শুভেন্দু পৌঁছতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। শুভেন্দু এলাকায় ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু এলাকার ভিতরে ঢুকতে গেলেই ব্যারিকেড করে দেয় পুলিশ। পুলিশকর্মীরা শুভেন্দুকে ঘিরে ধরেন। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান এক বিজেপি নেতা। শুভেন্দু অভিযোগ করতে থাকেন, গোলাম মুস্তার্জা নামে এক এসআই তাঁর হাতে আঘাত করেন। হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় বলেও দেখাতে থাকেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ''আমি কি বাড়ি থেকে ব্লেড দিয়ে হাত কেটে এসেছি? আপনি মারলেন কেন? সাধারণ লোককে নিরাপত্তা দিতে পারেন না। আপনি আটকাবেন না কেন?'' পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়, ''স্যার, ওদিকে কিছু নেই।'' বিজেপির তরফ থেকে হায় হায় স্লোগান দেওয়া শুরু হয়। ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভাগাড়ের ঠিক পিছনে ঝিলের ধারের ১৫ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি। একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। চার দিন পর সোমবার সকালে সেখানে যান পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি ৩ দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''তিন চার দিন সময় লাগবে। আমরা বিকল্প কোথাও একটা ব্যবস্থা করছি। পৌরসভা চিরকালই ঘর করে দিচ্ছে। এই টাকা তো কেন্দ্র দিচ্ছে না। নিজেদের ফান্ড দিয়েই করছে। ওদেরও ঘর করে দেব। কিন্তু ওখানকার মাটিটাই ভারসাম্য ধরে রাখতে পারছে না। তাই অন্য কিছু একটা চিন্তা করতে হবে। আজ অফিসে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, খোলা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে।'' পুরমন্ত্রী ফেরার ঘণ্টা দেড়েক পর সেই এলাকায় যান শুভেন্দু। 'ডেডলাইন' প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, ''তিন দিনের মধ্যে কিচ্ছু হবে না।'' এরপর এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলতে এগোতে চান শুভেন্দু। তখনই পুলিশ তাঁকে বাধা দেয় বলে অভিযোগ।

'এই সব বিচারপতিদের জন্যই তো মনে সন্দেহ জাগে' কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চঃ দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের অভিযোগ, গোটা দেশের রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় করেছে। সংসদে আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছে কংগ্রেস। 'টাকা উদ্ধারের ঘটনা' নিয়ে সরকারের ব্যাখ্যাও চেয়েছে বিরোধী। তার মধ্যে এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই কল্যাণ বলেন, ''এই ধরনের জজ সাহেবদের জন্য জুডিশিয়ারির বদনাম হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, জাস্টিস ভার্মাই কি শেষ নাকি আরও অনেকে আছে?'' তদন্ত ও আইনি পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''সিজিআই-এর কনসার্ন ছাড়া বিচারপতিদের ব্যাপারে কেউ কোনও তদন্ত করতে পারবে না, সেটা হয় না। কারণ কনসার্ন তো তখন দেবে, যখন টাকা উদ্ধার হবে। কিন্তু একটা তথ্য যখন আসবে, তখনই কেন তদন্ত শুরু হবে না? সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।'' এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেন তিনি। কল্যাণ বলেন, ''আমরাও কিছুদিন আগে দেখেছি, হাইকোর্টের বিচারপতি রিজাইন করে রাজনীতি জয়েন করে ভোটে লড়ছেন। সিজিআই অবসর নিয়ে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হচ্ছেন। সিজিআই অবসরের পর গভর্নর হচ্ছে। আমাদেরও তো মনে সন্দেহ জাগে। কোন জাজ কোন রঙের! সাদা, নীল নাকি স্যাফরন?'' কল্যাণের কথায়, ''যে বিচারব্যবস্থার ওপর মানুষের বিশ্বাস রয়েছে, সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগলে মুশকিল হয়ে যাবে।'' তদন্তপ্রক্রিয়াটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, সেই আবেদনও জানান।

'রাজ্য সরকারের চরিত্র একই রয়েছে'

ক্ষোভ উগরে দিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ রাজ্য সরকারের ভূমিকায় এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। তারপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার বাবা-মা বলেন, রাজ্যের চরিত্র আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে, বদলাচ্ছে না! সোমবার এই মামলার শুনানিতে সিবিআই-এর থেকে কেস ডায়েরি চেয়ে পাঠিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এক গুচ্ছ প্রশ্নও করা হয়েছে তাঁদের উদ্দেশে। এদিকে নির্যাতিতার পরিবার জানিয়েছেন, গত বছরের ৯ আগস্ট থেকে রাজ্য সরকারের ভূমিকা যা ছিল, এখনও তাই রয়েছে। নির্যাতিতার বাবার কথায়, ''রাজ্য সরকার একদিকে বলছে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আবার আইনের দিক থেকে বাধা দেখাচ্ছে। তাঁরা কী চায়, পরিষ্কার করে বলছে না। যে চরিত্র রাজ্য সরকারের ৯ তারিখ থেকে দেখে আসছি, আজও সেই একই জিনিস।'' নির্যাতিতার মার দাবি, সিবিআই-কে বারবার বলে বোঝাতে পারেননি যে এটা প্রাতিষ্ঠানিক খুন। মোটিভ ধর্ষণ ছিল না, খুনই ছিল। তাঁর বক্তব্য, ''হাসপাতালের দুর্নীতির অনেক কিছু মেয়ে জেনে গেছিল। তার প্রতিবাদ করাতেই তাঁকে খুনই করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী, এবার হয়তো সিবিআই নড়েচড়ে বসবে।'' আসলে এদিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়েছিল, বিশেষ আদালতে আবেদন না জানিয়ে নির্যাতিতার পরিবার কেন কলকাতা হাইকোর্টে এলেন? চার্জশিট দেওয়া শেষ। বিচারপ্রক্রিয়া শেষ। তারপরও পুনরায় তদন্তের আবেদন করা হচ্ছে কেন? পুনরায় শুনানির প্রয়োজনীয়তা আছে? প্রশ্ন তোলা হয়। এই প্রেক্ষিতেই নির্যাতিতার বাবা রাজ্যের 'চরিত্র' নিয়ে মুখ খোলেন। আজই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সিবিআই-এর কাছে জানতে চেয়েছেন, ''এই মুহূর্তে এই মামলায় আপনারা কী করছেন? এটা গণধর্ষণ নাকি তথ্য প্রমাণ লোপাট? এই তদন্তে কোথাও গিয়ে কি আপনাদের মনে হয়েছে যে এটা গণধর্ষণের ঘটনা? সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কি একমাত্র অভিযুক্ত নাকি আর কেউ আছে?'' এদিকে নির্যাতিতার পরিবার সিবিআই তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে পুনরায় তদন্তের দাবি জানায়। আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনকে তদন্তের আওতায় আনার আবেদনও করেন। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী শামীম আহমেদের স্পষ্ট অভিযোগ, রাজ্য সরকার চাইছেই না তদন্ত হোক। সেই জন্যই আইনের কথা বলছে তারা। সামনে থেকে দেখানো হচ্ছে তারা তদন্ত চাইছে, কিন্তু আইনের কথা বলে বিরোধিতা করছে। বিষয়টি এতেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

ভাগাড় সরানোর কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, দেওয়া হবে পুনর্বাসনও, বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মার্চঃ ভাগাড় সরানোর কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে আর ২-৩ বছর সময় লাগবে বলে জানালেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার ভাগাড় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ফিরহাদ। তিনি জানান, রাজ্য নিজের তহবিলেই অর্থের ব্যবস্থা করছে। মানুষ অবৈধভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। খালি জমি চিহ্নিত করে, সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মন্ত্রী জানান, বায়ো-মাইনিং পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত ভাগাড় সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। ফিরহাদের কথায়, ''মিথেন গ্যাস মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আমরা চাই, দ্রুত এই গ্যাস নির্গমন বন্ধ করে পুরো এলাকা পরিষ্কার করে ফেলা হোক। আমরা জাদু করতে পারি না, কিন্তু পরিকল্পনা মতো কাজ চললে কয়েক বছরের মধ্যেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।'' সোমবার থেকে নতুন করে ভাগাড়ে সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। ভাগাড়ের বাসিন্দাদের কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া যাবে তা নিয়ে আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার পুর ও নগরন্নয়ন দফতরে বৈঠক বসবে বলে খবর। ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''এখানে পুরো অঞ্চলটাই ভাগাড়, এখানে কোনও মাটি নেই। মানুষ অবৈধভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। তাই খালি জমি চিহ্নিত করে, সেখানেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম বা শহরের জন্য কোনও বরাদ্দ দিচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার নিজেদের তহবিল থেকেই পুরো অর্থের ব্যবস্থা করছে।'' ভাগাড়ে কাজ করা কর্মীদের কথায়, ''অনেক বছর ধরে এই মাটি পড়ে থাকায় তা শক্ত আর ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেছে। আমরা যখন এই অংশ কাটছি, তখন দেখা যাচ্ছে, অনেক জায়গা আলগা হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছু জায়গায় ভেঙেও পড়ছে। এর ফলে জমির উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। তাই দ্রুত প্রসেসিং-এর কাজ শুরু করা দরকার।'' যে কারণে কেএমডিএ-র তরফে বিপজ্জনক অঞ্চলগুলিতে শিট পাইলিংয়ের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে বলে খবর। যেসব এলাকায় বর্জ্য জমা হয়েছে, সেগুলি ট্রাকে করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে প্রসেসিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে জায়গা ফাঁকা হবে, আগামী দু'মাসের মধ্যে সেখানে প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম জানান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজও মঙ্গলবার থেকেই শুরু করবে কেএমডিএ। তিনি আরও বলেন, ''নগরন্নয়ন দফতর এবং কেএমডিএ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে-এখানে পোর্টেবল কম্প্যাক্টর বসানোর মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেই নিয়ে দ্রুত কর্মসূচি নেওয়া হবে।''

শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, জিভ চুলকোচ্ছে, সকাল থেকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নৈহাটিতে

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৪ মার্চঃ সাত সকালে বিপাকে নৈহাটির বাসিন্দারা। গ্যাস লিক হয়ে ভরে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। এমনই পরিস্থিতি নৈহাটির রাজেন্দ্রপুরে। অভিযোগ, এলাকার একটি কারখানা থেকে হু হু করে বেরচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস। সেই গ্যাসেই অস্বস্তি বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের। আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা চাইছেন, এই বরফ কারখানা বন্ধ হোক। সোমবার সকাল থেকেই এই পরিস্থিতি। নৈহাটির রাজেন্দ্রপুরের এক বরফ কারখানায় বেশিমাত্রায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই। এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিবদাসপুর থানার পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। জল দিয়ে গ্যাস কমানোর চেষ্টা হয়েছে। তবে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, কারও কারও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কারও জিভ চুলকোচ্ছে এবং শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়েছে। তাঁরা চান জনবহুল ওই জায়গায় এই কারখানা বন্ধ হোক। বাসিন্দাদের দাবি, পরিস্থিতি এমন যে তাদের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বরফকলের এক কর্মী জানান, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গ্যাস লিক করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দমকল ডেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আপাতত আর গ্যাস লিক করছে না।

শহরে তুঙ্গে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া

৬৮টি ওয়ার্ডকে 'বিপজ্জনক' ঘোষণা কলকাতা পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ শহরে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ আটকাতে তৎপর কলকাতা পুরসভা। চলতি মাসের শুরুতে নবান্নে মুখ্যসচিবের পৌরহিত্যে একটি বৈঠক হয়। সেখানে শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, দুই ভাগে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সর্বস্তরের আধিকারিকদের। প্রতিটি পুরসভা, পঞ্চায়েত এলাকা ধরে ধরে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনগুলিকে। অতীতের উদাহরণ থেকে যে এলাকাগুলিতে বেশি সংখ্যা ডেঙ্গি পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে বাড়তি জোরও দিতে বলা হয় নবান্নের সেই বৈঠকে। সেই মতোই কাজ শুরু করে দিল কলকাতা পুরসভা। তথ্য খতিয়ে দেখে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ কলকাতা পুরসভার ৬৮টি ওয়ার্ডকে 'বিপজ্জনক' ওয়ার্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কোন কোন ওয়ার্ড রয়েছে তালিকায়? ২, ৪, ১৪, ২৬, ৭, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৯, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১০৩, ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৪৪। সোমবার অতীন ঘোষ বলেন, ''আজ থেকে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কলকাতা পুরসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হল। ২০২৩ সালের তুলনায় '২৪-এ ডেঙ্গি বেড়েছে গোটা বিশ্বে। চিন, অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

অ্যাসেমেন্টে ভারতের অবস্থাও খুবই খারাপ। কারণ ডেঙ্গি চিহ্নিতকরণ বেসরকারি সংস্থায় হয়। কলকাতা ১৪৪টি ওয়ার্ডের মর্নিং ডাটা কালেক্টর আমরা প্রথম শুরু করেছি। যারা শুধু সকালে ডাটা কালেকশন করে অনলাইনে রেকর্ড দেয়।'' তিনি বলেন, ''এই রেকর্ড থেকে মানুষ জানতে পারে কোন ওয়ার্ডের কোথায় কতজন ডেঙ্গি আক্রান্ত। আগে ১৩৯২৬ জন আক্রান্ত ছিল। তার আগের বছর প্রায় ৯০ শতাংশ ডেঙ্গি কম হয়েছে। কলকাতা আর্থসামাজিক পরিবেশে সংখ্যাটা যে কোনও সময় বাড়তে পরে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'' পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০২৪ সালে ৬৮টি ওয়ার্ডে ১ থেকে ১০ জনের ডেঙ্গি হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে। ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেটর বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন বিভাগ থেকে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকেও যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ২৬ মার্চ থেকে হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং শুরু হবে। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোথায় পরিত্যক্ত কারখানা রয়েছে সেটা খুঁটিয়ে দেখা হবে। অ্যাসেসমেন্ট করে যেখানে অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে, সেখান থেকে ৩৯ লক্ষ টাকা আদায় করেছে পুরসভা। এছাড়াও প্রচারকর্মীদের নিয়ে হ্যান্ড মাইকে শনিবার ও বুধবার প্রচার করা হয় কলকাতা পুরসভার তরফে। যাতে মানুষকে সচেতন হয়। জুন মাসের মধ্যে সমস্ত অপরিষ্কার অঞ্চল পরিষ্কার করার সময় বেঁধে নিয়েছে পুরসভা। অতীন ঘোষ আরও জানান, ''আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ড ধরে জায়গা চিহ্নিত করে ৪৯৬ ধারায় নোটিস টাঙিয়েছি। ৪৯৯ ও করা হয়েছে। র‍্যাপিড অ্যাকশনে ৩২টি মোবাইল টিম কাজ করে। ১৪৪টি ভেক্টর কন্ট্রোল টিম রাখা হয়েছে।'' মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য ও ডেপুটি মেয়র বলেন, ''৪৫৫, ৪৫৬ ধারায় আমাদের কাছে অধিকার আছে যদি কোনও বাড়ি বন্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির তালা ভেঙে পরিষ্কার করা কাজ করতে পারব। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় পুলিশ কাজ করে না। তাই পুলিশ কমিশনারকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। ৪৫টি মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মধ্যে এই বছরই রয়েছে ৩টি।''

আরও বিপাকে পার্থ! জামাইয়ের পর আদালতে এবার মুখ খুললেন আরও এক আত্মীয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চাপ আরও বাড়ল! ইতিমধ্যে নিয়োগ মামলায় পার্থর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছেন তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। আদালতে গোপন জবানবন্দীও দিয়েছেন। এবার ইডির বিশেষ আদালতে পার্থর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন তাঁরই এক আত্মীয়। যার জেরে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিড়ম্বনা আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে। আদালত সূত্রের খবর, এদিন বিচারকের কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন এই মামলায় অভিযুক্ত পার্থর আর এক আত্মীয় কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী। জানা যাচ্ছে, বিচারকের কাছে তিনি দাবি করেছেন, যে তিনি জানতেনই না তিনি কোনও সংস্থার ডিরেক্টর রয়েছেন বলে। মাঝেমধ্যে সাদা কাগজে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিত বলে আদালতে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে একই কথা জানিয়েছিলেন পার্থর জামাই কল্যাণময়ও। সম্প্রতি রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দী দেওয়ায় তাঁকে অভিযুক্তের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে আদালত। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই নাকতলার বাড়ি থেকে পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তারপরই পার্থর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল। বিপুল পরিমাণ সেই টাকা গোনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে মেশিনও আনতে হয়। যা নিয়ে সে সময় রাজ্য তো বটেই দেশজুড়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ-সহ নিয়োগ দুর্নীতি মামলার একাধিক অভিযুক্ত জামিন পেয়েছেন। ইডির মামলা থেকে জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলার কারণে এখনও জেলবন্দি পার্থ। সম্প্রতি সিবিআইয়ের মামলায় জামিন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তারই মধ্যে তাঁর জামাইয়ের রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দী দেওয়া এবং তার অব্যহতি পরে আরও এক আত্মীয় আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ায় পার্থর চাপ আরও বাড়ল বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

৫০ জনের বেশি বিধায়কের তালিকা প্রস্তুত, শৃঙ্খলারক্ষায় নেওয়া হবে কড়া পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চঃ পরিষদীয় ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া তৃণমূল। দলীয় হুইপ অমান্যকারীদের কমিটির সামনে হাজিরা দিতে নির্দেশ। সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। অধিবেশনে অনুপস্থিতদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহের শেষে হবে এই বৈঠক। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সামনে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে বিধায়কদের। দলীয় সূত্রে খবর, সেই সংখ্যাটা ৫০-এর বেশি। সোমবার বৈঠকে বসেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিধানসভায় তিনটি খাতায় সাধারণভাবে সই করা হয়। দুটি খাতায় মন্ত্রীরা, আরেকটি খাতায় বিধায়করা সই করেন। তিনটি খাতাই এই মুহূর্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মোট কত জন অনুপস্থিত, দলের হুইপ থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকছেন, সেটা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে বিধানসভার এদিনের তৃণমূলের পরিষদীয় বৈঠকে। দল মনে করছে, এটা একেবারেই বালখিল্য একটা আচরণ। হুইপ দেওয়া হচ্ছে, তারপরও দিনের পর দিন বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকছেন। দলীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজন বিধায়ক এটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন। সেই কারণেই দল এবার কঠোর পদক্ষেপ করতে চাইছে। হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে যেভাবে দলের তরফে পদক্ষেপ করা হয়েছিল, সেইভাবেই এগোচ্ছে এই শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। অর্থাৎ হুমায়ুনকে যেভাবে সশরীরে হাজিরা দিতে হয়েছিল, এই ধরনের বিধায়করা রয়েছেন, যাঁদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে বিধানসভা অভ্যন্তরে, তাঁদেরকেও সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ১৯ এবং ২০ মার্চ বিধানসভায় আসার জন্য হুইপ জারি করেছিল তৃণমূল। কিন্তু বুধবার, ১৯ মার্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকার দিন প্রায় ২১৫ জন বিধায়ক অনুপস্থিত থাকলেও ২০ মার্চ বৃহস্পতিবার ৯০ এর মতো তৃণমূল বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন অধিবেশন কক্ষে। এই অনুপস্থিত বিধায়করা কারা সেটাই খুঁজছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষরা।

২৪,০০০ টাকা করে বেতন বাড়ল সাংসদদের, বাড়ল পেনশনও

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চঃ অষ্টম বেতন কমিশনের প্রতীক্ষার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ সদস্যদের (এমপি) জন্য একটি বড় সুখবর নিয়ে এসেছে। লোকসভা ও রাজ্যসভার বর্তমান এবং প্রাক্তন সাংসদদের বেতন, ভাতা এবং পেনশনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্তের ফলে সাংসদদের মাসিক বেতন ২৪,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, পেনশন ৬,০০০ টাকা বেড়েছে এবং অতিরিক্ত ভাতা ও পেনশনে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ইনকাম ট্যাক্স আইন, ১৯৬১ (১৯৬১-এর ৪৩ নং আইন)-এর ধারা ৪৮-এর ব্যাখ্যার (ভি) উপধারার অধীনে মূল্যস্ফীতির সূচকের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সাংসদ এবং প্রাক্তন সাংসদদের বেতন, দৈনিক ভাতা, পেনশন এবং অতিরিক্ত পেনশন বৃদ্ধির নির্দেশ জারি করেছে।' এই ঘোষণা সাংসদদের আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করবে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সাংসদদের বেতন ও ভাতায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন এসেছে-বেতন-২০১৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর ১,০০,০০০ টাকা মাসিক বেতন ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২৪,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৪,০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। দৈনিক ভাতা-এটি ২,০০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫০০ টাকা হয়েছে। পেনশন-প্রাক্তন সাংসদদের জন্য পেনশন ২৫,০০০ টাকা থেকে ৬,০০০ টাকা বেড়ে ৩১,০০০ টাকা মাসিক হয়েছে। অতিরিক্ত পেনশন-পাঁচ বছরের বেশি মেয়াদের জন্য প্রতি বছরের অতিরিক্ত পেনশন ২,০০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫০০ টাকা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যসভায় সর্বাধিক ২৫০ জন সদস্য থাকতে পারেন। এর মধ্যে ২৩৮ জন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সংস্থা, যা ভেঙে যায় না। প্রতি দুই বছরে এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেন এবং নতুন নির্বাচিত সদস্যরা তাদের স্থান পূরণ করেন। প্রতিটি সদস্যের মেয়াদ ছয় বছর। অন্যদিকে, লোকসভায় সর্বাধিক ৫৫০ জন সদস্য থাকতে পারেন, যার মধ্যে ৫৩০ জন রাজ্যের এবং ২০ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি। বর্তমানে লোকসভায় ৫৪৩টি আসন রয়েছে, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পূর্ণ। এই বেতন বৃদ্ধি এমন এক সময়ে এসেছে যখন

অষ্টম বেতন কমিশনের প্রত্যাশা তুঙ্গে। সরকারি কর্মীদের জন্য এই কমিশনের বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত তারিখ ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে প্রতি দশকে একটি করে বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন ও ভাতার সুপারিশ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি অষ্টম বেতন কমিশনের অনুমোদন দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম কমিশন গঠনের পর থেকে এখন পর্যন্ত সাতটি বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছে। সর্বশেষ সপ্তম বেতন কমিশন ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছিল, যেখানে বেতন ও ভাতায় প্রায় ২৩.৫৫ বৃদ্ধি হয়েছিল। এই বেতন বৃদ্ধি সাংসদদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন বেতন কাঠামো তাদের দায়িত্ব পালনে আরও সহায়তা করবে। পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের জন্যও এটি একটি স্বস্তির খবর। রাজ্য থেকে নির্বাচিত সাংসদরা এই বৃদ্ধির ফলে তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজকর্ম আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। ক্লিয়ারট্যাক্স-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, অষ্টম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য বেতন কাঠামো, ভাতা এবং পেনশন-সংক্রান্ত সুবিধায় বড় পরিবর্তন আনবে। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা মাথায় রেখে এই কমিশন একটি ন্যায্য প্যাকেজ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে। যদিও চূড়ান্ত সুপারিশ এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবে সম্ভাব্য বেতন বৃদ্ধি এবং নীতিগত পরিবর্তন সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অষ্টম বেতন কমিশন সরকারি কর্মীদের জন্য আরও শক্তিশালী আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। সপ্তম বেতন কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭, যা বেতনকে ২.৫৭ গুণ বাড়িয়েছিল। অষ্টম কমিশনে এই ফ্যাক্টর ২.৮৬-এর কাছাকাছি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে ৫১,৪৮০ টাকায় উন্নীত করতে পারে। সাংসদদের জন্য এই সাম্প্রতিক বৃদ্ধি এই প্রত্যাশাকে আরও জোরদার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে এই খবরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ এটিকে সাংসদদের জন্য ন্যায্য পদক্ষেপ বলে মনে করছেন, আবার কেউ বলছেন, সাধারণ সরকারি কর্মীদের জন্যও এমন উদ্যোগ দ্রুত নেওয়া উচিত। একজন বাঙালি সাংসদ বলেন, ''এই বৃদ্ধি আমাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে। তবে অষ্টম বেতন কমিশনের মাধ্যমে সমস্ত সরকারি কর্মীদের জন্যও একইভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হোক, এটাই আমরা চাই।'' সাংসদদের জন্য এই বেতন বৃদ্ধি অষ্টম বেতন কমিশনের আগে একটি ইতিবাচক সংকেত। ২০২৬ সালে এই কমিশন কার্যকর হলে সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীরা আরও বড় আর্থিক সুবিধা পাবেন। বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিরা এই সুবিধা পাচ্ছেন। আগামী দিনে অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ কীভাবে সরকারি কর্মীদের জীবনকে প্রভাবিত করে, সেদিকে নজর থাকবে সবার।

ভারতের ঐতিহাসিক ১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের সাফল্যের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঐতিহাসিক ১ বিলিয়ন টন কয়লা উপাদনের সাফল্যের প্রশংসা করেছেন। এটি শক্তির ক্ষেত্রে সুরক্ষা, আর্থিক অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারের বার্তা দিচ্ছে।কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডির এক পোস্টের প্রত্যুত্তরে শ্রী মোদী এক্স পোস্টে লিখেছেনঃ ভারতের এক গর্বিত মুহূর্ত!১ বিলিয়ন টন কয়লা উপাদন অতিক্রমের বিরাট মাইলফলক অর্জন, শক্তি সুরক্ষা, আর্থিক অগ্রগতি এবং স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে আমাদের অঙ্গীকারের সাফল্য তুলে ধরছে। সেইসঙ্গে, এই সাফল্য, এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রমেরও বার্তা দিচ্ছে।

কর সংস্কার কাজকর্ম পর্যালোচনা করলেন অর্থমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪মার্চ ঃ অর্থমন্ত্রী প্রণজি সিংহরায় শনিবার সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে কর সংস্কার কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কর কমিশনার বিবেক এইচ বি এবং কর আধিকারিকগণ।পর্যালোচনায় অর্থমন্ত্রী রাজস্ব সংগ্রহে কর দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের অবদান এবং তাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বাজেটে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। কর প্রদান ও সংগ্রহকে জাতীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করার জন্য অর্থমন্ত্রী রাজ্যের সকল করদাতা এবং কর আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের কর সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কর দপ্তরের পক্ষ থেকে গত শনিবার এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সনাতন সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না অখিলেশ যাদবঃব্রজেশ পাঠক

লখনউ, ২৪ মার্চ ঃ সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। সোমবার ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, সনাতন সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না অখিলেশ যাদব।ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, ''অখিলেশ যাদব কেবল সনাতনের বিরুদ্ধে কথা বলেন। সমাজবাদী পার্টির পাপ ধুয়ে ফেলতে অনেক বছর সময় লাগবে... অখিলেশ যাদব সনাতন সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না... ভারতের জনগণ সর্বদা যে কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আহমেদাবাদে বুলেট ট্রেনের নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা, বাতিল ২৫ ট্রেন

আহমেদাবাদ, ২৪ মার্চ ঃ গুজরাটের আহমেদাবাদে বুলেট ট্রেনের নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা। ট্রেন লাইনের উপর ভেঙে পড়ল ধাতুর পাত। যদিও তাতে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, বাতিল করা হয়েছে কমপক্ষে ২৫টি ট্রেন। ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীদের। তবে দুর্ঘটনার জেরে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাত ১১ টা নাগাদ। ওই সময় আহমেদাবাদের ভাটভায় বুলেট ট্রেনের নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। কাজ চলাকালীন কংক্রিটের গার্ডার চালু করার পর একটি ধাতুর পাত পিছনে টেনে আনা হচ্ছিল, ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে সেটি নীচে পড়ে যায়। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেললাইন। ফলে ভাটভা-আহমেদাবাদ ডাউন-লাইনে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল।রেল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর রেলের তরফে ভাটভা-বোরিভলি এক্সপ্রেস, আহমেদাবাদ-মুম্বই সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস, ভাদোদরা-ভাটভা ইন্টারসিটি, আহমেদাবাদ-ভালসাদ গুজরাট কুইন, জামনগর-ভাদোদরা ইন্টারসিটি, ভাদনগর-ভালসাদ-ভাদনগর এক্সপ্রেস, ভাটভা-আনন্দ এক্সপ্রেস সহ প্রায় ২৫টি ট্রেন বাতিল

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কৃত্রিম মেধার ব্যবহার নিয়ে সরকার গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

নয়াদিল্লি(পিআইভি)ঃদেশজুড়ে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক কৃত্রিম মেধার প্রসার ঘটাচ্ছে। দিল্লির এইমস, চণ্ডীগারে পিজিআইএমইআর এবং ঋষিকেশের এইমসকে মন্ত্রক কৃত্রিম মেধার উকর্ষকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর লক্ষ্য হল, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার প্রসার ঘটিয়ে সমাধানসূত্রের দিশানির্দেশ। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক রোগ নির্ণয় সহায়ক ব্যবস্থার কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক সমাধানসূত্রে ই-সঞ্জীবনী নিয়ে এসেছে।সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে দেশজুড়ে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয় যাতে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগ নির্ণয় করা যায় এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ৪,৫০০ এই জাতীয় সতর্কবার্তা প্রকাশিত হয়েছে যার ফলে রোগ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা গেছে এবং মৃত্যহার কমেছে। জাতীয় টেলি-মেডিসিন মঞ্চ যা ই-সঞ্জীবনী নামে পরিচিত, তাতে রোগ নির্ণয়ে কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক সহায়ক ব্যবস্থাকে যুক্ত করা হয়েছে। এতে চিকিৎসা সংক্রান্ত গুণগত মান, রোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক রোগ নির্ণয় সমাধানসূত্র দেওয়া হয়েছে। ই-সঞ্জীবনীর মাধ্যমে ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পরামর্শ কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক।যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে গোষ্ঠীভিত্তিক ফুসফুসের যক্ষ্মা নির্ণয়ে কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে দেখা গেছে যে ১২-১৬ শতাংশ যক্ষ্মা রোগাক্রান্তের ক্ষেত্রে প্রথামাফিক প্রক্রিয়াতে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা হলে অনেক রোগীই বাদ চলে যেতেন। এর ফলে, যক্ষ্মার কুফল বহুলাংশে দূর করা গেছে। এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষতি ২৭ শতাংশ কমানো গেছে।ক্ষেত্র-ভিত্তিক জনস্বাস্থ্যে কৃত্রিম মেধার এই ব্যবহার মন্ত্রক গ্রহণ করেছে।

বিজেপিকে তোপ খাড়গের, বললেন সংরক্ষণ কেউ শেষ করতে পারবে না

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাাগে। সোমবার রাজ্যসভায় খাড়গে বলেছেন, কেউ সংরক্ষণ শেষ করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, তাঁরা (এনডিএ সাংসদদের দেখিয়ে) ভারতকে ভেঙেছে।কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে সোমবার রাজ্যসভায় হট্টগোল শুরু হয়, তখন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন,

বাবাসাহেব আম্বেদকরের লেখা সংবিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কেউ সংরক্ষণ শেষ করতে পারে না। সংরক্ষণ রক্ষা করার জন্য, আমরা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারত জোড়ো যাত্রা করেছি। তারা (এনডিএ সাংসদদের দিকে ইঙ্গিত করে) ভারত ভেঙেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, মুসলিম সংরক্ষণের বিষয়টি উত্থাপন করে কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের মর্যাদা নষ্ট করেছে। যদি সাহস থাকে, তাহলে আজই উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করুন। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়।

যোগী সরকারের ৮ বছর, নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

লখনউ, ২৪ মার্চ ঃ দেখতে দেখতে ৮ বছর পূর্ণ হল যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। ৮ বছর পূর্তিতে নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমাদের বেশিরভাগই জানেন, ৮ বছর আগে উত্তর প্রদেশের অবস্থা এবং পরিচয় কী ছিল। ৮ বছর আগে উত্তর প্রদেশের অবকাঠামো এবং অর্থনীতির অবস্থা গোপন ছিল না। উত্তর প্রদেশের সামনে পরিচয়ের সংকট ছিল কৃষকরা আত্মহত্যা করছিল, যুবকরা সংগ্রাম করছিল, কন্যা এবং ব্যবসায়ীরা অনিরাপদ ছিল এবং দাঙ্গা এবং ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে জনগণ দুর্বল অর্থনীতির কষ্ট সহ্য করছিল। রাজ্য এবং সবকিছু এখনও একই রকম, কিন্তু আমরা দেখতে

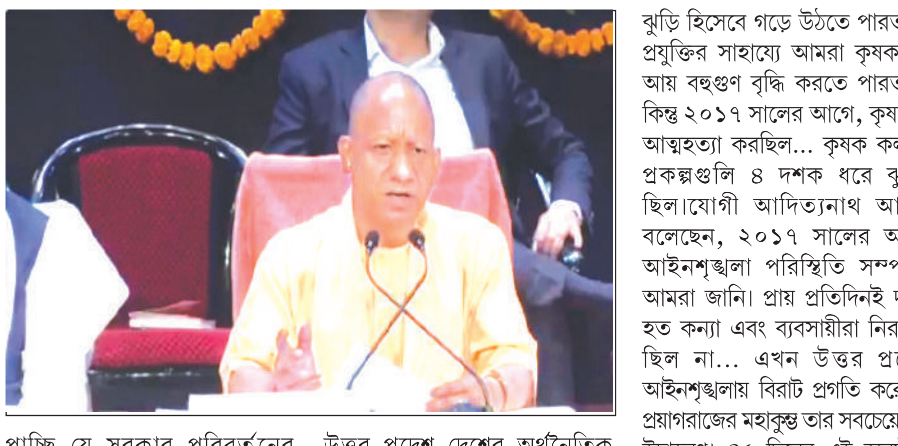

পাচ্ছি যে সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমেই কীভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, ৮ বছর আগেও বিমারু রাজ্যের মধ্যে উত্তর প্রদেশকে বিবেচনা করা হত, মানুষ কেবল শ্রমশক্তি হিসেবেই জানত, এখন উত্তর প্রদেশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৭ সালের আগে কৃষিক্ষেত্র অবহেলিত ছিল, উত্তর প্রদেশে প্রচুর কৃষি সম্ভাবনা এবং জলসম্পদ রয়েছে। আমরা দেশে কৃষি উৎপাদনের একটি ঝুড়ি হিসেবে গড়ে উঠতে পারতাম। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা কৃষকদের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারতাম। কিন্তু ২০১৭ সালের আগে, কৃষকরা আত্মহত্যা করছিল... কৃষক কল্যাণ প্রকল্পগুলি ৪ দশক ধরে ঝুলে ছিল।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, ২০১৭ সালের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা জানি। প্রায় প্রতিদিনই দাঙ্গা হত কন্যা এবং ব্যবসায়ীরা নিরাপদ ছিল না... এখন উত্তর প্রদেশ আইনশৃঙ্খলায় বিরাট প্রগতি করেছে। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ৪৫ দিনের এই অনুষ্ঠানে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যা ভক্তদের অসুবিধার কারণ হতে পারে... ২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশ পুলিশ বিভাগে ১.৫ লক্ষ পদ শূন্য ছিল... নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল না। ২,১৬,০০০-এরও বেশি পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের দাবিতে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান ডাক্তার-নার্সদের

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানে চিকিসক, নার্সরা। সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের দাবিতে সোমবার সল্টলেকে সিবিআইয়ের অফিস সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের ডাক সিনিয়র চিকিৎসক-নার্সদের সংগঠনের। এই অভিযান ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করতে সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে তপর পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিজিও কমপ্লেক্সের গেটের বাইরে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল গার্ডরেল রাখা হয়। গেটের ভিতরে কেন্দ্রী বাহিনীর জওয়ানরা টহলে রয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসায়ও জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসক-নার্সদের একাংশ। পরে বিক্ষোভকারীদের তরফে পাঁচ প্রতিনিধি ভিতরে যান। ছিলেন দুই মহিলা প্রতিনিধিও। আরজি কর মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তে সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার পরিবার। যে কারণে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। পরে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিসাপেক্ষে গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা। সেই মতো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, আরজি কর মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তার আগে আগেই মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, ডক্টরস ফোরাম এবং নার্স ইউনিটি সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের উদ্দেশে রওনা দেয়। সিবিআই দফতরে বিক্ষোভের পাশাপাশি স্মারকলিপিও জমা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

হাওড়ার বেলগাছিয়ার সমস্যা সমাধানে বৈঠক ফিরহাদ হাকিমের

হাওড়া, ২৪ মার্চ ঃহাওড়া বেলগাছিয়ায় ফিরহাদ হাকিম। হাওড়ার জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার, কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। জানান, আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে এখানকার আবর্জনা পুরোপুরি খালি হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফিরহাদ জানান, নিয়মিত এখান থেকে বর্জ্য নিয়ে যাওয়া হবে, ২ মাসের মধ্যে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ মেশিনের ব্যবস্থা করা হবে যাতে ময়লা-আবর্জনার বিশাল পাহাড় না জমে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয় ফিরহাদ হাকিমকে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও এলাকাবাসীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।উল্লেখ্য, হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ধস নামে দিনকয়েক আগে। এর ফলে মাটির নীচে দু'টি পাইপ লাইনে বড়সড় ফাটল দেখা দেয়। এর ফলে ফাটল দেখা দেয় মাটিতে। ধসে পড়ে বাড়ি। বেলগাছিয়া মোড় থেকে কেএমডিএ-র তৈরি বিকল্প পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করা হলেও ভাগাড় এলাকায় পুনরায় কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দেয়।

কোচবিহারে গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ৩

কোচবিহার, ২৪ মার্চঃ কোচবিহারের নিশিগঞ্জে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্র জানা গিয়েছে । অন্যদিকে অপর এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে থেকে জানা গিয়েছে। গৃহবধূর দাবি করেন যে, তাঁর স্বামী ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। অভিযোগ, হোলির দিন অভিযুক্ত চার যুবক গৃহবধূকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। স্বামী বাড়ি ফেরায় ওই গৃহবধূ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শনিবার আগরতলায় লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে বিহার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো বিহার দিবস পালন করা হচ্ছে। এরফলে বিহার রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি উন্নয়নের ছোঁয়ার বাইরে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিহার দিবস উপলক্ষ্যে বিহার রাজ্যের সমস্ত জনগণকে শুভেচ্ছা জানান এবং এই দিবস পালনের সফলতা কামনা করেন।

ত্রিপুরা বিধানসভায় ৩২ হাজার ৪২৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ

আগরতলা, ২৪ মার্চ ঃগত শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভায় ২০২৪-২৬ অর্থবছরের জন্য বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। ২০২৫ -২৬ অর্থবছরের জন্য বাজেটে ৩২ হাজার ৪২৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৬১ শতাংশ বেশি। বিধানসভায় পেশ করা বাজেটে মূলধনী ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৯০৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। এই অর্থ রাশি গত অর্বছরের তুলনায় ১৯.১৪ চতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৪২৯.৫৬ কোটি টাকা। এই ব্যয় বরাদ্দে নতুন করে কোন করের প্রস্তাব রাখা হয়নি।এদিন বিধানসভায় বাজেট ভাষণে প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী প্রণজি সিংহ রায়। তিনি জানান, রাজ্য সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একাধিক সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর ফাঁকি ও জালিয়াতি শনাক্তকরণ ইউনিট গঠন ইত্যাদি।এদিন বাজেট ভাষণে বিভিন্ন উন্নযনমূলক কর্মসূচির কথা তুলে ধরতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, ২০২৪-২৬ অর্থবছরে মোহনপুর, কল্যাণপুর, বিশালগড়, মনুঘাট এবং যতনবাড়িতে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ করা হবে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান, ২০২৫ ২৬ অর্থবছরে বাজেট প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা নামক একটি নতুন যোজনা চালু করার প্রস্তাব রাখা হযেছে। এই যোজনায় অন্তোদয় পরিবারভুক্ত কন্যা সন্তানের বিবাহ ব্যয় নির্বাহ করবে রাজ্য সরকার। এই খাতে কন্যা সন্তান পিছু ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। মহকুমা স্তরে গণবিবাহের আয়োজন করা হবে। এই যোজনায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।অর্থমন্ত্রী আরও জানান, মহকুমা এবং জেলার বিভিন্ন মানুষ আগরতলা শহরে এসে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হন। তাদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য রাজধানীতে ভারতমাতা ক্যান্টিন তথা নৈশ নিবাস স্থাপন করার প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে। আপাতত এর জন্য ২ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিন দীর্ঘ প্রায় দুই ঘণ্টার বাজেট ভাষণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, এই বাজেট হল আমাদের রাজ্যকে বিকশিত করে তোলার একটি রূপরেখা, যেখানে আমাদের উদ্যোগ সমূহ বিকশিত ভারত গঠনে কার্যকরী অবদান রাখতে পারে। অন্যদিকে ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত স্তরের কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য অতিরিক্ত তিন শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। গত শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা দিয়েছেন। অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কর্মচারীরা বর্তমানে ত্রিশ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। এখন নতুন করে তিন শতাংশ মহার্ঘভাতা যোগ করায় মহার্ঘভাতা পৌঁছল তেত্রিশ শতাংশে। তিনি আরও বলেন, এজন্য রাজ্য সরকারের বছরে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই বর্ধিত মহার্ঘভাতা ১লা এপ্রিল ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।প্রসঙ্গত, শুক্রবার থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশ শুরু হয়েছে। এই অধিবেশন চলবে ১ এপ্রিল পর্যন্ত। এই বারদিনের মধ্যে ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ২৮ ও ২৯ মার্চ এবং ১ এপ্রিল অধিবেশন বসবে। গত ১৫ বছরের মধ্যে এত দীর্ঘদিনের বিধানসভার বাজেট অধিবেশন এই প্রথম হচ্ছে।

“বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস প্রসঙ্গে বার্তা”

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ১৮৮২ সালে জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কোচ যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী অনুজীব আবিষ্কার করেন। বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক ঘাতক হল যক্ষ্মা।১৮৮২ সালের ২৪ শে মার্চ এই দিনটিতে রবার্ট কোচ ঘোষণা করেছিলেন তিনি যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন যা যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের পথ খুলে দিয়েছে। সেই থেকে ২৪ শে মার্চ দিনটি বিশ্বব্যাপী বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।যক্ষ্মা বাতাসে ছোট ছোট সংক্রামক ফোঁটা দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। একজন যক্ষ্মা রোগীর কাশি এবং গান গাওয়ার মাধ্যমে এই ফোঁটা নির্গত হতে পারে।কোভিড- ১৯ মহামারীর সময় যক্ষ্মা রোগের পুনরুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাপী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।মানুষের সচেতন থাকা উচিত যে যক্ষ্মা এখন বিশ্বজুড়ে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা। যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য সংক্রামণ, চিকিৎসা এবং সক্রিয় কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত শিক্ষাই সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা।বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হল বিশ্বজুড়ে যক্ষ্মা রোগের প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার একটি বিশেষ দিন। প্রতিবছর ২৪ শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসেবে পালিত হয় যা বিশ্বের সবচেয়ে সংক্রামক রোগ যক্ষ্মা নির্মূলের তাগিদ কে আরও জোরদার করে।যক্ষ্মা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করে চলেছে। যার ফলে স্বাস্থ্য,সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে।বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য প্রচার অভিযানের একটি বিশেষ দিন। জাতিসংঘ ২০১৫ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিরিখে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা মহামারী নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থাকতেই পারে নাঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় পরিচয় এবং সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ থাকতে পারে না। উদ্বেগ প্রকাশ করে এই কথা বললেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সোমবার রিজিজু বলেছেন, সংসদের উভয় কক্ষ - লোকসভা এবং রাজ্যসভা - একটি অত্যন্ত গুরুতর ইস্যুতে মুলতবি করতে হয়েছে। এনডিএ দল সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার বক্তব্যের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নজর দিয়েছে এবং তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, মুসলিমদের চুক্তিতে সংরক্ষণ মুসলিম সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দিকে একটি পদক্ষেপ এবং এর জন্য, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করা হবে। তার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট...তারা ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করে মুসলিম সম্প্রদাযকে সংরক্ষণ দিতে চায়। দয়া করে একটি বিষয় মনে রাখবেন, ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ মুসলিম সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ প্রদানের জন্য এই বিষয়টি গণপরিষদে নিয়ে আসার সময় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এবং সংরক্ষণের বিষযটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল...আমাদের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে সংরক্ষণ থাকতে পারে কিন্তু ধর্মীয় পরিচয় এবং সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সংরক্ষণ থাকতে পারে না।

অসমে ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, হত দুই, আহত ২৫, সংকটজনক চার

গুয়াহাটি, ২৪ মার্চ ঃ অসমের ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৫ জনের বেশি। তাঁদের মধ্যে সংকটজনক অবস্থায় চারজনকে নিয়ে আসা হয়েছে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। নিহত একজন তেজপুরের দ'পব্বতীয়ার জনৈক নারায়ণ বরা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অপরজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সোমবার সকালে দরং জেলার অন্তর্গত ধুলা এলাকায়।জানা গেছে, আজ সকালে তেজপুর থেকে যাত্রী নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম-এর এএস ২০ ২২৮৯ নম্বরের একটি আল্ট্রা বাস। কিন্তু দরং জেলার খারুপেটিয়া সেনা ছাউনির কাছে গিয়ে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার প্রভাব এতটাই তীব্র ছিল যে, বাসের ভেতরে উদ্ধার করা হয়েছে ঝুলন্ত মৃতদেহ।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী ধুলা থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে হতাহতদের উদ্ধার শুরু করে। ইতিমধ্যে আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় মঙ্গলদৈ সিভিল হাসপাতালে। হাসপাতালে দুজনকে মৃত ঘোষণা করে আহতদের ভরতি করে চিকিৎসা শুরু করেছেন ডাক্তাররা। এর মধ্যে সংকটজনক অবস্থায় চারজনকে নিয়ে পাঠানো হয়েছে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।এদিকে ধুলা পুলিশ থানা চত্বরে সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশে বাধা দেওয়ায় কীভাবে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি সাংবাদিকরা। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার চাকার একটি টাটা ডিআই-এর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ঘটনাস্থল থেকে টাটা ডিআই নিয়ে পালিয়ে গেছে চালক। ইত্যবসরে জেলা পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা থানায় গিয়ে পৌঁছেছেন।

কাঠুয়ায় এখনও লুকিয়ে সন্ত্রাসীরা, চারিদিক ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী

জম্মু, ২৪ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় গত রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এনকাউন্টার এখনও অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কাঠুয়ার হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর, রবিবার রাতে হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নামে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং রাইজিং স্টার কর্পসের সৈন্যরা। রাত থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান সোমবার সকালেও অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিদের খুঁজে পেতে ড্রোনেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলা কাঠুয়ার হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় লুকিয়ে রয়েছেন তিন জঙ্গি, এই তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যা থেকে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভারতীয় সেনার যৌথ দল। সূত্রের খবর, যৌথবাহিনী তল্লাশি শুরু করতেই জঙ্গিরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষে গুলির লড়াই। যদিও, সোমবার সকাল পর্যন্ত এই এনকাউন্টারে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

পিছিয়ে পড়া ও দলিতদের সংরক্ষণ পাওয়া উচিতঃঅখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃ পিছিয়ে পড়া ও দলিতদের সংরক্ষণ পাওয়া উচিত, এমনটাই দাবি করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমরা জাতিগত জনগণনার পক্ষে এবং পিছিয়ে পড়া ও দলিতদের সংরক্ষণ পাওয়া উচিত।অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, এছাড়াও, যারা সমাজে পিছিয়ে আছেন তাদেরও সংরক্ষণ পাওয়া উচিত। জাতিগত জনগণনার লড়াই দীর্ঘ দিনের, তাই জনগণনা করা হচ্ছে না, কারণ যখন এটি করা হবে, তখন সমস্ত প্রশ্ন সামনে চলে আসবে। আপনারা সকলেই জানেন যে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ নেই।

কুণাল কামরাকে ক্ষমা চাইতে হবে, এসব বরদাস্ত নয়ঃ দেবেন্দ্র ফড়নবিস

মুম্বই, ২৪ মার্চ ঃমহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে নিয়ে কটূক্তি জন্য বিপাকে কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা। এ বার এই বিতর্কে মুখ খুলে কুণালকে ক্ষমা চাইতে বললেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তাঁর কথায়, এর মধ্যে কোনও হাস্যরস নেই। কিন্তু নেতাদের অপমান করা সহ্য করা হবে না। আইনি পদক্ষেপ করা হবে।সোমবার ফড়নবিস বলেছেন, স্ট্যান্ড-আপ কমেডি করার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সে যা খুশি বলতে পারে না। মহারাষ্ট্রের মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কে বিশ্বাসঘাতক। কুণাল কামরার ক্ষমা চাওয়া উচিত। এটা সহ্য করা হবে না। কমেডি করার অধিকার আছে, কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে অপমান করার জন্য এটি করা হয়, তাহলে তা ঠিক নয়। কুণাল কামরা রাহুল গান্ধীর দেখানো একই লাল সংবিধান বই পোস্ট করেছেন। তারা দুজনেই সংবিধান পড়েননি। সংবিধান আমাদের বাক স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে এবং সমর্থন করেছে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩ দিনে, দিনের তাপমাত্রা ৪-৬ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে চলবে ঝ।-বৃষ্টিও। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৯ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৬ টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৫মনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১১ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৫ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ১০ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ চৈত্র ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ৭ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইঃন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে এবারে ভালো ফলনের আশায় চাষিরা দক্ষিন ২৪ পরগনায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৪ মার্চ ঃ গত বছর সে ভাবে আমের ফলন হয়নি। তাই এ বছর বিপুল ফলন হবে এমনটাই আশা দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমচাষিদের।সেই পূর্বাভাস মিলে গিয়েছিল ছোট বড় প্রতিটি আম গাছে মুকুলের বাহার দেখে। বেশ কিছুদিন হল মুকুল থেকে ছোট ছোট আমের গুটি বেরিয়েছে। কোনও কোনও গাছে আবার ছোট ছোট ফল ধরেছে। কিন্তু গত শুক্রবার কালবৈশাখীর পূর্বাভাসে ঘুম উড়েছিল জেলার আমচাষিদের। কিন্তু শুক্র ও শনিবার হালকা বৃষ্টিতে স্বস্তি পেলেন চাষিরা। জয়নগর, কুলতলি, বারুইপুর, ভাঙড়, ক্যানিং, সোনারপুর সর্বত্র কম বেশি বৃষ্টি হলেও কোনও ঝড় হয়নি। এমন বৃষ্টিতে বোঁটা শক্ত হয়ে দ্রুত বড় হবে আম। হালকা বৃষ্টি হওয়ায় খুশি গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষিরাও। হালকা বৃষ্টিতে মাঠে জল না জমায় সব্জি গাছ গুলো তাজা হয়ে উঠেছে। ফলে অকাল বৃষ্টিতে মুখে হাসি ফুটেছে চাষিদের। বিশেষ করে ধানচাষিরা খুব খুশি। আগামী কয়েকদিন আর পয়সা খরচ করে জলসেচ করতে হবে না তাঁদের।জেলা কৃষি ও উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে খবর,এই মুহূর্তে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন ফসলহিসাবে উচ্ছে, বেগুন, কুমড়ো, লাউ,পটল, ঝিঙে, লঙ্কার মতো সব্জি চাষ হচ্ছে। জেলায় প্রায় চার হাজার হেক্টর জমিতে ফুলের গাছ আছে। এ সময় মাঠে শোভা পাচ্ছে গাঁদা, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা। জয়নগরের উত্তর দূর্গাপুরের এক আম চাষি বলেন, গত বছর আমের ফলন

সেভাবে হয়নি। এ বছর প্রচুর মুকুল হয়েছে। আশা করছি খুব ভালো ফলন হবে। অসময় বৃষ্টি হওয়ায় আম চাষের খুব উপকার হল। এটা প্রকৃতির আশীর্বাদ আমাদের কাছে। দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম বলেন,এই বৃষ্টিতে আম, সবজি ও ধানের খুব উপকার হলো। বারুইপুরের অধিকাংশ বাগানেই আম, লিচু, পেয়ারা সহ একাধিক ফলের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রায় হাজার দশেক চাষি। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় এখানকার ফলের উপরেই নির্ভরশীল।সেই বারুইপুরে এ বার দু'দিনের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে লাভের মুখ দেখার সুযোগ মিলেছে বলে দাবি ফলচাষিদের।এই সময়ে বারুইপুরে বাগানগুলিতে হরেক প্রজাতির আম এবং দেশি,বোম্বাই প্রজাতির লিচু ফলতে শুরু করেছে। সঙ্গে রয়েছে পেয়ারা। বারুইপুরের চাষিরা বলেন, আম ও লিচুর বোঁটা শক্ত হবে এই বৃষ্টিতে। ফলে আগামী দিনে গাছ থেকে ফল ঝরে পড়বে কম। এ ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সিনিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ চন্দদন কুমার মন্ডল বলেন,এই বৃষ্টি উপকার করেছে আমের ফলনে। তবে ফুল থেকে যখন ফল মটর দানার মতো হচছে তখন একটা স্প্রে করতে হবে হপার পোকা দমনের জন্য। সাধারণত মুকুল আসার আগে হপার পোকার জন্য স্প্রে করতে হয়। হপার পোকার জন্য ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা লেবাসিড ৫০ ইসি চা চামচের ৪ চামচ ৮.৫ লিটার জলে মিশিয়ে.১৫ দিন পর পর দুই বার স্প্রে করতে হবে।আমটা যখন গুটি আকার ধারণ করবে তখন ১০-২০ দিন পর পর বোরিক এসিড ৬ গ্রাম১০ লি. জলে স্প্রে করলে আমের গুটির পরিমাণ বেড়ে যাবে। আম গাছের পাশে মৌমাছি পালন করতে পারেন প্রাকৃতিক পরাগাযনের জন্য। আম গাছে মুকুল আসার আগে স্প্রে করা যেমন জরুরি নয়, তেমনি মুকুল ফোটার পর স্প্রে করা জরুরি নয়। আর এবছর আম, লিচু ও পেয়ারার ভালো ফলন হবে আশা করা যাচ্ছে।

হেরিটেজ ট্যুরিজমে উৎসাহ দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

দুরন্ত বাতা৩, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ হেরিটেজ ট্যুরিজমে উসাহ দিতে রাজ্য সরকার প্রত্নস্থলগুলির সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। প্রথম দফায় পুরুলিয়ার বেগুন কোদোর, পাকবিড়রা, দেউলঘাটে জৈনমন্দির ও মালদার ঐতিহাসিক সৌধ সুলতানি হামাম সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। রাজ্যের পুরাতত্ত্ব অধিকর্তার পরামর্শ মেনে এই প্রত্নস্থল গুলির সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলার তিন সৌধের জন্যে সাড়ে ছ'কোটি টাকা এবং মালদার সুলতানি হামাম বা স্নানাগার সংস্কারে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের পুরাতাত্ত্বিক আধিকারিক অম্লান জ্যোতি সাহা জানান, পুরাতত্ত্ব অধিকর্তার পরামর্শ মেনে পূর্ত দপ্তর সংস্কারের কাজ করবে। তবে দ্রুত এই কাজ করা সম্ভব নয়। কিছুটা সময় লাগবে।

যক্ষা বিরোধী দিবসে মাক্স বিলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ যক্ষা বিরোধী দিবসে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সোমবার সকালে কলকাতা মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের তরফে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে মাক্স বিলি করা হয়। মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ডি আশীষ জানান প্রতি বছর যক্ষা বিরোধী দিবসে এই দিনে সাধারণ মানুষ রোগীদের মধ্যে যত্রতত্র থুতু ফেলা থেকে সচেতনতা বাড়াতে মাইকিং সহ নানাবিধ সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়। কলকাতা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে সাধারণ মানুষদের সচেতনতা বাড়াতে দু হাজার মাক্স বিলি করে মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের সদস্যরা। বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে এদিন।

সব হিন্দুরা ভোট দিলে মমতা নিশ্চয়ই হারবেনঃ সুকান্ত মুজমদার

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ ঃ সব হিন্দুরা ভোট দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই হারবেন। দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মুজমদার। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দুদের নামে ভোট দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে হুমকি দিয়েছিলেন, যদি তোমরা সিএএ-তে নাম নিবন্ধন করো, তাহলে তোমাদের নাগরিকত্ব হারাবে। এখন একই সরকার হিন্দুদের নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে নোটিশ পাঠাচ্ছে, কারণ তারা জানে যদি সমস্ত হিন্দু ভোট দেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে হেরে যাবেন।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় আধুনিক পদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষ

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ২৪ মার্চ ঃ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে বোরো ধানের চাষ করা যায় বা অধিক ফলন ফলানো যায় তার জন্য শ্যামপুর ২নং ব্লকের বাছরি দিশারী সংঘের অফিসে একদিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। সোমবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৫০জন মহিলাদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কিভাবে আরো উন্নত পদ্ধতিতে কম খরচে বেশি করে ধান উপাদন করা যায় সেই এই কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ২নং ব্লকের ব্লক টেকনোলজি সমন্বয়ক সুমন্ত ঘোষ,আতমা প্রকল্পের চেয়ারম্যান শিবপ্রসাদ বেরা,বাছরি পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া, দিশারী সংঘের সভানেত্রী মঞ্জুশ্রী সামন্ত, সম্পাদক কঙ্কাবতী বেরা, শ্যামপুর ২নং সহকারী কৃষি অধিকর্তা বিশ্বজি বসু সহ অন্যান্য।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ টিএমসিপি-র

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ রবীন্দ্রভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ। টিএমসিপি-র বিক্ষোভে ব্যাপক উত্তেজনা। সোমবার সকাল থেকেই উত্তাল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। যার জেরে এদিন রবীন্দ্রভারতীতে এলেন না অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় এবং অন্তর্বর্তী রেজিস্ট্রার আশিস সামন্ত। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে পদ ছাড়তে হবে। অপসারিত করতে হবে অস্থায়ী রেজিস্ট্রারকেও। স্থায়ী উপাচার্য এবং স্থায়ী রেজিস্ট্রারের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। অভিযোগ, ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না তাদের। অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় এলে তাকে ঢুকতে দেবেন না আন্দোলনকারীরা। শুধু তাই নয় যতক্ষণ না তাদের দাবি মানা হচ্ছে ততক্ষণ চলবে তাদের এই আন্দোলন, এমনই জানিয়েছে তারা।

বচসার জেরে চোখ উপড়ে নেওয়ার অভিযোগ, চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ সাইকেল রাখাকে কেঃদ্র করে বিবাদ। এক ব্যক্তির চোখ উপড়ে নেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার নিউ ব্যারাকপুরে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায .নঃ দী বিশ্বাসের বাড়ির গলিতে ঢোকার মুখে সাইকেল রাখা ছিল, তাই নিয়ে. প্রতিবাদ করেন। তখন এলাকারই বেশ কয়েকজন তাঁর ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। তাঁকে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করেন। অভিযোগ, তাঁর চোখে গুরুতরভাবে আঘাত করা হয়। ঘটনার পর পরিবারের অন্যরা বলতে গেলে তাঁদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয .বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে নিউ ব্যারাকপুর থানায .অভিযোগ করতে গেলে আক্রান্ত হুমকির শিকার হন বলেও অভিযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কালচারাল অর্গানাইজেশনের ব্যবস্থাপনায় পঞ্চম বর্ষ জ্যোতিষ সম্মেলন

মলয় সুর, নবদ্বীপ,২৪ মার্চ ঃ নবদ্বীপে বকুলতলা প্রাক্তনী ভবনে শ্রীচৈতন্য প্রেক্ষাগৃহে পঞ্চম বর্ষ এক জ্যোতিষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর জ্যোতিষ ও তান্ত্রিকরা হাজির হন। জ্যোতিষবিদ্যা ও তার টোটকা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের কর্ণধার তথা সভাপতি সত্যজি রায় বলেন , এই জ্যোতিষ চর্চার উপর দিন দিন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে । জ্যোতিষ চর্চা বহু পুরানো । সেই প্রাচীন বেদের যজ্ঞের ক্ষেত্র থেকে জ্যোতিষ চর্চা শুরু হয়। নবদ্বীপ ধামে জ্যোতিষ চর্চা বহুদিন থেকে চলছে। পঞ্জিকা ও ধারা অনুযায়ী এই জ্যোতিষ চর্চা চলে আসছে। দেবগুরু মন্ত্র ও প্রদীপ প্র জ্জ্বলনে

মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সূচনা হয়। শ্রী গুরু করুণা নিকেতনের শিষ্য রা মঙ্গলাচরণ করেন। বেতার শিল্পী অর্চনা মন্ডল কীর্তন পরিবেশন করে। এদিন ডক্টর ব্যাসদেব শঙ্করাচার্য জ্যোতিষবিদ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে তা বলেন । তার সুদর্শন চেহারায় শরীরে ভাষা এবং ভঙ্গিমার মধ্যে সকল শ্রোতাদের তিনি আকৃষ্ট করেন। অধ্যাপক অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, নবদ্বীপ ধামে শ্রী চৈতন্যর জন্মস্থান, এছাড়া এখানে বহু মনীষীদের বাসস্থান সেজন্য শহরটি হিন্দুদের তীর্থস্থান তীর্থস্থান। এদিন মঞ্চে জ্যোতিষ বিদ্যার উপর সমীকরণ নামাঙ্কিতএকটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন একেসব শাস্তি, প্রফেসর বাদল চন্দ্র পোদ্দার, শ্রী অচিন্ত্য রতন দেবতীর্থ, আচার্য অনির্বাণ শাস্ত্রী, শ্রীমতি তনিমা শাস্ত্রী প্রমুখরা। প্রত্যেকে উত্তরীয় ব্যাচ এবং শংসাপত্র ছাড়াও ধনলক্ষী আওয়ার্ড, ভৃগু নন্দী, ভক্তিচৈতন্য, কল্পতরু, বিদ্যাশ্রী প্রভৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুন্দরভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন আচার্য বেণীমাধব।

যাত্রাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে স্বাধীন ভারত নাট্য সংস্থার উদ্যোগে আলোচনা চক্র

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী , ২৪ মার্চ ঃ যাত্রাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ.লোকসংস্কৃতির অন্যতম আকর্ষণ যাত্রাশিল্প ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আধুনিকতার ভিড়ে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী-অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান। এই প্রেক্ষাপটে রবিবার পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাঁতলা ২ পঞ্চায়েতের তেলনিও পাড়া বন্ধু মহল পাঠাগার সংলগ্ন মাঠে স্বাধীন ভারত নাট্য

শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ও সংরক্ষণ করতে তৎপর হয়েছেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। শুধু যাত্রাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই নয়, নতুন প্রতিভাদের তুলে আনার জন্যও তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান যাত্রাশিল্পীদের খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা অ্যাকাডেমির কাছে আবেদন রাখবেন। এই বিষয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই সংস্থার উদ্যোগে এক বিশেষ যাত্রা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল যাত্রাশিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা এবং শিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশংকর মন্ডল, মন্তেশ্বরের বিখ্যাত নাট্যকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মেঘদুত গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের উপস্থিতি এই কর্মশালাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। অনুষ্ঠানের এক বিশেষ মুহূর্তে দীর্ঘদিন ধরে যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের হাতে স্মারক ও সম্মাননা তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। সংবর্ধিত শিল্পীরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, যাত্রাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার যদি বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নেয়, তবে নতুন প্রজন্মও এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী হবে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর বক্তব্যে বলেন, যাত্রা বাংলার ঐতিহ্য। এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নতুন শিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও মঞ্চ পেতে সহযোগিতা করতে হবে। আমি নিজে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছি এবং দ্রুত যাত্রা অ্যাকাডেমির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করব। এই উদ্যোগে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান, যাত্রাশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য এ ধরনের কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলার যাত্রাশিল্প আবারও তার স্বর্ণযুগ ফিরে পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।

এক থেকে দেড় লাখের বেশি মাইনে, ৫ লাখ পাই প্লেনে চড়ার জন্য', নিজেই নিজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২৪ মার্চ ঃ নিজেই নিজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক। চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিজের মাইনের কথা বলতে গিয়ে সাফ বলে দিলেন, আমার কী যোগ্যতা আছে! একইসঙ্গে বিধায়ক হিসাবে কী কী সুবিধা পান তাও শোনালেন। তা আবার পোস্টও করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি পদ্ম শিবিরের নেতারা। তাঁদের সাফ কথা, অযোগ্যতা স্বীকার করছেন যখন তখন পদত্যাগ করে ফেলুন। প্রসঙ্গত, একদিন আগে চুঁচুড়া-মগরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আদিসপ্তগ্রামে আয়োজিত ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মিটিংয়ে গিয়েছিলেন অসিত। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি একটা চাকরি করতাম সেখানে ৪০-৫০ হাজার টাকা হয়তো বেতন পেতাম। কিন্তু আমি বিধায়ক হয়েছি। এক-দেড় লাখ টাকার বেশি বেতন পাই। ৫ লক্ষ টাকা বছরে পাই প্লেনে ঘোরার জন্য।রাজধানী এক্সপ্রেসের দুজন সঙ্গী নিয়ে ঘুরতে পারি ফ্রিতে। মেডিকেল বিল পাই আনলিমিটেড। এই যোগ্যতা আমার আছে? তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য আমি এমএলএ হয়েছি। এখানেই না থেমে কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা বেতন পান। সাধারণ কর্মীরা কিছু পান না। অথচ দেখা যাচ্ছে ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনির ক্ষেত্রে কর্মীরাই ভাল কাজ করছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা ফাঁকিবাজি করছে। তাঁর এ মন্তব্য নিয়েই চলছে চর্চা। হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, বিধাযক নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই। দিদির দয়ায় খেয়ে পড়ে বেঁচে আছেন। এখানেই না থেমে তাঁর খোঁচা, অযোগ্য যখন তখন পদত্যাগ করে ফেলুন। চুঁচুড়া বিধানসভার মানুষেরও বোঝা উচিত কাদের ভোট দিয়ে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। যদিও বিধায়কের দাবি, দলের মধ্যে যাঁরা ফাঁকি মারে তাঁদের জন্য বলেছি। তাঁদের কথায়, ভোটার লিস্ট কীভাবে করতে হবে দলের নির্দেশ কি আছে সেটাই বলছিলাম কর্মীদের। দু'একজন তো ফাঁকি মারে। কিন্তু তাঁরা যাতে এটা না করে সেই কারণে এটা বলেছি।

দূস্কৃতিদের আক্রমনে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি কুলপির তৃণমুল ব্লক যুব সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ মার্চ ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন।আর তাঁর আগে ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কুলপি। রাতের আঁধারে তৃণমূলের যুব সভাপতিকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠলো এবার দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার গভীর রাতের ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কে বা কারা হামলা চালালো তাঁর তদন্তে নেমেছে কুলপি থানার তদন্তকারি পুলিশ। জানা গিয়েছে, কুলপিতে আক্রান্ত যুব তৃণমূল নেতার নাম শামসুর আলম মীর। রবিবার রাতে শ্যামবসুরচক এলাকায় তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। অন্ধকার রাস্তায় তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত হন আলম মীর।

বিরোধী বিজেপি ও বিরোধী আইএসএফের দাবি, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। অনেকদিন ধরে এই এলাকায় তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলছে। শামসুর আলম মীরের উপর হামলা তেমনই এক ঘটনা। জেলা বিজেপির দাবি, কুলপিতে তৃণমূলের বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল এই আক্রমণের ঘটনা। আর তার দায় বিরোধীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। ছাব্বিশে ভোটের আগে নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল আরও প্রকট হবে। এর দায় বিরোধীদের উপর চাপিয়ে কোনও লাভ হবে না। নিজেদের যুব নেতার উপর এহেন হামলার ঘটনায় শাসকদলের অভিযোগ, ভোট যত এগিয়ে আসছে আইএসএফ ও বিজেপি পরিকল্পিতভাবে শাসক শিবিরের নেতা, কর্মীদের নিশানা করছে। নিজেদের রাজনৈতিক মাটি দুর্বল বলেই এসব করে তৃণমূলের জনপ্রিয়তা কেড়ে নিতে চাইছে বিরোধীরা।

কৃষি ও মৎস্য চাষে বাড়তি গতি সঞ্চার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের পরিকল্পনা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার কৃষি ও মৎস্য চাষে বাড়তি গতি সঞ্চার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কৃষি দফতরের মাটির কথা পোর্টালে থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর মাধ্যমে কৃষকদের চাষবাস সংক্রান্ত নানা সমস্যার জবাব দেওয়া হবে। কোন মরশুমে কী চাষ করতে হবে, কী ধরনের মাটিতে কোন চাষ করতে হবে, বৃষ্টি হবে কি না, এরকম নানা তথ্য এআই মারফত সরবরাহ করা হবে। কোনও ফসলে পোকা লাগলে তার ছবি তুলে পোর্টালে আপলোড করে দিলেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পতঙ্গ দমনের উপায .বলে দেবে। একই ভাবে মাছ চাষেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরামর্শ দিচ্ছে মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দিতে একই প্রযুক্তি কাজে লাগান হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে । সম্প্রতি এশিয়াটিক

সোসাইটি ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট যৌথভাবে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এই সেমিনারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে কৃষি ও মৎস্য চাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়।

হিন্দু ভোটারকে ডেকে বলা হচ্ছে, আপনি বাংলাদেশি', বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ ভোটার তালিকা থেকে 'ভুত' ভোটার সরানোর কাজে তপর হয়েছে তৃণমূল তথা রাজ্য। শুরু হয়েছে সমীক্ষা। দরজায় দরজায় ঘুরছেন তৃণমূল নেতারা। সেই ইস্যুতেই ফের একবার সরব হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ভুয়ো ভোটারের নামে আদতে হিঃিদভাষী ও হিন্দু বাঙালি ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এই ভোটারদের নাম কাটা শুরু হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ভোটার তালিকায় হিন্দুদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে বলব কৃষ্ণনগরের বিডিও-কে স্যাক করতে। শুভেন্দুর অভিযোগ,

বাগদার বিডিও একই কীর্তি করছেন। হিন্দু ভোটার ডেকে বলছেন, আপনি যে বাংলাদেশি নন, তা প্রমাণ করান। ফর্ম সেভেন এ যিনি জমা দেবেন, তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। এই সব ঘটনার প্রতিবাদে বাগদা ও কৃষ্ণনগরে বিজেপি শান্তিপূর্ণ অবস্থান করবেন বলে জানিয়েছেন। ভোটার তালিকা নিয়ে আগেও সুর চড়িয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এও দাবি করেন যে, সত্যিই যদি পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ভোটার ধরতে হয়, তাহলে ভোট দানের আগে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে পরিচয় যাচাই করা হোক। বিজেপি এও দাবি করে যে, যে সব বুথগুলিতে 'অবাঙালি' জনসংখ্যা বেশি। আইপ্যাকের পরামর্শে সেই সব বুথে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

স্বাস্থ্যসাথী-হেলথ স্কিমে পারফর্মারদের পুরস্কৃত করবে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নতুন নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য কমিশন। ওষুধ, চিকিসা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, চিকিসা সামগ্রীর খরচ পুনর্বিবেচনা করার জন্য কমিশনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সোমবার রাজ্যের ৪৭টি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে বৈঠকে বলেছিল স্বাস্থ্য কমিশন। সেই বৈঠকেই এই নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে চলেছে চর্চা। গত তিন বছরে স্বাস্থ্য সাথী, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমে কতজন চিকিসা পেয়েছেন? বেসরকারি হাসপাতালগুলির কাছে এই তথ্যও তলব করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মোট শয্যা সংখ্যার নিরিখে স্বাস্থ্যসাথী, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমে কতজন পরিষেবা পেয়েছেন তা জানতে চাইল কমিশন। সূত্রের খবর, ঠিক হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমে পারফর্মাদের পুরস্কৃত করবে কমিশন।

মেট্রো রেলওয়ে আবারও মানুষের মুখ দেখালো

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ ২৩.০৩.২৫ তারিখে প্রায় ৫.১৪ মিনিটে, কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী তার রুটিন চেকিংয়ের সময় মেট্রো রেকের একটি কোচে একজন অসুস্থ যাত্রীকে দেখতে পান। এরপর, তিনি যাত্রীটিকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসেন এবং স্টেশন মাস্টার তাকে দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। কিছুক্ষণ পর, তিনি সুস্থ বোধ করতে শুরু করেন এবং স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি স্টেশন মাস্টারকে তার বন্ধুর ফোন নম্বর দেন। ফোনে ফোন করার পর তার বন্ধু স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর, তাকে সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে তার বন্ধুর সাথে যেতে দেওয়া হয়। স্টেশন ছাড়ার আগে, যাত্রী এবং তার বন্ধু সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ভোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালযের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৪ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের মাজিদা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো। বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাজিদা পঞ্চায়েতের প্রধান মুজিবর খন্দকার রহমান, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ পল্লব ঘোষাল, পূর্ত কর্মদক্ষ ঝন্টু ঘোষ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম দাস এবং আরও অনেকে। সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য, গান ও আবৃত্তি পরিবেশনা সকলের মন জয় করে নেয়। পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর ও সবুজ করে তোলার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ৫০ বছরের শিক্ষা ও সেবামূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের আরও উন্নতির জন্য আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম দাস বিদ্যালয়ের সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরে শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রম ও ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যবসায়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সুবর্ণ জয়ন্তীর এই বিশেষ অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের সকলের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ চৈত্র , ১৪৩১

সন্তানের সাফল্যের ভাবনা

সন্তানের সাফল্যের কথা ভেবে আজ আমরা সকলেই প্রাইভেট মাস্টার বা 'টিশন সেন্টার'-এর খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আসলে এই টিউশন সেন্টার গুলো হচ্ছে একপ্রকার খোঁয়াড়ের মতো। তাতেই সন্তানদের ভর্তি যেন ভাবি কত বড় কাজ করলাম। আমরা অভিভাবকরা ভাবি লাখো-লাখো টাকা খরচ করে কি পাচ্ছি সন্তানদের কাছ তেকে। এ যেন ফায়দা তোলার হিসাব। বর্তমানে এই ধরনের হিসাবই আমরা করছি প্রত্যেকটা অভিভাবকরা। এর ফলে যে চাপ বাড়ছে সন্তানদের উপর, তা আমরা ভাবি কি। তার ওপর আবার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না-পেলেই ব্যস, তাদের মানসিক হেনস্তার শিকার করতে উঠে পড়ে লেগে যাই। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক বদল এসেছে, এচা মানতে হবে। আগের মতো আর নেই লেখাপড়া। নেই সেই আনন্দ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের রমরমা। স্কুলে ভর্তি থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্মের পড়ুয়ারা আদ্যোপান্ত কোচিং-নির্ভর। পেশাগত নানা কোর্সে ভর্তির জন্যও ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে দেশে। তাদের সবগুলিই যে যথোপযুক্ত- সেটা কে বলতে পারে। কিন্তু সন্তানের সাফল্যের কথা ভেবে আমরা অভিভাবকরা 'টিউশন সেন্টার'-এর নামে খোঁয়াড়েতেই ভর্তি করে দিয়ে থাকি।

কখনও আত্মীয়-পরিবার, কখনও বন্ধুমহল বা কোচিং সেন্টারে। নিট ফল, চাপ সহ্য করতে না-পেরে গত কয়েক বছরে অসংখ্য পড়ুয়ার আত্মহত্যা। যে বিষবৃক্ষ আমরা রোপণ করেছি, তার ফল ভুগছে পরবর্তী প্রজন্ম। তাই কোচিং সেন্টারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নিরাপদ ও সহায়ক পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি করতে রাজস্থান সরকার বিধানসভায় বিল আনতে চলেছে। হয়তো অন্য রাজ্যও ভবিষ্যতে সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করবে। বর্তমানে পড়ুয়ারা স্কুলে না-গিয়ে ক্লাসরুমের বাইরের কোচিংয়ে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। ইন্টারনেটের দৌলতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক পড়ুয়া অনলাইন কোচিংয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। তাই স্কুলের থেকেও বাইরের অনলাইন কোচিং ক্লাস তাদের কাছে আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এর দায় কিছুতেই বাবা-মা এড়াতে পারেন না। কোচিং সেন্টারকেই মুশকিল আসান ভেবে উল্টে বাবা-মা নিজের সন্তানের ক্ষতি করছেন বলে মন হয়। স্কুলে না পাঠিয়ে কোচিংয়ে পড়ানো তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সম্পাদকীয়

'জাতীয় শিক্ষানীতি' চালু হওয়ার বছরে কোচিং সেন্টারগুলির ব্যবসা ছিল ১২,৩০৭ কোটি টাকার, ৪ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৩০,৬৫৩ কোটি টাকা। আপনারা ভাবুন একবার। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ ৪৭,৬২০ কোটি! অর্থাৎ কোচিং সেন্টারের যা আয় বাজেট বরাদ্দের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সমান অর্থ! এমন চলতে থাকলে স্কুল-কলেজ সব তুলে দিতে হবে। সরকারের মনোভাব পাল্টানোর সময় কি আসে নি। এই সর্বগ্রাসী বিপদের দায় বাবা-মা থেকে সরকার, প্রত্যেকের রয়েছে। কারণ, স্কুলের পরিবেশ ও পড়াশোনার মানের সার্বিক উন্নয়ন না-ঘটলে কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা বন্ধ হওয়া অসম্ভব। এদিকে, শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের হাতে ঘুষ খেলে চলবে না রাজনীতির কারবারিদের। তাদের বুঝতে হবে তারা কি করছেন। না হলে এই ভাবে পড়াশুনা গোল্লায় যাবে। অশিক্ষায় ভরি যাবে গোটা দেশ। কি করা যেতে পারে তা আজ আমাদের সকলেরই ভাবা প্রয়োজন। সরকারের উচিত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

ভাষা কি

'ভাষা' কেবল যোগাযোগের মাধ্যম কি, তা নয়। এটা একটা সাংস্কৃতিক পরিচয়ও। জ্ঞান-বিকাশের মৌলিক অভিমুখ বলা যেতে পারে ভাষাকে। বেশিরভাগ মানুষ যে-ভাষায় সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, সেটাই হল, তার মাতৃভাষা। তবে শরণার্থী সংকটে চলা বিশ্বে, বহুভাষিকতা, লক্ষ-লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৪০ শতাংশ শিশু তাদের মাতৃভাষায় বা যে-ভাষায় তারা সাবলীল, তাতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় না। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর, যেখানে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত শিশু এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশ্বব্যাপী ২৫০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে তা প্রভাবিত করে। ভাষাগত চ্যালেঞ্জের কারণে ৩ কোটি ১০ লক্ষরও বেশি তরুণ অভিবাসী শিক্ষার্থী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হয়। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য, এবং শিক্ষাগত সমতা বৃদ্ধির জন্য বহুভাষিক শিক্ষানীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর রিপোর্ট তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় মাতৃভাষার ভূমিকাটি শুধুমাত্র আবেগের কি, তা নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষার প্রাথমিক বছরগুলিতে শিশুকে তার মাতৃভাষায় শেখানো হলে সে সবচেয়ে ভালভাবে শিখতে পারে। এটি জ্ঞান-বিকাশকে সহজ করে, সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করে। মাতৃভাষায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সীমিত রয়ে গিয়েছে। এর কারণ শিক্ষকদের মধ্যে মাতৃভাষায় দক্ষতার অভাব, অপর্যাপ্ত শিক্ষাদানের উপকরণ এবং কিছু ক্ষেত্রে, সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিবন্ধকতা। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য বহুভাষিক শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন। তার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, একাধিক ভাষায় শিক্ষাগত সম্পদের উন্নয়ন এবং সম্প্রদায়-সচেতনতা কর্মসূচির প্রয়োজন রয়েছে। জেম রিপোর্ট দেখিয়েছে যে, ভাষাগত বাধা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই ব্যবধান গড়ে ১২ থেকে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

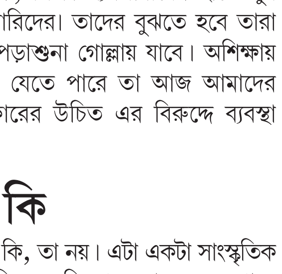

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাণী

রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে।

সিংহ শিশু উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী এবং বাংলা মুদ্রণশিল্পের পথিকৃত

কৌশিক দাশ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী এবং বাংলা মুদ্রণশিল্পের পথিকৃত। তিনি ছিলেন সংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর জামাতা, যিনি ১৮৬৩ সালের ১২ মে ময়মনসিংহের কটিয়াদিতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ পরিবারে, যা অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত। তার পৈতৃক পদবী দেব। তার পিতা কালিনাথ রায় ছিলেন সুদর্শন ও আরবি, ফারসি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত।তার মায়ের নাম জয়তারা দেবী। তার ডাকনাম ছিল শ্যামসুন্দর মুন্সী। উপেন্দ্রকিশোর শ্যামসুন্দরের আটটি সন্তানের মধ্যে তৃতীয় পুত্রসন্তান। তার পৈতৃক নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়। পাঁচ বছরেরও কম বয়সে তার পিতার অপুত্রক আত্মীয় জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাকে দত্তক নেন ও নতুন নাম দেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্য জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাম। সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের পিতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজি রায়ের ঠাকুরদা ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৬০০ সালেরও আগেকার কথা। নদিয়ার চাকদহ থেকে পুব বাংলায় এলেন রামসুন্দর দেব। আগে ছিলেন বিহারে। পদবি ছিল 'দেও' বাংলায় এসে হয়েছিলেন 'দেব' জাতে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। রামসুন্দরের নাতির ছেলে রামনারায়ণ মসুয়ায় ঘরবাড়ি তৈরি করেন। জ্ঞান বিদ্যা এবং ভাষার চর্চায় এঁদের খুব সুনাম হয়। এই সময়ই দেব থেকে তাঁদের উপাধি হয় রায়। পরে এঁদের এক শরিক জমিদারি করে রায়চৌধুরী নামে পরিচিতি পান। রামনারায়ণের নাতির ছেলে রামকান্ত। রামকান্তর দুই ছেলে, লোকনাথ আর ভোলানাথ।

সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন জমিদার হরিকিশোর। সিংহশিশুটির নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। মুদ্রণশিল্পে এবং শিশুসাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন তিনি। 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' এবং 'সন্দেশ' ছিল সেই যুগসন্ধির মাইলফলক। লিখছেন সুবর্ণ বসু১৬০০ সালেরও আগেকার কথা। নদিয়ার চাকদহ থেকে পুব বাংলায় এলেন রামসুন্দর দেব। আগে ছিলেন বিহারে। পদবি ছিল 'দেও বাংলায় এসে হয়েছিলেন 'দেব' তন্ত্রসাধক লোকনাথ। যেমন অঙ্কে মাথা, তেমনই জমি জরিপে তুখড়, তেমনই ভাষাজ্ঞান। আরবি, ফারসি আর সংস্কৃতে তাঁর এমন দখল যে, যে কোনও একটি ভাষার বই খুলে তিনি অনর্গল মুখে মুখে তর্জমা করে অন্য দুই ভাষায় লেখাটি বলে যেতে পারতেন। কিন্তু গড়পড়তা জীবন ছেড়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শক্তিসাধনার পথ। নির্জন শ্মশানে নরকপাল, মানুষের অস্থিখণ্ড দিয়ে তৈরি মহাশঙ্খের মালা আর ডামরগ্রন্থ নিয়ে তিনি দিন কাটাতেন। ছেলেকে সংসারী করতে কৃষ্ণমণি নামে এক সু ন্দরী মেয়ের সঙ্গে লোকনাথের বিয়ে দেন রামকান্ত। তাতেও ছেলের মন না ফেরায় তিনি সেই ডামরগ্রন্থ, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা ভাসিয়ে দিলেন ব্রহ্মপুত্রের জলে। ফল হল হিতে বিপরীত।

অনেক খুঁজেও কিছু না পেয়ে হতাশায় লোকনাথ বিছানা নিলেন। তিন দিন একই ভাবে শুয়ে থেকে তৃতীয় দিন দেহত্যাগ করলেন। স্ত্রী কৃষ্ণমণি তখন গর্ভবতী। মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, দু ঃখ কোরো না। তোমার এই এক ছেলে থেকেই একশো হবে।'

স্বর্গত লোকনাথ রায়ের ছেলের নাম ছিল কালীনাথ রায়। কিন্তু লোকে তাকে ডাকত শ্যামসু ন্দর বলে। বাবার মতো ইনিও ছিলেন আরবি-ফারসি-সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। শ্যামসুন্দরের আটটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল এবং সেই আটটি ছেলেমেয়ের পরে হয়েছিল মোট তিপ্পান্নটি সন্তান। এই শ্যামসুন্দর ওরফে কালীনাথের তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের নাম কামদারঞ্জন। জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৮ বৈশাখ)। কামদারঞ্জনের চরিত্রে ঠাকুরদাদা লোকনাথ রায়ের প্রাবল্য, ক্ষমতা, মেধা বহু ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি, অপুত্রক জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ বছর বয়সি কামদারঞ্জনকে দত্তক নেন। কামদারঞ্জনের নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

শ্যামসুন্দর তাঁর রূপবান সন্তান কামদারঞ্জনকে হরিকিশোরের হাতে তুলে দেওয়ার সময়ই শর্ত দিয়েছিলেন, পরে হরিকিশোরের ছেলে হলেও পুরো সম্পত্তি কামদারঞ্জনই পাবে। পরে হরিকিশোরের একটি ছেলে হয়, নাম নরেন্দ্রকিশোর। উপে ন্দ্রকিশোর তাঁর সঙ্গে জমিদারি ও সম্পত্তি সমান ভাগ করে নিয়েছিলেন।

হরিকিশোরের বাড়িতে যথেষ্ট আদরযত্নে মানুষ হন উপেন্দ্রকিশোর। কিন্তু সামান্য শাসন করা হলেই তিনি হরিকিশোর আর শ্যামসুন্দরের বাড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি কান্না জুড়ে দিতেন। অস্থির হয়ে শ্যামসুন্দর তাঁর স্ত্রী জয়তারাকে বলতেন, 'দরকার নেই সম্পত্তির, আমি এখনই চললাম ছেলেকে নিয়ে আসতে।'' উপেন্দ্রকিশোরের কীর্তি দেখে অস্থির হতেন হরিকিশোর।

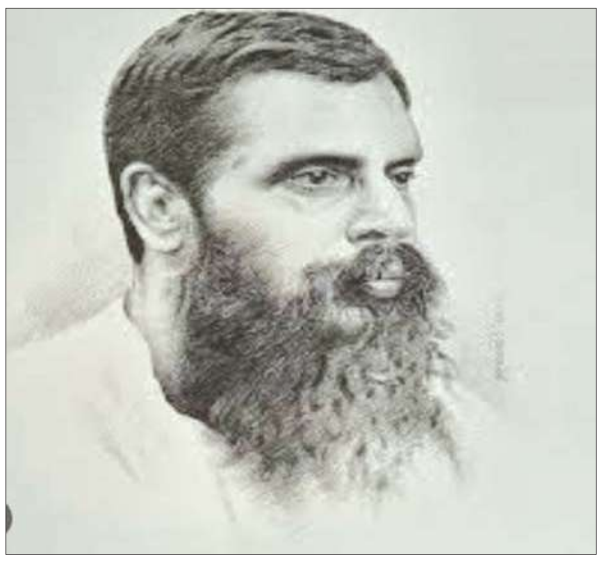

ভাইঝি লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'ছেলে তো নয়, হরিকিশোর সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন। তারা কখনো পোষ মানে না, সর্বদা নিজের বুদ্ধিতে চলে। তাদের এমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে যে, প্রভাবিত করতে হলে যেমন তেমন লোক দিয়ে চলে না।' জমিদারির উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনে হরিকিশোর এমন একজনকে দত্তক নিয়েছিলেন, যার জমিদারির প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না। ছোট ভাই নরেন্দ্রর উপর জমিদারি ছেড়ে তিনি বিদ্যাচর্চার কাজেই মন দিয়েছিলেন। শ্যামসুন্দর ছিলেন প্রগতিশীল, হরিকিশোর প্রাচীনপন্থী। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন শ্যামসুন্দরের মতো। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, কিন্তু গানবাজনার শখ ছিল আরও বেশি। প্রথমে বাঁশি, তার পর বেহালা ছিল তাঁর সঙ্গী। লেখাপড়া করতে বড় একটা দেখা যেত না, কিন্তু স্কুলের মাস্টারমশাইরা পড়া ধরলে ঠিক ঠিক বলে দিতেন। বাকি ছেলেদের পড়া শুনে শুনেই তাঁর পড়া তৈরি হয়ে যেত। পরীক্ষা এসে গেলে বেহালা-বাঁশি তুলে দিয়ে বইপত্র নিয়ে বসতেন। ইশকুলে প্রিয় বন্ধু ছিলেন গগনচন্দ্র হোম। তিনি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। জাতপাত না মানা, ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাস না করা, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করা, পুরনো নিয়মকানুন ভেঙে ফেলা-গগনচন্দ্রের কাছ থেকে এ সব শুনে উপেন্দ্রকিশোরের বড় ভাল লাগত। অস্বস্তি বাড়ল গোঁড়া হিন্দু হরিকিশোরের। তিনি গগনচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করলেন উপেন্দ্রকিশোরকে। লোকের চোখ এড়িয়ে বনে জঙ্গলে গগনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা শুরু করলেন উপেন্দ্রকিশোর, আলোচনা করতেন ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, নিরাকার ব্রহ্ম ইত্যাদি বিষয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অঙ্ক এবং বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন খুবই ভাল। ছবি আঁকার হাতও ছিল অপূর্ব। হাতের কাছে কাগজ পেলেই ছবি আঁকতেন। একবার ময়মনসিংহ জেলা ইশকুল পরিদর্শন করতে এলেন বাংলার ছোট লাটসাহেব। উপেন্দ্রকিশোরের ক্লাসে যখন এলেন, উপেন্দ্রকিশোর তখন মাথা নিচু করে খাতায় পেনসিল দিয়ে কী যেন করছে। সাহেবের কৌতূহল হল। খাতাটা চেয়ে নিয়ে দেখলেন ছেলেটি এরই মধ্যে সাহেবের বেশ সুন্দর একটা ছবি এঁকে ফেলেছে। শিক্ষকরা তো ভয়ে অস্থির, সাহেব আবার কী মনে করবেন! সাহেব কিন্তু খুব খুশি হয়ে উপেন্দ্রকিশোরের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এই জিনিসের চর্চা তুমি কখনও ছেড়ো না, বড় হয়ে এই লাইনেই যেও।'

১৮৭৯ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে পনেরো টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ। তার পর মসুয়া ছেড়ে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮৮৪ সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি এ পাশ করলেন উপেন্দ্রকিশোর।

তখন রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ তিনটি শাখায় ভেঙে গিয়েছে। প্রথমটি ছিল আদিসমাজ, যাঁর সভ্য ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর বংশধররা। নব বিধান সমাজ ছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের। আর সবচেয়ে আধুনিকমনস্ক ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এই শাখার কথাই বন্ধু গগনচন্দ্রের কাছে শুনে এসেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। এই শাখারই সভ্য ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সে সময় গানবাজনার খুব চর্চা ছিল। সেই সূত্রেই উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপ। কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশোর হাতে তুলে নেন ক্যামেরা। আলোছায়ার রহস্য নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন তিনি। তাঁর তোলা ছবি বিলেতের ছবি ছাপার জগতেও প্রশংসা পেয়েছিল। ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানচর্চাও করতেন। মসুয়া থেকে এসে কলকাতার এক ছাত্রাবাসে থাকতেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ব্রাহ্মসমাজে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। সেখানেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ায় শুধু ব্রাহ্মসমাজেই নয়, তাঁর আত্মীয় পরিজনের মধ্যেও আলোড়ন তৈরি হল। শ্যামসুন্দর তত দিনে মারা গিয়েছেন। কষ্ট পেলেন বৃদ্ধ হরিকিশোর। মা জয়তারা কষ্ট পেয়েছিলেন হয়তো, প্রকাশ করেননি। সনাতন হিন্দু ধর্মের বিচারে উপেন্দ্রকিশোরের জীবনধারা আলাদা হয়ে যায়। এখানেও কথা বলেছিল ঠাকুরদাদা লোকনাথ রায়ের রক্ত। তিনিও সনাতন ধর্ম ছেড়ে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। একুশ পেরোনোর আগেই ফোটো তোলা, ছবি আঁকা এবং ছাপার কাজে উপেন্দ্রকিশোরের আগ্রহ এবং প্রতিভার কথা জেনে গিয়েছেন সকলেই। কিছু কিছু উপার্জনও শুরু হয়েছে। হরিকিশোর মারা যেতে জমিদারি ভাগ হল উপেন্দ্রকিশোর এবং নরেন্দ্রকিশোরের মধ্যে। পুরোটা দাবি করা দূরে থাক, জমিদারি নিয়ে কখনও মাথাই ঘামাননি উপেন্দ্রকিশোর। জমিদারির আয় থেকে নরেন্দ্রকিশোর যা পাঠাতেন, তিনি খুশি হয়ে নিতেন। তেইশ বছর বয়সে নিজের আগ্রহে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে বিধুমুখীকে বিয়ে করেছিলেন। একে ব্রাহ্ম হওয়া, তার উপর জাত ভেঙে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিয়ে- মা জয়তারা তার পর থেকে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি এলেও রাতে থাকা বন্ধ করে দিলেন। তবে তাঁর দিক থেকে বিধুমুখীর আদরের কমতি ছিল না। বিধুমুখী সুন্দরী ছিলেন না। বিধুমুখীর শান্ত স্বভাব, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ব্রাহ্মমতেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। তার পর মন্দিরের সামনে তেরো নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বিরাট লাল বাড়িটায় স্ত্রীকে নিয়ে সংসারজীবন শুরু। শ্যামসুন্দর রায়ের বড় ছেলে, উপেন্দ্রকিশোরের বড়দাদা সারদারঞ্জন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর ছিল ক্রিকেটের শখ। আবক্ষ দাড়িওয়ালা মানুষটি সাদা বিলিতি পোশাক পরে, ব্যাট হাতে ক্রিজে দাঁড়ালে ইংল্যান্ডের স্যর ডব্লিউ জি গ্রেসের সঙ্গে কেউ তফাত পেত না! তাঁকে বলা হত 'ভারতীয় ক্রিকেটের জনক'। এর পর ছোট তিন ভাই, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন এবং প্রমদারঞ্জনও একে একে কলকাতায় চলে আসেন। ক্রিকেটে তাঁদেরও বেশ আগ্রহ ছিল। এঁদের বড় বোন গিরিবালার বিয়ে হয়েছিল ময়মনসিংহের নন্দীচৌধুরী বংশে। আর ছোট বোন মৃণালিনীর বিয়ে হয়েছিল ময়মনসিংহেরই আনন্দমোহন বসুর ভাইপো হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। ইনি ছিলেন কুন্তলীন তেল এবং দেলখোস এসেন্সের আবিষ্কারক।

রায় পরিবারের কলকাতাবাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের তেরো নম্বর বাড়ি। কলকাতায় যত তাঁরা থিতু হলেন, ময়মনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। কিন্তু ময়মনসিংহের সংস্কৃতি, গীতিকাব্য, সাহিত্যপ্রীতি সবই রয়ে গেল রক্তের ধারায়। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির বারান্দায় রোজ সন্ধেবেলায় গান-গল্পের আসর বসত। আজও শিশু কিশোরদের জন্য যে পত্রপত্রিকা তৈরি হয়, লেখালিখি, ছবি আঁকা হয়, সব কিছুই নতুন রূপ পেয়েছিল তাঁরই হাত ধরে। আজও টুনটুনির গল্প শুনে শুনে একটু বড় হওয়া শিশুরা যখন গুপী গাইন বাঘা বাইনের স্বপ্ন দেখে, আকাশের কথা পড়ে অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকায়, সেই বিস্ময় মাখা দৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে থাকেন চিরকিশোর সেই স্রষ্টা। তাঁর যে পুরনো হওয়ার উপায় নেই!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন্ত্র,বেথুনের আর্দশ হিসাবে খ্যাত

'বিশেষ প্রতিবেদক

বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের জন্য একটি মন্ত্র লিখিত আকারে দিয়েছিলেন যা আজও এই স্কুলের আদর্শ মন্ত্র হিসাবে খ্যাত-''কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াভিযত্নতঃ''। আমরা পর পর কয়েকজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করবো যাঁরা এই স্কুল নির্মাণ করতে সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে এসেছিলেন। তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাব্যে এই স্কুল নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করলেও তিনি এই স্কুল গড়ার অন্যতম সমর্থক হন। সমাজে তখন এই স্কুল নিয়ে বিরোধিতার চোরাস্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে সেই সময়ে বেথুন সাহেব বাংলার লাট সাহেব ''লর্ড লিটলার'' এর সাহায্য এবং সমর্থন পেয়েছিলেন। যদি এ ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসি আগেই বেথুনকে মানসিক উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। এ বারে আমরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ২ অক্টোবর ১৮১৪ সালে। তাঁর জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া। এক সময়ে এই ভাটপাড়ায় বহু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে বহু সংস্কৃত টোল ছিল। বহু পণ্ডিত মানুষেরা সেখানে বসবাস করতেন। ভাটপাড়ার শিক্ষার খ্যাতি তখন সারা বাংলা দেশ অতিক্রম করে বিহারের মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পিতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। ঘর জামাই থাকলেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলাফেরা করতেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন সেখানকার শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডিরোজিও তখন বিতর্কিত শিক্ষক। তিনি একটি গোষ্ঠী তৈরি করলেন তার নামকরণ করা হল 'ইয়ং বেঙ্গল' । এই 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতেন ডিরোজিও। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি আবার হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি নির্ভর সংগ্রাম করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, জীবনে যা কিছু গ্রহণ করবে তাকে যুক্তির আতস কাচের মধ্যে ফেলে দিয়ে সত্য প্রত্যক্ষ করে তবেই তাকে গ্রহণ করবে। মিথ্যা বা মিথ বিষয়ক কোনও কাহিনীকে বা সমাজ ব্যবস্থা বা কুরীতিনীতিকে গ্রহণ করবে না। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। তিনি আবার এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁর বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সমর্থন করতে শুরু করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তা নিয়ে রক্ষণশীল মহলে উত্তেজিত হতে শুরু করেছিল। কৃষ্ণমোহনের খ্রিস্টান হওয়াটা সমাজ মেনে নিতে পারেনি। তারা এর জন্য পুরো দোষটা ঘাড়ে চাপতে চেষ্টা করে ডিরোজির ওপরে। প্রচার করা হল যে ডিরোজিও হিন্দু স্কুলে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছেন। এই শিক্ষককে আর বেশি দিন শিক্ষক হিসাবে স্কুলে রাখা চলবে না। রক্ষণশীলপন্থীরা ঠিক করলো যে ডিরোজিওকে হিন্দু স্কুল থেকে বিতারিত করতে হবে। ছাত্র অবস্থায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৩১ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকায় তিনি সমাজকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষার জ্ঞান গ্রহণ করা কথা ব্যক্ত করতেন। রক্ষণশীল মানুষকে উদারপন্থী করে তোলার জন্য তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কুসংস্কার ধর্ম নীতি এবং সমাজ নীতি থেকে বের হয়ে মুক্ত মানুষ গড়ে তোলার ব্রতী হন। তাঁর পত্রিকা সেই সময়ে সমাজ কুসংস্কার থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই পত্রিকাটি পরে দ্বিভাষিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করার দমন নীতির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি কলকাতা পুরসভার প্রথম ভারতীয় সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করেন। তরে পরে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে কাজ করেছেন।

জন সেবার কাজের জন্য ডেভিড হেয়ারের হাতে ষাট হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন। তা ডেভিড হেয়ার সাবেহ পরিশোধ করতে পারেননি। সেই কারণে দক্ষিণারঞ্জনকে কিছু জমি দিয়েছিলেন। সেই জমি দান করেন তিনি বেথুন সাহেবকে স্কুল তৈরি করার জন্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী থাকলেও হিন্দু ধর্মের প্রচলিত ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করতেন। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে তিনি বিধবা বিবাহ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ করতে কোনও বাধা নেই তা তিনি স্বয়ং অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সেই সময়ে তিনি এই করম কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যে করেই হোক দক্ষিণারঞ্জনকে এই ধর্মীয় রীতিনীতি বর্হিভূত বিবাহকে রদ করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কিন্তু বন্ধ করে দিতে পারেনি।। জানা গিয়েছিল যে বর্ধমানে মহারাজা তেজচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণারঞ্জন কিছু আইনী বিবাদ নিয়ে বর্ধমানে মহারাজার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তেজচন্দ্রের অষ্টম স্ত্রী যুবতী সদ্য বিধবা। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন। আইনী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মনের আদান প্রদান ঘটে যায় তেজচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী বসন্ত কুমারীর সঙ্গে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে আইনী মতে বিবাহ করেন। পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন এবং বসন্তী কুমারী। কিন্তু বসন্তী কুমারীর পিতা প্রাণচাঁদ কাপুর এই বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি লোক লস্কর দিয়ে বসন্তী কুমারীকে পাকড়াও করেন। পিতার হেফাজত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বসন্তী কুমারী। ১৮৫১ সালে পিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসন্তী কুমারী স্বামী দক্ষিণারঞ্জনকে সঙ্গে করে নিয়ে লখনইতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তখন উভয়ের প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জানতে পারা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা দক্ষিণারঞ্জনকে পরামর্শ দিয়েছিল বাংলায় না থেকে অন্য কোথা গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বসাবস করতে। তাহলে বসন্তী কুমারীর পিতা আর আক্রমণ করতে পারবে না। তাঁদের নাগাল পাবে না। স্ত্রীর পিতার নাগালের বাইরে থাকবেন তাঁরা। তবেই জীবন রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নাহলে কিন্তু সুযোগ বুঝে পিতার তাঁদের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে কসুর করবে না। মেয়ের পালিয়ে গিয়ে আবার দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসবাস করার ইচ্ছাকে একেবারে দমন করে দেওয়ার জন্য হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে পিছু হটে আসবে না এটা পরিস্কার করে দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। তার ফলে রাজা দক্ষিণারঞ্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি আর বাংলায় থাকবেন না। স্ত্রী বসন্তী কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে লখনইতে চলে যাবেন। সেখানে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি খুবই শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়। বসন্তী কুমারীর পিতা প্রাণ চাঁদ কাপুরে সাহস হবে না লখউনতে এসে বসন্তী কুমারী এবং দক্ষিণারঞ্জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার যতই তাঁর শক্তিশালী লেঠেল বাহিনী থাকুক। ব্রিটিশ সরকার অভয় দান করলে তিনি সেখানে চলে যান। তখন বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়নি। জোরদার আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করা ঘোরতর অন্যায় তা নিয়ে রক্ষণশীলপন্থীরা জোরদার বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পুরাণ এবং শাস্ত্র থেকে বিধবা বিবাহ বৈধ তার বিচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে ইংরেজ সরকার বিধবা বিবাহ আইন তৈরি করে দক্ষিণারঞ্জনের বিধবা বিবাহ করার প্রায় বছর চারেক পড়ে।

বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়ার আগেই ১৮৫১ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হল।

ব্রিটিশ সরকারকে বিতারিত করার ষড়যন্ত্র তৈরি করা হল। কিন্তু সেই সময়ে বাংলার বিশিষ্টজনেরা সিপাহী বিদ্রোহকে মদত দিতে নারাজ ছিলেন। তার ফলে সিপাহীরা বিদ্রোহ করলেও ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারেনি। সেই সময়কার শিক্ষিত সমাজ সিপাহীদের এই বিদ্রোহের মধ্যে উৎশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছিল। তারা অনুভব করতে শুরু করে ছিলেন যে এখনই ব্রিটিশ সরকারে ভারত থেকে বিতারিত করলে সারা ভারত জুড়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। সেই কারণে ভারতের পণ্ডিত সমজ সিপাহীদের বিদ্রোহে সমর্থন করতে পারেনি। তার ফলে এই বিদ্রোহ অচিরেই পতন ঘটে। ব্রিটিশরা কঠিন হাতে এই বিদ্রোহকে দমন করে ফেলেছিল। সিপাহী বিদ্রোহসহ ব্রিটিশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য ১৮৫৯ সালে শঙ্করপুরের বিদ্রোহী তালুকদারের বাজেয়াপ্ত তালুক লাভ করেন। দক্ষিণারঞ্জন তিনি লখনউয়ের অবৈতনিক কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের বিখ্যাত প্রমোদ উদ্যানে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কলেজের আইন এবং সংস্কৃত পড়ানোর জন্য তিনি তাঁর বন্ধু রাজকুমার সর্বাধিকারীকে আহ্বান করেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে 'লখনৌ টাইমস', 'সমাচার হিন্দুস্তানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতি (১৮৬১) এবং লখনউ ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা তাঁর অন্যতম কীর্তি ছিল। তিনি সেখানে প্রাদেশিক সরকার গঠন করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। সেই কারণে সম্ভবত তখনকার রাজপুষদের কাছে তাঁর প্রভব প্রতিপত্তি নষ্ট হতে থাকে। ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো তাঁকে রাজা উপাধি দেন। ১৫ জুলাই ১৮৭৮ সালে লখনউতে পরলোকগমন করেছিলেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে যগের প্রয়োজন বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে বাংলার প্রভূত উন্নতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাবদী থেকে উনবিংশ শতাব্দীকে বলা যেতে পারে বাংলরা জাগরণের যুগ। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের খোলস থেকে বের হয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে বাংলা। সেই আধুনিক যুগটা এসেছিল ইংরেজদের হাত ধরেই। তাদের বাংলায় আগমনের ফলে বাংলায় শুরু হয়েছিল নবজাগরণ। এই নবজাগরণের একটি মূল্যবান সফল হলো বেথুন স্কুল। আজকে সেই বেথুন স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। এটা বাংলার গর্বের বিষয় বলা যেতে পারে। সারা বাংলার অহঙ্কার।

বেঙ্গল সাফারিতে আসলো নতুন সিংহী উৎসাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ এবারে বেঙ্গল সাফারিতে আসছে নয়া অতিথি। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল পার্কে একটি সিংহী আনা হচ্ছে বলে খবর।

২১ মার্চ রাজ্য জু অথরিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে অরণ্য ভবনে জানিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়ার ডিয়ার পার্ক থেকে দুটি ফিশিং ক্যাট (মেছো বিড়াল) পাঠানো হচ্ছে কোচবিহারের রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানায়। দুটির ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অরণ্য ভবন থেকে সবুজ সংকেত পেলেই সিংহী শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী ফোন ধরেননি, এসএমএসেরও জবাব দেননি। ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে একজোড়া সিংহ নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই সিংহ এবং সিংহীর নাম নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। এমনকি সিংহীর নাম পরিবর্তন নিয়ে মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা হয়েছে নাম। এরপর সিংহীর ফলস প্রেগন্যান্সিও হয়। বেঙ্গল সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়া সিংহকে জনসমক্ষে আনার প্রক্রিয়া চলছে ঠিকই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি। পাশাপাশি এনক্লোজারের কাজও চলছিল। সেইকারণে এতদিন সিংহ জুটিকে প্রকাশ্যে আনা যায়নি। অন্যদিকে জানা গেছে সিংহীর হরমোনাল ট্রিটমেন্ট চলায় প্রজনন হচ্ছে না। যে কারণে রাজ্য জু অথরিটি আরও একটি সিংহীকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গেছে। বাঘের মতো সাফারি পার্কে সিংহের সফল প্রজননের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে তারা।

জলবহুল এলাকায় ঘুরে বাড়াচ্ছে ১২ ফিটের অজগর, তটস্থ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৪ মার্চ ঃ দক্ষিণরায়ের আনাগোনা হোক কিংবা গজরাজের দাপট, সব খবরেই মালবাজারের নাম সবার উপরে। মালবাজারের বাসিন্দাদের দিন-রাত তটস্থ থাকতে হয়। আবার মালবাজার খবরের শিরনামে। জিপিএসের অভাবে অজগর ঘুরছে যেখানে-সেখানে। ঢুকছে লোকালয়ের মধ্যেও। এই

ভয়ংকর পরিস্থিতিতেই দিন কাটাচ্ছেন মালবাজারের মানুষজন। গতকাল মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা এলাকায় ১৪ ফিটের কিংকোবরা উদ্ধারের পর এবার চালসার মুর্তি এলাকা থেকে একটি ১২ ফিটের অজগর সাপ উদ্ধার হল। এদিন মুর্তি এলাকায় একটি নির্মিয়মান রিসোর্টের পাশ থেকে এই অজগরটি উদ্ধার হয়। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সাবলু হক গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় অজগরটি উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। এরপর বনকর্মীরা সাপটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। গরম পরতেই জঙ্গলের সাপ লোকালয়ে চলে আসছে বলে পরিবেশ প্রেমী সাবলু হক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই অজগর সাপ বা রক পাইথন এই সময় এমনিতেই বেরোয়। মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাস করে এখানে খুবই সাপ ঘুরে বেড়ায়। আমি এই সাপ একটা প্রাইভেট রিসর্টে পেলাম। আমাকে ফোন করে ডাকলো প্রাইভেট রিসর্ট থেকে। সেখানে গিয়ে দেখি এতো বড়ো পাইথন সাপ। সেখানে অনেক বাচ্চা ছিল। সেখানে অনেক বাচ্চা খেলা করছে। পাশেই এই সাপ শুয়ে আছে। এলাকার মানুষ এই সাপটিকে দেখে খুবই ভীত। এখন আমি এই সাপটাকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেবো। সাপটি পুরো সুস্থ অবস্থাতেই আছে। কোথাও কোনও চোট লাগেনি। এখনই আমি গিয়ে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেবো। তবে বনদপ্তর যদি বলে আমাদের সহযোগীতায় সাপটিকে বনে ছাড়বে তাহলে আমরা দিয়িত্ব নিয়ে বনের মধ্যেও ছেড়ে দিয়ে আসবো।'

মাওবাদী হামলায় নিহত পশ্চিম মেদিনীপুরের জওয়ান, আহত আরও ১

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ মার্চ ঃ ফের মাওবাদী হামলা ঝাড়খণ্ডে। সারান্ডা জঙ্গলে ল্যান্ডমাইল বিস্ফোরণে প্রাণ গেল এক CRPF জওয়ানের। জখম আরও এক জওয়ানে। দু'জনেই বাংলার। জানা গেছে, মৃত জওয়ানের নাম সুনীল কুমার মন্ডল। বাড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের গাছউপড়া গ্রামে। CRPF-র ১৯৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নে ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। গতকাল, শনিবার ঝাড়খণ্ডের পূর্বসিংভূম জেলার সারান্ডার জঙ্গলে মাওবাদীদের সন্ধানে অভিযানে নামে আধা সামরিক বাহিনী। এদিকে জঙ্গলে আগেই থেকে ল্যান্ড মাইন পুঁতে রেখেছিল মাওবাদীরা। জওয়ানরা যখন পা হেঁটে জঙ্গলে ঢুকছিলেন, তখন ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হন। বিস্ফোরণ হন সুনীল। সঙ্গে ১৯৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নেরই কনস্টেবল পার্থপ্রতিম দে-ও। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হেলিকপ্টার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় সুনীলের। সুনীলরা তিন ভাই ও এ বোন। সুনীল সবার ছোট। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। বাড়ির সকলেই শোকে ভেঙে পড়েছেন। কথা বলার মতো অবস্থায় নেই তাঁরা। দেহ গ্রামে ফিরলে নিহত জওয়ান গ্যান স্যালুট দেওয়া হবে পুলিস-প্রশাসন সূত্রে খবর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি পার্থপ্রতিম। বাঁকুড়ার রাজগ্রাম এলাকায় বাসিন্দা তিনি। উদ্বেগে স্ত্রী পরিবারের লোকেরা।

বানরের অত্যাচারে পঠন-পাঠন উঠে যাওয়ার জোগাড় প্রাইমারি স্কুল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ বানরের অত্যাচারে প্রায় উঠে যাওয়ার জোগাড় প্রাইমারি স্কুল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতেই ভয় পাচ্ছে বানরের ভয়ে। পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ জন। তার মধ্যে এখন আসছে ৬-১০ জন। এমনই অবস্থায় চলছে জলপাইগুড়ির ডাঙাপাড়া স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়। বানরের অত্যাচারের জন্য স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে মাত্র ১৭ জন। অথচ স্কুলে মোট শিক্ষিকা রয়েছেন ৪ জন। এছাড়া রয়েছেন মিড ডে মিলের কর্মীরা। স্কুলের পড়ুয়ারা জানায়, বানরের দল এসে মিড ডে মিলের খাবার কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। অভিভাবকরা বলেন, বানরের ভয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে চায় না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, চা বাগানের আশেপাশে থাকা সমস্ত বানরের দল এসে মাঝে মধ্যেই স্কুলের ক্লাস রুমগুলো দখল করে নেয়। বানরের অত্যাচারে মাঝে মধ্যেই স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ করে রাখতে হয়। বানর বাহিনী তান্ডব চালিয়ে স্কুলের বিদ্যুতের মিটার থেকে শুরু করে সমস্ত বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে দিয়েছে। এর ফলে গরমের সময় ফ্যান চালানো যায় না। একসঙ্গে ৪২ কিলো চাল খেয়ে গেছে। এক আইসিডিএস কর্মী বলেন, সকাল হলেই বানর চলে আসে। বানরের অত্যাচারে বাচ্চারা স্কুলে আসতে চায় না। অভিভাবকরা আসে, খাবার নিয়ে চলে যায়। বাচ্চারা স্কুলে এসে বসতেই পারে না। তাদের হাত থেকে খাবার কেড়ে নেয়, ডিম কেড়ে নেয়। চাল নষ্ট করে দেয় বানররা। এখন বানর তাড়ানোর উপায় আমার জানা নেই। রোজ পটকা এনে ঘরে রাখছি। পটকা ফাটাই। বানরারা কিছু দূর যায়, আবার ফিরে আসে। সরকারের পক্ষে কি আর বানর তাড়ানো সম্ভব!

ডাক বিভাগের দারুণ উদ্যোগ, পিংলার পটচিত্র এবার পোস্টকার্ডে!

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ মার্চ ঃ পিংলার পটচিত্র স্থান পেল ভারতীয় ডাক বিভাগের পোস্টকার্ডে। খুশি শিল্পী থেকে পর্যটকরা। পটচিত্রের জন্য বিখ্যাত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার নয়াগ্রাম। এই গ্রামে এলে মন ভালো হয়ে যায় সকলের। প্রাচীন পটকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন পিংলার পটুয়ারা। দূর- দুরান্ত, দেশ-বিদেশ থেকে বহু মানুষ আসেন পিংলার পটশিল্প দেখতে। কেউ আসেন ডকুমেন্টারি করতে, কেউ আবার নানা গবেষণার জন্যও আসেন। যেখানে রয়েছে দেশ-বিদেশের নানা হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে পিংলার পটচিত্র। এবার পিংলার সেই পটচিত্র স্থান পেল ভারতীয় ডাক বিভাগের পোস্টকার্ডে। নয়াগ্রামের পটচিত্রের উৎকর্ষ তুলে ধরার পাশাপাশি যাতে সহজে ডাক

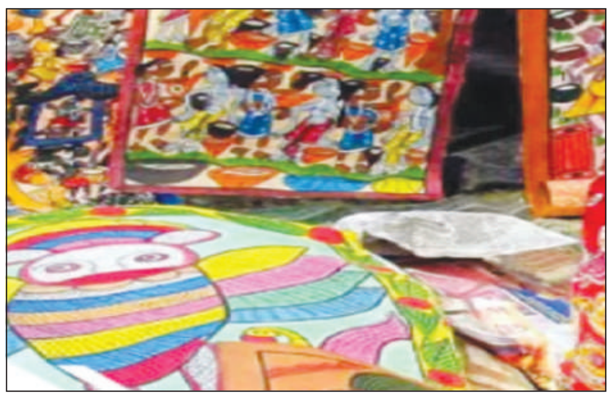

বিভাগের পার্সেলের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। পিংলার পটচিত্রের পিকচার পোস্টকার্ড বাজারে আসছে জানতে পেরে পর্যটকরা ইতিমধ্যেই কেনার জন্য উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার নয়াগ্রামেই চলে এসেছেন পোস্টকার্ড কেনার জন্য। সাধারণ মানুষের কাছে এই পোস্টকার্ড কদর পাবে এবং তা দ্রুত শেষ হয়ে যাবে বলেও আশাবাদী শিল্পীরা। সাধারণত, এসব ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৬ হাজার পিকচার পোস্টকার্ড বানানো হয় বলে ডাকবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পিকচার পোস্টকার্ডের দাম মাত্র ১০ টাকা। তবে বার্তা পাঠাতে গেলে আরও ৬ টাকার স্ট্যাম্প লাগাতে হবে। ইতিমধ্যেই পটচিত্রের পোস্টকার্ড সংগ্রহের জন্য ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুরোধ আসাও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে পটশিল্পী বাহাদুর চিত্রকর জানিয়েয়ছেন, ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে পিংলার নয়াগ্রামের পটচিত্র এবার পোস্টকার্ডে লঞ্চ করেছে। এর জন্য নয়াগ্রামের সমস্ত শিল্পীরা খুব খুশি। ডাক বিভাগের এই যে উদ্যোগ খুব ভালো। এই পোস্টকার্ডের মাধ্যমে চিঠি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে বিদেশেও যাবে। দেশ-বিদেশের সবাই দেখবে, পিংলার পটচিত্র। ফলে পটচিত্রের পরিচিতি আরও বাড়বে। যার জেরে পটচিত্রের কেনাকাটাও আরও বাড়বে। ডাক বিভাগের এমন উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সব শিল্পীরাই।

এক তৃণমূল কর্মীকে মারধর ও হত্যার চেষ্টার মামলায় দোষী সাব্যাস্ত বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন সহ ১৩

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ মার্চ ঃ প্রায় সাড়ে সাত বছর আগে তৃণমূলেরই এক কর্মীকে মারধর ও হত্যার চেষ্টা মামলায় .সোমবার দোষী সাব্যস্ত হলেন বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন তথা তৃণমূল নেত্রী কাকলি গুপ্ত তা। যা নিয়ে চরম আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে বর্ধমানে। বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন ছাড়াও ওই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বর্ধমান ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা ওই ব্লকের যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য্য, রায়ানের অঞ্চল সভাপতি সেখ জামাল, রায়ান পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ মোট ১৩ জন তৃণমূল কর্মী। সোমবার বর্ধমান ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের বিচারপতি অরবিন্দ মিশ্র অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাদের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার ওই মানলায় ১৩ জন অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বর্ধমান থানার অন্তর্গত নাড়ী গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী দেব কুমার পালের উপর হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার অভিযোগ ওঠে কাকলি গুপ্ত তা, মানস ভট্টাচার্য্য, সেখ জামাল কার্তিক বাগের নেতৃত্বে। সেই সময় দেবু পালের চোখে ধারাল ছুরি দিয়ে চোখে এবং মাথায় আঘাত করে অভিযুক্তরা। যদিও দেবু পাল প্রাণে বেঁচে যান। এই বিষয়ে ২০১৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বর্ধমান থানায় ১৫ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দেবু পালের স্ত্রী সন্ধ্যা পাল। এই মামলাটি আদালতে ওঠে। অভিযুক্তরা জামিনে মুক্তি পান এবং সেই থেকেই ট্রায়াল চলছিল। হঠাৎ করেই ২৪ মার্চ আদালত ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ২ জনকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে। আদালতের নির্দেশে এই ১৩ জনকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বর্ধমান আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানা গেছে। এই মামলার সরকারি পক্ষের আইনজীবী হরিদাস মুখোপাধ্যায়, জানান ২০১৭ সালের একটি মারামারির কেস ছিল সেই কেসে ১৫ জনের মধ্যে

১৩ জনকে কাস্টডি দিয়েছে আদালত। ৩২৬ ও ৩০৭ দুটি ধারা দেওয়া হয়েছে আরও আছে তবে এই দুটো মেইন সেকশন। এই গ্রেফতারের ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে অভিযুক্তদের পক্ষের হয়ে লড়ছিলেন আইনজীবি কমল দত্ত, বিশ্বজি দাস, উদয় কোনার সহ অন্যান্য আইনজীবিরা। আইনজীবি কমল দত্ত জানিয়েছেন, ১৩ জনকে আদালত অভিযুক্ত করলো ঠিকই তবে উপযুক্ত তথ্য প্রমান কিন্তু পেশ করতে পারেনি মামলাকারীরা। এমনকি অভিযুক্তরাই যে ঘটনার সময় ওই স্থানে উপস্থিত ছিলেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমান নেই। মঙ্গলবার আদালতের রায় শোনার পর তারা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন। এই দিকে তৃণমূলের জেলাস্তরের নেতৃত্বের এই গ্রেপ্তারে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা সাড়ে সাত বছর আগে ঘটলেও হঠাৎ তৃণমূল নেতৃত্বের এই গ্রেপ্তারের পিছনে অন্য সমীকরণ দেখছে রাজনৈতিক মহল।

মায়ের সামনেই নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, তিন যুবকের ভয়ে এলাকা ছাড়া গোটা পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ মালদার বামনগোলায় ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। নগ্ন করে মার, অকথ্য যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। মেয়েকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত মা। কাঠগড়ায় তিন যুবক। অভিযোগ করতে গেলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয় অভিযুক্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির দাবি অভিযুক্তরা তৃণমূলের। অন্যদিকে তৃণমূলও দুস্কৃতীদের শাস্তির দাবি তুলেছে। এলাকার নেতাদের দাবি, দুষ্কৃতীদের কোনও রঙ হয় না। অপরাধ করে থাকলে শাস্তি পেতেই হবে। বর্তমানে ভয়ে বাড়ি ছাড়া নাবালিকার পরিবার। পরিবারের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে জেলা পুলিশ সুপারের। সূত্রের খবর, দোলের দিন ঘরে স্নান সেরে ঘরে ঢুকছিল ওই কিশোরী। অভিযোগ, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকে যায় তিন যুবক। তারপরই শুরু হয়ে যায় নারকীয় নির্যাতন। নগ্ন করে মারধর করা হয়। মেয়ের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন মা। কিন্তু, তাঁকেও রেহাত করা হয়নি। তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁর সামনেই মেয়ের যৌন নির্যাতন চলে বলে অভিযোগ। তাঁদের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ওই তিন যুবক চম্পট দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারাই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নাবালিকা উদ্ধার করে ভর্তি করেন হাসপাতালে। এদিকে ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা থানায় অভিযুক্ত জানাতে গেলে রাস্তাতেও তাঁদের পাল্টা হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ফের দেওয়া হয় ধর্ষণের হুমকি। তারপর থেকেই বাড়ি ছাড়া গোটা পরিবার। বামগোলা থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও অধরা তিন অভিযুক্ত। নির্যাতিতার পরিবারের এক সদস্য বলছেন, ধর্ষণের চেষ্টা করেছে ওরা। ওর মা বাঁচাতে গেলে মায়ের বুকে লাথি মেরে পালাতে যায়। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও হুমকি দেওয়া হয়। বলে অভিযোগ জানালে বাড়ি-পরিবার শেষ করে দেবে।

মরে শান্তি নেই! 'তোলা' দিতে হচ্ছে শ্মশানেও, সামনে এল ভয়ঙ্কর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ মার্চ ঃ মৃত্যুতেও দিতে হচ্ছে তোলা! না হলে ফেলে রাখা হচ্ছে মৃতদেহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সৎকার করা হচ্ছে না। মহাশ্মশানে চলছে মহা দালাল চক্র! সামনে এল ভয়ঙ্কর অভিযোগ। দাহ করার নামে তোলাবাজি চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মালদার সদুল্লাপুর মহাশ্মশানের ছবি এমনটাই। অভিযোগ, সেখানে চুল্লিতে দাহ করতে হলে তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের নির্ধারিত যা টাকা, তার থেকে বেশি দিতে হয়। রীতিমতো তোলা দিতে হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কখনও দ্বিগুণ, কখনও বা তারও বেশি টাকা দিতে হয়। এই নিয়ে মালদহ জেলা পরিষদে অভিযোগ দায়ের করেছেন জেলা পরিষদেরই অন্যতম সদস্য তথা কংগ্রেস নেতা শায়েম চৌধুরী। অভিযোগ জানানো হয়েছে জেলাশাসকের কাছেও। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মালদা জেলাপরিষদই মহাশ্মশানের দেখাশোনার দায়িত্বে। নিয়ম হল, কাউন্টার থেকে ৯৯৯ টাকার টিকিট কেটে দেহ সৎকার করাতে হয়। কিন্তু সেই টাকার বাইরে জোর করে অনেক বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্তত ৭০০-৮০০ বা হাজার টাকাও বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ, না হলে দেহ সকার না করে ফেলে রাখা হচ্ছে। আত্মীয়ের মৃতদেহ নিয়ে আসা এক ব্যক্তি জানান, তাঁকে ৯৯৯ টাকার রসিদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নেওয়া হয়েছে ১৬০০ টাকা। কারও কারও কাছ থেকে ২-৩ হাজার টাকাও নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে তৃণমূল শ্মশান কমিটি দাবি করছে, বাড়তি টাকা দেওয়ার জন্য কারও উপর কোনও চাপ দেওয়া হয় না। কর্মীদের কেউ কেউ খুশি মনে কিছু টাকা দেন। তৃণমূল নেতা তথা শ্মশান কমিটির সম্পাদক প্রদীপ মণ্ডল- বলেন, ' কেউ খুশি মনে দেন কর্মীদের। এই টাকা চাওয়া হয় না।' কিন্তু, কর্মীরা তো বেতন পান, তাহলে তাঁদের কেন আলাদাভাবে টাকা দেওয়া হবে? শ্মশানের কর্মীদের একাংশের দাবি, তাঁরা বারবার বেতন বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন, কিন্তু বেতন বাড়েনি। তাই বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে এই টাকা। উল্লেখ্য, গঙ্গার লাগোয়া এই শ্মশান কয়েক'শ বছরের পুরনো। এই শ্মশানে শুধু এই জেলাই নয়, আশপাশের বেশ কিছু জেলা থেকেই মানুষ যান মৃতদেহ দাহ করতে। রোজ অন্তত ৪০ থেকে ৫০টি দেহ দাহ করা হয়।

কলেজ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে কলেজ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল পচাগলা দেহ। জানা গেছে, ওই ছাত্রের নাম বিশাল সরকার। হুগলির ব্যান্ডেলের বাসিন্দা ওই ছাত্র শিলিগুড়িতে পড়াশোনা করছিল। সেবক রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি কলেজে পড়াশোনা করছিল। কলেজ পাড়ায় একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতো। শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল বিশালের। এরপর থেকেই যোগাযোগ ছিল না। সোমবার সকালে ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পান বাসিন্দারা। এরপরে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ আসে। দরজা ভেঙে ছাত্রের দেহ উদ্ধার করা হয়।

'জিরা' চাষে প্রচুর লাভের মুখ দেখছে কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, ২৪ মার্চ ঃ 'জিরা' এমনই এক শস্য, যার ওষুধী গুণ অনেক। ফলে শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই জিরার চাহিদা প্রচুর। ভারতীয় রান্নার এর বহুল ব্যবহার। পাশাপাশি, ইউরোপে,বিশেষ করে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রান্নাতেও জিরে দেওয়া হয়। জিরের অনেক ঔষধিগুণও আছে। তাই এর চাহিদাও সবসময় তুঙ্গে থাকে। নাতিশীতোষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়া জিরে চাষের জন্য উপযুক্ত। বেলে দোআঁশ এবং দোআঁশ মাটিকে জিরে চাষের জন্য উত্তম হিসেবে বিবেচিত করা হয়। তবে বীজ বপনের আগে ভালভাবে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। তারপর তাতে সার প্রয়োগ করতে হবে। ভালো ফলন পেতে হলে জমিতে নিয়মিত সার দিতে হবে। প্রতি হেক্টরে গোবর সার বা জৈব সার দিতে হয় ১০ টন। তাছাড়া যে জমিতে জিরে চাষ করা হবে সেখানকার আগাছাও পরিস্কার করতে হবে। বাজারে অনেক রকমের জিরের বীজ পাওয়া যায়। তার মধ্যে আরজেড ১৯, আর ২০৯, আরজেড ২২৩ এবং জিসি ১-২-৩ বীজগুলিকে সবচেয়ে ভালো বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এই জাতের বীজ থেকে ১২০ থেকে ১২৫ দিনের মধ্যে জিরে তোলা যায়। ফসল পেকে গেলে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে, খামারে এনে তারপর রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ জিরে আলাদা করতে হয়। তারপর চালুনি দিয়ে চেলে নিয়ে পরিস্কার বীজ সংগ্রহ করা হয়। ভালোভাবে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৫১০ থেকে ৫৩০ কেজি ফলন পাওয়া সম্ভব।

শিলা বৃষ্টিতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৪ মার্চ ঃ শিলা বৃষ্টিতে ভাঙলো একাধিক মাটির বাড়ি, নষ্ট বিঘার পর বিঘা চাষ জমি। মাথায় হাত সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে চাষীদের। ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম চন্দ্রী রাজ্য সড়ক অবরোধ করল গ্রামবাসীরা। শিলাবৃষ্টির ফলে পায়রাগুড়ি, পাথরপদা, পেটবিন্দী এলাকায় ব্যাপক চাষের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টির জেরে একাধিক বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্ষতিপূরণের দাবিতে সকাল থেকে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে গ্রামের মানুষজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। বাসিন্দাদের বক্তব্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তারা পথ অবরোধ চালিয়ে যাবেন।

নিশ্চিন্তপুর টার্মিনালে সফলভাবে পৌঁছেছে প্রথম রেক

মালিগাঁও, ২৪ মার্চ ঃ ত্রিপুরায় আগরতলার কাছে নিশ্চিন্তপুর টার্মিনালে সর্ব প্রথম বার মালগাড়ি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সফল হয়ে উল্লেখযোগ্য এক মাইল ফলক অর্জন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। গুয়াহাটির কাছে তেতেলিয়ার সাইডিঙে স্টার সিমেন্ট-এর ১১ বিসিএন ওয়াগনের কনসাইনমেন্ট লোড করা হয়েছিল, তা ২৪ মার্চ, ২০২৫ তারিখের ১০ঃ

২০ ঘণ্টায় নিশ্চিন্তপুর টার্মিনালে পৌঁছায়। আগরতলা-আখাউড়া নতুন রেল লিঙ্ক প্রকল্পের অধীনে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে এই অর্জনটি একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক হয়ে উঠল। রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকগণ সফল ভাবে যৌথ পরিদর্শন সম্পন্ন করেন এবং তারপর আগরতলা-নিশ্চিন্তপুর সেকশনকে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য মঞ্জুরি দিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। পণ্যবাহী ট্রেনের জন্য এই টার্মিনাল খুলে যাওয়ার ফলে লামডিং ডিভিশনের জিরানিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে অবস্থিত গুডস শেডগুলিতে এতদিন ধরে হতে থাকা চাপের বোঝা এবার কমবে। বিকল্প একটি রুটের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এই উদ্যোগ এ অঞ্চলে লিজিস্টিক্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে এবং পণ্য পরিবহনে বেশ ভাল রকম মদত পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে, এটি উন্নত রেলওয়ে পরিকাঠামোর মাধ্যমে ট্রানজিট টাইমকে কম করবে এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে পণ্যবাহী ট্রেনের সংযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য এবং এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দায়বদ্ধ। পরিকাঠামোকে উন্নীত করে এবং পরিচালন ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক ভাবে উন্নত করে আরও দ্রুত এবং আরও কার্যকরী ভাবে পণ্য পরিবহনকে নিশ্চিত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলি বাণিজ্যের নেটওয়ার্ককে মজবুত করবে এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সহায়ক হবে।

মেয়র পারিষদকে গ্রেফতারের দাবি, থানা ঘেরাও দলেরই কর্মীদের, উত্তাল শিলিগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে পৌরনিগমের মেয়র পারিষদকে গ্রেফতারের দাবিতে নজিরবিহীনভাবে প্রধান নগর থানা ঘেরাও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের। প্রকাশ্যে দলের দুই গোষ্ঠীর কাজিয়া। তাতেই অস্বস্তিতে শাসকদল। মেয়র পারিষদের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগে সরব শ্রমিক নেতারা। পাল্টা সরব মেয়র পারিষদ দিলীপ। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সময় ধরেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের বিরুদ্ধের দলের শ্রমিক সংগঠনের ক্ষোভ বাড়ছিল। এবার তা একেবারে আন্দোলনের চেহারা নেয়। এদিন থানা ঘেরাও করে দিলীপকে গ্রেফতারের দাবি তুললেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, রেগুলেটেড মার্কেটে টাকার বিনিময়ে শ্রমিকদের বসাচ্ছেন দিলীপ। ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করছেন না। বাধা দিলে মারধর পর্যন্ত করা হচ্ছে। এমনকী ওই মেয়র পারিষদ পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছেন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের বিরুদ্ধেই। এই নিয়ে এদিন উত্তাল হয়ে ওঠে রেগুলেটেড মার্কেট। প্রধান নগর থানা ঘেরাও, অবরোধ চলতে থাকে। দিলীপকে গ্রেফতারের দাবিতে চলে স্লোগান। অন্যদিকে দিলীপ বলেন, আন্দোলনকারীরাই নানা অনৈতিক কাজ করছে। আমিও তৃণমূল কাউন্সিলর, মেয়র পারিষদ। যা করছি দলের স্বার্থেই করছি। কিন্তু ওই গোষ্ঠী আমাকে হেনস্থা করছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড যেন আস্ত বিভীষিকা, পুরসভা অভিযানে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ বেলগাছিয়া নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এবার নজর শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড যেন বিভীষিকা। বলছেন এলাকার লোকজন। বৈঠকে মেয়র। পুরানো শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম মৌজায় গড়ে উঠেছিল এই

ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এলাকা দিয়ে গিয়েছে ইস্টার্ন বাইপাস। কিছুটা দুরেই রয়েছে স্কুল, লোকালয়, শপিং মল। এদিকে কালের নিয়মে শিলিগুড়িতে হু হু করে বেড়েছে লোকসংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জঞ্জালের পরিমাণও। বর্তমানে ডাবগ্রাম মৌজার ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন কোনও পাহাড় উঁকি দিচ্ছে। মাথায় উড়ছে চিল-শকুন। দুর্গন্ধে ঢেকেছে এলাকা। আসরে নেমে পড়েছে বিজেপিও। জৈব জঞ্জাল পৃথকীকরণ ও সার তৈরির প্রকল্প আছে এখানে। কিন্তু অজৈব জঞ্জালের স্তূপে স্তূপাকার গোটা এলাকা। মাঝেমধ্যেই আগুন ধরানো হয় এখানে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তার জেরে ধোঁয়া ঢেকে যায় গোটা এলাকা। ডাম্পিং স্টেশন থেকে বাড়ছে দূষণও। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এলাকায় থাকাই দায় হয়ে উঠেছে। এদিকে এই ইস্যুকে সামনে রেখে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। ডাক দেওয়া হয়েছে পুরসভা অভিযানের। সেই কারণেই সকাল থেকে তৎপরতা দেখা যায় পুলিশের মধ্যে। ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় পুরসভার সামনে। কিছু সময়ের মধ্যে পুরসভার সামনে চলে আসতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের। কিন্তু মিছিলেই পুলিশের সঙ্গে বচসাতেও জড়াতেও দেখা যায় তাঁকে। বিজেপির সাফ দাবি, ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধোঁয়ায় মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠেছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। তাই দ্রুত পুরসভার তরফে ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড সরানোর দাবিতে সরব এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার পালন করা হচ্ছে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের যক্ষ্মা বিভাগের পক্ষ থেকে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। ১৮৮২ সালের ২৪ মার্চ রবার্ট কক আবিষ্কার করেছিলেন যক্ষ্মা রোগের জীবাণু। এজন্য প্রতি বছর এই দিনটি বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসেবে পালিত হয়। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লকেও বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হচ্ছে। মূলত জনসচেতনতার মধ্য দিয়ে টিবি রোগ নির্মূল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-ইডিএএস-ইআর-এইচকিউ-২০২৫, তারিখঃ ২১.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ইটিএন-ইডিএএস-ইআর-এইচকিউ-২০২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরে এস অ্যান্ড টি ড্রইং অফিসের আপগ্রেডেশন এবং ই-ড্রইং অ্যাপ্রুভাল সিস্টেমের ব্যবস্থা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৭৫,৫৬,৭৩৬.১১ টাকা। **বায়না মূল্য (বিড সিকিউরিটি)ঃ** ১,৫১,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.২৬ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ৩১.০৩.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

HWH-691/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞান

রাতের আকাশে দেখা যাবে যেসব মহাজাগতিক দৃশ্য

সন্ধ্যার আকাশ মানেই বিস্ময় আর সৌন্দর্যের এক মহাসম্মিলন। আজ সোমবার রাতের আকাশে থেকে বেশ কিছু গ্রহাণু এবং মহাজাগতিক বস্তু দেখা যাবে। কোনটি খালি চোখে আবার কোনটি দেখতে ছোট টেলিস্কোপ বা বাইনোকুলারের প্রয়োজন হবে। আজ রাত ৭টা ৫২ মিনিটে ছোট টেলিস্কোপের সাহায্যে মীন তারকা মণ্ডলে দেখা যাবে গ্রহাণু আইরিস। গ্রহাণু ম্যাসালিয়া রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে মেষ তারকা মণ্ডলে দেখা যাবে। ইউরেনাস গ্রহ বাইনোকুলারের মাধ্যমে দেখা যাবে রাত ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। খালি চোখে রাত ১১টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত দেখা যাবে বৃহস্পতি গ্রহ। ছোট টেলিস্কোপের মাধ্যমে গ্রহাণু ইজেরিয়া রাত ১২টা ০১ মিনিট পর্যন্ত অরিগা তারকা মণ্ডলে এবং গ্রহাণু ইউনোমিয়া রাত ১২টা ১৮ মিনিট পর্যন্ত দেখার সুযোগ মিলবে। এ ছাড়া গ্রহাণু আইরিন রাত ১টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত মিথুন তারকা মণ্ডলে ছোট টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে।

অন্যদিকে মঙ্গল গ্রহ খালি চোখে রাত ১২টা ৩৯ মিনিট থেকে রাত ২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত মিথুন তারকা মণ্ডলে দেখা যাবে। আর ভোরের গ্রহাণু অ্যাম্ফিট্রাইট রাত ২টা ৩৯ মিনিট থেকে ভোর ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত কর্কট তারকা মণ্ডলে দেখা যাবে।

উল্কাপিণ্ডের রহস্যের সন্ধানে বিজ্ঞানীরা

আমাদের সূর্যকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন চাঁদ আর গ্রহ প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে একটি প্রোটো-প্ল্যানেটারি ডিস্ক থেকে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। সেই সময়কার কোনো মহাজাগতিক বস্তু বর্তমানে আর টিকে নেই। কিন্তু একটি উল্কাপিণ্ড সেই সময়কার কথা বিজ্ঞানীদের মনে করিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এনডব্লিউএ ১৫৯১৫ নামের উল্কাপিণ্ডটি সম্ভবত বুধ গ্রহের মতো অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। এই বিরল উল্কাপিণ্ডটি সৌরজগতের প্রাথমিক সময়কার বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বিরল উল্কাপিণ্ডটির পুরো নাম নর্থওয়েস্ট আফ্রিকা ১৫৯১৫। ২০২৩ সালে আলজেরিয়ায় আবিষ্কৃত উল্কাপিণ্ডটির বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২.৮৪ কিলোগ্রাম ওজনের এই শিলা সম্ভবত অন্য কোনো গ্রহের অংশ ছিল। উল্কাপিণ্ডটি পাথুরে অ্যাকনড্রাইট দিয়ে তৈরি, যা অন্য কোনো উল্কাপিণ্ড বা গ্রহের মধ্যে দেখা যায়নি। সাধারণত বেশির ভাগ উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কেই তথ্য জানা যায়। কিন্তু এই উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। উল্কাপিণ্ডটি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রাথমিক বিশ্লেষণে উল্কাপিণ্ডটির চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকে আয়রন, ডাউব্রেলাইট ও ট্রয়েলাইট ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই উল্কাপিণ্ডে চুম্বকীয় ধাতুসমৃদ্ধ বিভিন্ন খনিজের একটি অদ্ভুত মিশ্রণ রয়েছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, উল্কাপিণ্ডটি অতীতে কোনো গ্রহ থেকে তৈরি হয়েছে, যার বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। কিছু মডেল অনুসারে, প্রাথমিক সৌরজগতে ৫০ থেকে ১০০টির মতো প্রোটোপ্ল্যানেট ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রহ শতকোটি বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রহগুলোর ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ উল্কাপিণ্ড হিসেবে মহাকাশে এখনো ছুটে চলছে।

পৃথিবীর সঙ্গে কৌণিক অবস্থানের কারণে শনি গ্রহের বলয় দেখা যায় না

এই সপ্তাহের শেষে শনি গ্রহের বিখ্যাত বলয় সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। অদৃশ্য মানে হারিয়ে যাওয়া না কিন্তু, শনির বলয় আমাদের পৃথিবী থেকে কিছু সময়ের জন্য দেখা যাবে না। পৃথিবী ও শনি গ্রহের মধ্যবর্তী কৌণিক অবস্থানের কারণে আমরা একটি মহাজাগতিক বিভ্রম দেখতে পাই। এতে শনি গ্রহের বলয় আমাদের সামনে থেকে কিছুটা সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে। শনির বলয় অদৃশ্য হওয়ার জন্য শনি গ্রহের অবস্থান দায়ী। শনি গ্রহ এমনভাবে কাত হয়ে অবস্থান করছে যে মাঝেমধ্যে শনির বলয় গায়েব হয়ে যায়। শনির অক্ষ উল্লম্ব থেকে ২৬.৭৩ ডিগ্রি হেলানো। এভাবে শনি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পৃথিবী ২৩.৫ ডিগ্রি হেলানো অবস্থায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রতিটি গ্রহ তার নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে ও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মাঝেমধ্যে পৃথিবীর দিক থেকে শনির কৌণিক রিং অন্য প্রান্তে ঘুরে যায় বলে তখন মনে হয় শনির বলয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিদ শন ওয়াকার বলেন, বলয় আক্ষরিক অর্থেই প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। সাধারণত আপনি শনির চারপাশে রিং দেখতে পান। মাঝেমধ্যে আপনি একটি একক প্রান্ত দেখেন, তখন বলয়কে একটি চুল মতো পাতলা আলোর রেখার মতো দেখায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন স্থলভিত্তিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যায় শনির বিশাল বলয় ক্রমেই পাতলা হয়ে উঠেছে। এ সপ্তাহের মধ্যে বলয়গুলো সুনির্দিষ্ট প্রান্তিক কোণে পৌঁছে গেলে বলয় কিছু সময়ের জন্য দেখা যাবে না। এ বিভ্রমটি অস্থায়ী। এমন ঘটনা তুলনামূলকভাবে বিরল বলা যায়। একে জ্যোতির্বিদেরা রিং প্লেন ক্রসিং নামে ডাকেন। সাধারণত দুবার দেখা যায় ২৯.৪ বছরে। শনি গ্রহ সূর্যের চারপাশে কক্ষপথ আবর্তনের সময় এমন ঘটনা দেখা যায়। পৃথিবী থেকে প্রতি ১৩ থেকে ১৫ বছরে এমন বলয় অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা একবার দেখা যায়। শনির এই বলয় পাথর ও বরফের বিলিয়ন বিলিয়ন ঘূর্ণমান খণ্ড দিয়ে তৈরি।

তুলনামূলকভাবে সমতল হওয়ার কারণে দূর থেকে একক রিং মনে হয়। এ সময় বলয় দেখা না গেলেও শনির বিভিন্ন চাঁদ স্পষ্টভাবে দেখার সুযোগ মেলে। প্রায়ই শনির চারপাশে চার থেকে ছয়টি চাঁদ দেখা যায়। এ সময় অন্ধকার আকাশে একটি রিং প্লেন ক্রসিংয়ের সময় প্রায় এক ডজন চাঁদ শনাক্ত করা যায়। এবারের রিং প্লেন ক্রসিংয়ের পরে পরবর্তী বলয় অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা ঘটবে ২০৩৮ সালে।

সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে ঘুরছে পৃথিবী

জ্বালানিসংকট মোকাবিলার পাশাপাশি পরিবেশদূষণ কমাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরেই সৌর ও বায়ুশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। জিওথার্মাল তাপ ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে অনেক দেশ। তবে প্রাকৃতিক এসব উৎসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এবার পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। ২০১৬ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে কৌশলটি তেমন গুরুত্ব পায়নি সে সময়। এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সিলিন্ডারযুক্ত একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন। বিজ্ঞানীদের দাবি, যন্ত্রটি পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। ম্যাংগানিজ-জিংক ফেরাইট দিয়ে তৈরি এক ফুট লম্বা যন্ত্রটির কার্যকারিতা এরই মধ্যে পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কাজে লাগিয়ে ১৭ মাইক্রো ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে যন্ত্রটি। বিদ্যুৎ তৈরির এই কৌশল ফিজিক্যাল রিভিউ রিসার্চ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন কৌশলের বিষয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার সাইবা বলেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠের সাপেক্ষে স্থির থাকা কোনো পরিবাহী তার চৌম্বকক্ষেত্র থেকে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে যন্ত্রটি।

ডুয়ার্স এ অনুরাগ বসু করবেন সিনেমার শুটিং

ডুয়ার্সে এসেছেন অনুরাগ বসু। সিনেমার শুটিং করতে ডুয়ার্স এ এসেছেন তিনি। তার সাথে আসছেন বেশ কিছু অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা। ডুয়ার্স পর্যটনের জন্য প্রচন্ডভাবে বিখ্যাত। এর আগেও এখানে প্রচুর সিনেমার শুটিং হয়ে গেছে। বাংলা এবং হিন্দি। তাই এবার হিন্দি সিনেমার পরিচালকেরা উত্তরবঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বিশেষ করে ডুয়ার্স এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকৃষ্ট করেছে অনেককেই। তাই অনুরাগ বসু ডুয়ার্সের সিনেমার শুটিংয়ের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কবে থেকে শুটিং শুরু হবে টানা জানা গেলেও খুব তাড়াতাড়ি যে শুটিং শুরু হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর আগে বেশ কয়েকজন পরিচালক ডুয়ার্সে ঘুরে গিয়ে ডুয়ার্স এর সিনেমা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। অনুরাগ বসু ডুয়ার্সের বেশ কিছু জায়গা ঘুরে গিয়ে স্থির করেন যে শুটিং করবেন ডুয়ার্সে। অভিনেতা অভিনেত্রী রাও এখানে আসতে শুরু করেছেন। অনেকেই বলছেন ডুয়ার্সের শুটিং শুরু হয়ে গেলে ও মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে ন।

ডার্ক এনার্জি নিয়ে নতুন তত্ত্বের খোঁজে বিজ্ঞানীরা

ডার্ক এনার্জি রহস্যময় এক শক্তির নাম। এই শক্তির কারণেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটছে। এই শক্তি এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে আছেন তাঁরা। ডার্ক এনার্জিবিষয়ক এই আবিষ্কার বর্তমানে প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে বেশ বিরোধপূর্ণ। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ওফার লাহাভ বলেন, এটি একটি নাটকীয় মুহূর্ত বলা যায়। আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখোমুখি হচ্ছি। ১৯৯৮ সালে ডার্ক এনার্জির আবিষ্কার বেশ চমকপ্রদ একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা ছিল। তখন পর্যন্ত ধারণা ছিল, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং বিস্ফোরণ থেকে। এরপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতি ধীর হয়ে যাবে। কিন্তু মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মহাবিশ্ব আসলেই গতিশীল। বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না এই গতিশীলতার পেছনে কোন শক্তি আছে। তখন সেই শক্তির নাম দেওয়া হয় ডার্ক এনার্জি। এখনো বিজ্ঞানীরা ভালো করে জানেন না ডার্ক এনার্জি আসলে কী। আর তাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রহস্যের একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই শক্তিকে। মহাবিশ্বে থাকা গ্যালাক্সির ত্বরণ পর্যবেক্ষণ করে ডার্ক এনার্জির গতি পরিবর্তিত হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করে থাকেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কিট পিক ন্যাশনাল অবজারভেটরিতে থাকা ডার্ক এনার্জি স্পেকট্রোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্ট টেলিস্কোপের মাধ্যমে এ বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। গত বছর বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় ডার্ক এনার্জিকে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হতে দেখেন। বিজ্ঞানীরা তখন এটিকে কোনো ত্রুটি ভেবেছিলেন। এক বছর পরে দেখা যাচ্ছে সেই পরিবর্তনের ব্যবধান বেড়েছে। এ বিষয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্যাথরিন হেইম্যান বলেন, 'ডার্ক এনার্জি আমাদের ধারণার চেয়েও অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।'

কাছাড়ের কালাইনে দুঃসাহসিক ডাকাতি, গুলিবিদ্ধ সহ আহত একাধিক, এলাকা জুড়ে আতঙ্ক

শিলচর, ২৪ মার্চঃ কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইন থানাধীন পেঁচাছড়া এলাকায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে প্রায় দুটা নাগাদ সুন্দাউরা শ্মশান কালীবাড়ি সংলগ্ন জনৈক বিনয় দেবের বাড়িতে নয়-দশ জনের এক সশস্ত্র ডাকাতদল হানা দেয়।

ডাকাতরা প্রথমে বারান্দার গ্রিলের তালা ও ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকেই তারা বাড়ির কর্তা বিনয় দেবকে বেঁধে ফেলে। এর পর তাঁর ছেলে বিশ্বজিৎ দেব ডাকাতদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ধস্তাধস্তির সময় ডাকাতদের মারে গুরুতর আহত হন বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ দেব আহত অবস্থায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ডাকাতরা তখন পাশের বাড়ির এক ছেলেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাঁর হাত বেঁধে ঘরের ভেতরে আটকে রাখে। এর পর আরও এক প্রতিবেশী লিটন দেব ছুটে এলে ডাকাতরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটি তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়। গুলি হাতের এপার-ওপার হয়ে যায়। আতঙ্ক ছড়াতে ডাকাতরা শূন্যে আরও দু-রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দে কেউ আর সামনে এগিয়ে আসতে সাহস করেননি। এক সময় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে তাণ্ডব চালিয়ে ডাকাতরা নগদ প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা এবং ৫-৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে পায়ে হেঁটে পেঁচাছড়া বাজারের দিকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কালাইন ও গুমড়া থানার পুলিশ।

রাত তিনটা নাগাদ শিলচর থেকে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছেন। সকালে সাড়ে ছয়টা নাগাদ ডগ স্কোয়াড নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অনুসন্ধানের সময় কুকুরটি কালাইন বাগানের নাচঘরের সামনে দিয়ে বৈকণ্ঠপুর তেমাথা হয়ে সুন্দাউরা অভিমুখে যেতে শুরু করে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা ডগ স্কোয়াড বাহিনী দিয়ে তদন্ত করেও ডাকাতদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। দুঃসাহসিক এই ডাকাতির ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে জখম ব্যক্তিদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ডাকাতির সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শীঘ্রই গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

মনু নদীর ব্রিজ নির্মাণে বিলম্ব নিয়ে শাসক দলকে তোপ পিসিসি সভাপতি

সাব্রুম, ২৪ মার্চ ঃ সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত চালিতাছড়িতে ৩৯ মনু ও ৪০ সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বুথ স্তর থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এই বৈঠকে। আশীষ কুমার সাহা বর্তমান শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে চরম অব্যবস্থাপনা চলছে, যার জ্বলন্ত উদাহরণ চালিতাছড়ি-হরিনা সংযোগকারী মনু নদীর লোহার ব্রিজটি। তিনি বলেন, ''এই ব্রিজটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় ১৫ থেকে ১৬ বছর আগে, কিন্তু এখনো তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। স্থানীয় জনগণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। অথচ, সরকার এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না। বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় জনগণ এই ব্রিজটি সম্পন্ন করার দাবি জানিয়ে আসছে, কিন্তু কেন এটি এত বছরেও শেষ করা হল না, সেটি বড় প্রশ্ন। মনু নদীর উপর নির্মীয়মান এই লোহার ব্রিজটি চালিতাছড়ি ও হরিনা এলাকার মানুষের জন্য একমাত্র সংযোগের মাধ্যম। কিন্তু দীর্ঘ নির্মাণ বিলম্বের কারণে এলাকার বাসিন্দাদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বর্ষার সময় নৌকাই একমাত্র ভরসা, যা বিপজ্জনক। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত, রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছানো এবং কৃষকদের কৃষিপণ্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্রিজ নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আশীষ কুমার সাহা বলেন, ''এই অঞ্চলের মানুষকে বঞ্চিত করে সরকার উন্নয়নের বড় বড় কথা বলছে। আমরা চাই, অবিলম্বে এই ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হোক এবং সাধারণ মানুষ এর সুফল পাক।

Name Change
I, Rina Khatun (Old Name) wife of Sirajul Mondal, residing at Vill-Eropota, Ghatbaor, P.S.- Bongaon, District : Bongaon, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rina Khatun Bibi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/03/2025. Rina Khatun Bibi (New Name) and Rina Khatun (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, BHUTAN SEKH MY FATHER NAME HASBEEN RECORDED IN MY PASSPORT AS ANCHAR SEKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE BERHAMPUR COURT ON 4-10-24 MY FATHER ANCHHAR ALI SK AND ANCHAR SEKH IS SAME PERSON MY FATHER ACTUAL NAME IS ANCHHAR ALI SK. R/O VILL GOBIPUR PO MALUMGACHHA NAKASHIPARA, NADIA.

Name Change
I, Maitreyee Chatterjee W/o Bandhu Chandra Banerjee Residing at 296, 1st Floor, Sai Saran Taramoni Ghat Road, Vidya Sagar Park, P.o - Paschim Putiari, P.s - Haridevpur, District - Kolkata, Pin- 700041 West Bengal India shall henceforth be known as Maitreyee Banerjee. I declare that Maitreyee Chatterjee and Maitreyee Banerjee is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-03-2025.

Name Change
I, Jagdish Rajotia S/o Udai Ram Rajotia Residing at Siddha Pines FL-C 706, Rajarhat Main Road, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Narayanpur, District - North 24 Parganas, Pin- 700136 West Bengal India shall henceforth be known as Jagadish Rajotia . I declare that Jagdish Rajotia and Jagadish Rajotia is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-03-2025.

Name Change
I, SK NIJAM ALI S/o SK SAMED ALI Residing of Vill. Dakshin Sainte, P.O-Nakunda, PS-Goghat, Dist.-Hooghly, Pin-712614 WB, India do hereby solemnly affirm and declare my actual Name SK NIJAM ALI instead of NIJAM ALI SHEK and my father's actual name SK SAMED ALI instead of SK SAME ALI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Sadar, Hooghly, W.B. on 19/03/2025. SK NIJAM ALI S/o SK SAMED ALI and NIJAM ALI SHEK S/o SK SAME ALI all are the same and one identical person.

Name Change
I, Rojena Khatun (Old Name) W/o Hafijul Gazi Residing at Vill+Po - Ghuni, Ps - Eco Park (Previously New Town), District- 24 Pgs (N), Pin- 700157 West Bengal shall henceforth be known as Rojena Bibi (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Barasat, North 24 Parganas, vide affidavit no 2975 Dated 17-03-2025.Rojena Khatun (Old Name) and Rojena Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Bijoy Kumar Kulthia S/o Late Matadin Kulthia Residing at 28/3, Bhairab Dutta Lane, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin- 711106 West Bengal India shall henceforth be known as Vijay Kulthia. I declare that Bijoy Kumar Kulthia and Vijay Kulthia is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-03-2025.

Name Change
I, Ekdil Mondal (Old Name) S/O–Arman Sekh resident of Vill-Tangramari, Po-Chonya, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742182 do hereby decrale that I have changed my name from Ekdil Mondal to Akdil Mondal and hencefort I shall be known as Akdil Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Akdil Mondal & Ekdil Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Chamaru Shaw (Old Name) S/o Sube Lal Shaw Residing at Vtc - Radhadasi, P.o - Radhadasi, District - Howrah, Pin - 711317 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Chamru Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 116/2025 Dated 24-03-2025. Chamaru Shaw (Old Name) and Chamru Shaw (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, SARAFAT SHAIKH (Old Name) S/O Late RUSTAM SEKH Residing at Vill-Uttar Amratala, P.O.-Haranandapur, P.S.-Magrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SARAFAT SEKH (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 24-03-2025. SARAFAT SHAIKH (Old Name) and SARAFAT SEKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Afarul Hoque & Afarul Hoque Sekh (Old Name) S/O–Amsul Hoque resident of Vill-Haribati, Po-Kharjuna, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742168 do hereby decrale that I have changed my name from Afarul Hoque & Afarul Hoque Sekh to Afarul Haque and hencefort I shall be known as Afarul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Afarul Haque & Afarul Hoque & Afarul Hoque Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, SARAFAT SHAIKH (Old Name) S/O Late RUSTAM SEKH Residing at Vill-Uttar Amratala, P.O.-Haranandapur, P.S.-Magrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SARAFAT SEKH (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 24-03-2025. SARAFAT SHAIKH (Old Name) and SARAFAT SEKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Manoj Kumar Jain (Old Name) son of Manohar Lal Jain, residing at 1020(Old-883/12) Jessore Road, Bangur Avenue, North 24 Parganas, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manoj Jain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Manoj Jain (New Name) and Manoj Kumar Jain (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ajoy Kumar Mandal (Old Name) S/O–Mahadeb Mondal resident of Vill-Bagdipara, Po & Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do here by decrale that I have changed my name from Ajoy Kumar Mandal to Ajoy Kumar Mondal and hencefort I shall be known as Ajoy Kumar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Ajoy Kumar Mondal & Ajoy Kumar Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Bharat Biswas Residing of Vill. Ballavpur, PO-Hingnara, PS-Chakdaha, Dist.-Nadia, Pin-741223 WB, India do hereby solemnly affirm and declare my actual Name BHARAT BISWAS instead of BHARAT CHANDRA BISWAS and BHARAT BISHWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kalyani, Nadia on 18/12/2024. BHARAT CHANDRA BISWAS, BHARAT BISWAS and BHARAT BISHWAS all are the same and one identical person.

Name Change
I, Prabir Mondal (Old Name) son of Golake Chandra Mondal, residing at P-107, Garia Park, Garia, Srirampur, P.O.- Garia, PS.- Patuli, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Prabir Kumar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Prabir Kumar Mondal (New Name) and Prabir Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Kawser Ali (Old Name) S/O–Ahammad Mondal resident of Vill-Mamudpur, Po-Gaznipur, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742166 do hereby decrale that I have changed my name from Kawser Ali to Kawsar Mondal and hencefort I shall be known as Kawsar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Kawsar Mondal & Kawser Ali both are same and one identical person.

Name Change
I , Rupa Khatun Bibi W/O- Rejaul Sekh resident Vill- Sahazadpur, P.O.+ P.S.-Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, RABIUL SK is my son who hold a birth certificate being No HKGP/469/2013 Dated 30.11.2013 where in my name wrongly recorded as SORIFA BIBI in place of RUPA KHATUN BIBI and my husband's name wrongly recorded as REJAUL SK in place of REJAUL SEKH.That actual my name is Rupa Khatun Bibi , My husband's Name is REJAUL SEKH and My son is RABIUL SK vide an affidavit before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 25/02/2025

Name Change
I, Manisha Amit Mehta (Old Name) wife of Amit Subodh Mehta, residing at 2/8B Sarat Bose Road L.R.Sarani, Kolkata- 700020, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manisha Mehta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Manisha Mehta (New Name) and Manisha Amit Mehta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Laila Rukshena Quadiri (Old Name) W/O–Sahabuddin Quadiri resident of Vill-Sharatpally, Po-Chaltia, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby decrale that I have changed my name from Laila Rukshena Quadiri to Laila Rukshana Quadiri and hencefort I shall be known as Laila Rukshana Quadiri (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Laila Rukshana Quadiri & Laila Rukshena Quadiri both are same and one identical person.

Name Change
I, MD JAZIB AZAM AZAM, SON OF MD AMAN AZAM, RESIDING AT 3/1/1A, SHAMBHU CHATTEREE STREET, KOLKATA - 700007,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JAZIB AZAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/03/2025.THAT MD JAZIB AZAM AZAM AND MD JAZIB AZAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I Allaraka Ali Firoz Ali (old name), S/O Mir Firoj Ali, residing at Ranisai Ramnagar, Purba Medinipur, Pin-721446, West Bengal, India, I have changed my name and shall henceforth be known as Allaraka Ali (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 24/03/2025. Allaraka Ali (new name) and Allaraka Ali Firoz Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Mamtaj Ali (Old Name) S/O–Mujahar Sk resident of Vill-Sardanga, Po-Harishchandrapur, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161 do hereby decrale that I have changed my name from Md Mamtaj Ali to Md Mamtaj Ali Sk and hencefort I shall be known as Md Mamtaj Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Md Mamtaj Ali Sk & Md Mamtaj Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Tukan Shaw (old name) son of Narayan Shaw, residing at 26, Goala Para Road, Parnasree Pally, Behala, Kolkata – 700060, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tukun Shaw (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/03/2025. Tukan Shaw (old name) and Tukun Shaw (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I Firoz Ali (old name), S/O Mir Rousan Ali, residing at Ranisai Ramnagar, Purba Medinipur, Pin-721446, West Bengal, India, I have changed my name and shall henceforth be known as Mir Firoj Ali (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 24/03/2025. Mir Firoj Ali (new name) and Firoz Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change
I ,Mritunjoy Hazra (Old Name) S/O–Pashupati Hazra resident of Vill-Siddheswari, Po-Kunia, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742168 do hereby decrale that I have changed my name from Mritunjoy Hazra to Mrityunjay Hazra and hencefort I shall be known as Mrityunjay Hazra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Mrityunjay Hazra & Mritunjoy Hazra both are same and one identical person.

Name Change
I,Rani Begum & Jahanara Begum (Old Name) wife of Sk Abdul Kalam, residing at 70D/H/03, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata- 700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jaha Ara Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Jaha Ara Begum (New Name) and Rani Begum & Jahanara Begum (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I Zulekha Bibi (old name), W/O Rahamat Ali Molla, residing at Z3/522/1 Mistry Ghat Road, Badartala, SO, Badartala P.S. Nadial, Kolkata 700044, West Bengal, India, I have changed my name and shall henceforth be known as Zulekha Khatoon (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 24/03/2025. Zulekha Khatoon (new name) and Zulekha Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sahabuddin Quadari (Old Name) S/O–Abdul Hannan resident of Vill-Sharatpally, Po-Chaltia, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby decrale that I have changed my name from Sahabuddin Quadari to Sahabuddin Quadiri and hencefort I shall be known as Sahabuddin Quadiri (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/03/2025 . My name Sahabuddin Quadiri & Sahabuddin Quadari both are same and one identical person.

Name Change
I,Sk Abdul Hasan, residing at Vill & P.O.- Bhasila, P.S.- Deganga, North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, INDIA, my minor son Shieak Abu Saddat and Sekh Abu Saddat (Old Name) have changed his name and shall henceforth be known as Sk Abu Saadat (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Sk Abu Saadat (New Name) and Shieak Abu Saddat and Sekh Abu Saddat (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rupak Kumar Chatterjee (Old Name) son of Sanjoy Ranjan Chatterjee, residing at 5/1/D Bir Ananta Ram Mondal Lane, P.O.- Sinthi, P.S.- Baranagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700050, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rupak Chatterjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Rupak Chatterjee (New Name) and Rupak Kumar Chatterjee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,WANGDU DORJEE, S/O Late CHUMPALA BHUTIA,RESIDING AT LAVA BAZAR,POST OFFICE - LAVA BAZAR, LAVA ROAD D.I.F P.O.LAVA, KALIMPONG - 734319, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS WANGDU DORJEE BHUTIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/03/2025. THAT WANGDU DORJEE AND WANGDU DORJEE BHUTIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sarmina Sultana (Old Name) wife of Sk Abdul Hasan, residing at Khordda, Bhasila, North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sharmina Sultana (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Sharmina Sultana (New Name) and Sarmina Sultana (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Arfina Begum (Old Name) daughter of Sekh Hemmat Ali Moulavi, residing at 7, Chandney Approach, Princep Street, Kolkata-700072, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kulsan Bibi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Kulsan Bibi (New Name) and Arfina Begum (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,LHIMA LHAMU, W/O Late CHHUMPALA BHUTIA,RESIDING AT LAVA ROAD,LAVA BAZAR D.I.F,PO - LAVA KALIMPONG - 734319,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIMA LAMU BHUTIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/03/2025.THAT LHIMA LHAMU AND NIMA LAMU BHUTIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Shieak Abdul Hasan (Old Name) son of Sk Abdul Malek, residing at Vill & P.O.- Bhasila, P.S.- Deganga, North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Hasan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Sk Abdul Hasan (New Name) and Shieak Abdul Hasan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,NADEEM ZAHRA (OLD NAME) W/O SYED FAIYAZ ALI NAQVI, RESIDING AT 8/L, TOPSIA ROAD, PS-TILJALA,KOLKATA-700039, WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED NADEEM ZAHRA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/03/2025.NADEEM ZAHRA (OLD NAME) AND SYED NADEEM ZAHRA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

গঙ্গায় নিক্ষেপ শিশু পুত্রকে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তের বাবাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৪ মার্চ ঃ জন্মদিনের কেক কিনতে যাওয়ার নাম করে বছর ছয়েকের ছোট ভাইকে ভাগীরথী নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সৎ দাদার বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রাম থেকে মূল অভিযুক্ত যুবকের বাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে মোহন দত্ত নামক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করা হয়। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে, বিচারক পাঁচ দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, শনিবার রাতে মূল অভিযুক্ত সুমন দত্ত জন্মদিনের কেক কেনার নামে ছয় বছরের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপ শহরে যাবে বলে নৌকায় ওঠে। এরপর যাত্রীবোঝাই নৌকাটি নবদ্বীপ ফেরি ঘাটের জেটিতে আসার ঠিক আগেই ওই শিশুটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। বিষয়টি প্রথমে বুঝতে পারেনি নৌকায় থাকা অন্যান্য যাত্রীরা। নৌকার মাঝি বিষয়টি লক্ষ্য করে অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে বলেন নৌকায় থাকা অন্যান্য যাত্রীদের। মাঝির আবেদনের সাড়া দিয়ে নৌকায় থাকা যাত্রীদের কয়েকজন অভিযুক্ত যুবকের পেছনে ধাওয়া করে। কিন্তু ওই যুবককে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। জানা যায়, অভিযুক্ত যুবকের মুখে ছিল মাস্ক। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা ওই যুবককে যাতে কেউ চিনতে না পারে তার জন্য পরিকল্পনা করেই মুখে মাস্ক পড়ে নৌকায় উঠেছিল। অপরদিকে যাত্রী খালি করেই ওই শিশুটাকে খুঁজতে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাঝি। বেশ কয়েক কিলোমিটার খোঁজার পরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে নবদ্বীপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অন্যদিকে শিশুটির খোঁজ পেতে খবর পাঠানো হয় জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে। রবিবার দুপুরে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরি নামিয়ে শুরু হয় ওই শিশুটির খোঁজ। রবিবার থেকে সোমবার দিনভর ভাগীরথী নদীর বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও শিশুটির কোনও সন্ধান পাইনি বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, শিশুটির মা বন্দনা বিশ্বাসের এটি দ্বিতীয় বিয়ে। আগের স্বামী মোহন দত্ত সেভাবে সংসার ধর্ম পালন না করায় তাকে ও তার সন্তানদের ছেড়ে বছর দশেক আগে চলে আসে নবদ্বীপে। এরপর তার বোন অর্থাৎ বর্তমান স্বামী জয়দেব বিশ্বাসের ভাইয়ের স্ত্রী চায়না বিশ্বাস ভাশুরের সঙ্গে বিয়ে দেন। আজ থেকে বছর ছয় আগে সুব্রত বিশ্বাসের জন্ম হয়। সুব্রত স্থানীয় একটি স্কুলে আপার কেজির ছাত্র ছিল।

বাল্যবিবাহ রোধে জেলায় শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা নামলো পথে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ মার্চ ঃ বাল্যবিবাহ রোধে রাজ্য সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছে। যা ইতিমধ্যে ইউনেসকো স্বীকৃতি লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও পুরোপুরি বাল্যবিবাহ রোধে কোথাও কোথাও খামতি থেকে গেছে। এবার বাল্যবিবাহ রোধে সারা জেলায় শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নামলো পথে। ২৪ মার্চ সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ বীরভূমের তিনটি মহকুমার রাস্তা দখল করলো পড়ুয়ারা। অনেক জায়গাই দাঁড়িয়ে পড়ে যান। রামপুরহাট মহকুমার বড়শাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রী ও শিক্ষকেরা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে পদযাত্রা করে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোচ্চার হন। বাল্যবিবাহ রোধের শ্লোগানে মুখরিত হয় রাজপথ। বাল্যবিবাহ রোধে মানব পুতুল নাচের নাটক নাড়ি নক্ষত্র অনুষ্ঠিত হবে। নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লোহাপুর এম আর এম উচ্চ বিদ্যালয়, চারুবালা বালিকা বিদ্যালয, ভদ্রপুর মহারাজা নন্দ কুমার উচ্চ বিদ্যালয় সহ ব্লকের সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে একটি পদযাত্রা বার করা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক পোস্টার হাতে নিয়ে পড়ুয়ারা গোটা এলাকা পদযাত্রা করেন। বীরভূম জেলায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি দূর করতেই এই বাল্যবিবাহের উপরে অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল নলহাটি থানার লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্স আসা দিদি, স্বনির্ভর দলের মহিলারা সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। শেষ হয় ১২ টা নাগাদ। একইভাবে বোলপুর ও সিউড়িতেও শিক্ষার্থীরা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পথে নামে।

স্কুলের ক্লার্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৪ মার্চ ঃ কর্মক্ষেত্রে বা পথেঘাটে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে প্রায়ই। গত বছর সরকারি হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। তবে, স্কুলেও নিরাপদ নন ক্ষুদে পড়ুয়ারা! সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় বাবা- মায়েদের উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। এবার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের কালনার একটি স্কুলে। স্কুলের ছাত্রীদের খারাপভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ স্কুলেরই ক্লার্কের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে বিষয়টি জানানো হলে, তিনি নাকি অভিযুক্ত ক্লার্ককে আড়াল করার চেষ্টা করছেন! এমনই অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, প্রধান শিক্ষিকার বলেছেন, ক্লার্ক পিতৃতুল্য, সেইভাবেই বিষয়টি দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ক্লার্ক। তাঁর সাফাই, কেউ প্রলোভন দেখিয়ে এই অভিযোগ আনছে। অভিযুক্ত ক্লার্কের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি প্রধান শিক্ষিকার বদলির দাবি জানাচ্ছে ছাত্রীরা। কালনার বাঘনাপাড়ার সিকেডি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা। একাধিক ছাত্রীর অভিযোগ, স্কুলের ক্লার্ক তাঁদের অশালীনভাবে স্পর্শ করেন। এই ইস্যুতে এদিন সোমবার স্কুল খোলার পর থেকেই স্কুলে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলছে। খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছেছে কালনা থানার পুলিশ। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, দিন ১৫ আগে তাঁরা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে বিষয়টি জানান। প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি চেপে যেতে বলেন বলে অভিযোগ। এদিন প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে চলে বিক্ষোভ। সহকারী শিক্ষিকাদেরও অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বাকি শিক্ষিকাদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনাই করেন না। একাই সব সিদ্ধান্ত নেন। প্রধান শিক্ষিকার দাবি, সহকারী শিক্ষিকারা চক্রান্ত করে এই অভিযোগ আনছেন। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কলাইকুণ্ডায় বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের কলাইকুন্ডায় একটি বিমানবন্দর তৈরির জন্যে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া রাজ্য সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বলে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানিয়েছেন। এই বিমানবন্দর তৈরির অগ্রগতি নিয়ে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্যর এক প্রশ্নের জবাবে এদিন রাজ্যসভায় তিনি বলেন, জমি অধিগ্রহনের কাজ মিটলেই গোটা প্রক্রিয়া এগোবে। উল্লেখ্য বিমান পরিবহন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে ছোট শহরগুলির মধ্যে বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় সরকার কলাইকুন্ডায় একটি বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা করে। এইজন্যে ৩৮ দশমিক ২৫ একর জমির প্রয়োজন।

জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পুলিশের গাড়ি, মৃত হলদিয়া থানার এএসআই-সহ ২

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৪ মার্চ ঃ ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পুলিশের। রবিবার গভীর রাতে দিঘা নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ গেল হলদিয়া থানার এ এস আই রবীন্দ্রনাথ বাড়ির (৪৪)। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন তাঁর আত্মীয় সোমনাথ প্রামাণিক (২২)। তিনি আবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের হোমিওপ্যাথির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। সূত্রের খবর, হলদিয়া থানার ওই এএসআইয়ের বাড়ি তমলুক থানার পায়রাচালি এলাকায়। রবিবার নরঘাটে তাঁর শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই রাতে খাওয়াদাওয়ার পর এক আত্মীয়াকে নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চাপিয়ে ইটাবেড়িয়ায় বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসেন। ফেরার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর এক আত্মীয় সোমনাথ। প্রাইভেট গাড়িটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন চন্ডীপুর থেকে নরঘাটের দিকে পুনরায় ফিরছিলেন। আর সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। মগরাজপুর রেল ওভারব্রিজের ওপর থেকে প্রচণ্ড গতিতে নামার পথে

তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বলে জানা যায়। সেই সময় উল্টো দিক থেকে দিঘার দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। ওই ট্রাকের সঙ্গেই প্রাইভেট গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়িরটির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চন্ডীপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে প্রথমে তাম্রলিপ্ত জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা রবীন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সোমনাথকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বহরমপুরে বর্জ্য স্তূপ থেকে ধোঁয়া, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৪ মার্চ ঃ বেলগাছিয়ার ছায়া বহরমপুরে। বহরমপুরের রিং রোডের ধারের ভাগাড় ঘিরে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সারা শহরের ময়লা মাসের পর মাস শুধু জমা পড়ছে ওই এলাকায়। ফেটে ফেটে বেরোচ্ছে গ্যাস। জানা গেছে, সপ্তাহকয়েক আগেই ওই গ্যাসের প্রভাবে সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বেশ কিছু এলাকা। মিনিটে মিনিটে দেখা যাচ্ছিল অগ্নিসংযোগ। কিন্তু এই সমস্যা নতুন নয়। ডাম্পিং গ্রাউন্ড লাগোয়া রয়েছে বেশ কিছু জনবসতি। স্থানীয়দের দাবি, অনেক বছর ধরেই মাঝেমধ্যে ঝাঁঝালো গ্যাসের প্রভাবে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। কিন্তু কোনও সুরাহা মেলে না।

বন্ধন ব্যাংক ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন শুরু করতে সেলসফোর্স-এর সঙ্গে অংশীদারী করলো

কলকাতা, ২৪ মার্চ ঃ সেলসফোর্স, বিশ্বের ১ এআই সিআরএম, আজ ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক বন্ধন ব্যাংকের সাথে তাদের নতুন সহযোগিতার ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য বন্ধন ব্যাংকের ঋণ উপত্তি ব্যবস্থা (LOS) পুনর্গঠন করা এবং গ্রাহকদের জন্য একটি সিম্পল এবং ডিজিটাল-প্রথম অভিজ্ঞতা প্রদান করা। বন্ধন ব্যাংক, যা ৩৫ টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ৬,৩০০ টি আউটলেট পরিচালনা করে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এই কৌশলগত সহযোগিতা ব্যাংকের প্রযুক্তি-ভিত্তিক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রাহকদের জন্য সহজ, দক্ষ এবং প্রযুক্তি-চালিত আর্থিক সমাধান পৌঁছানোর দিকে আগাচ্ছে। বন্ধন ব্যাংক তার বিভিন্ন ঋণ উৎপত্তি ব্যবস্থাকে সেলসফোর্স-এর মাধ্যমে চালিত শ্রেষ্ঠ এআই-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছে, যার ফলে একটি দ্রুত, কার্যকর এবং স্মার্ট ঋণ অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে কোর ব্যাংকিং সিস্টেম রূপান্তরের পর, ব্যাংক তার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, পণ্য উদ্ভাবন এবং অপারেশনাল উৎকর্ষতার মাধ্যমে দ্রুত, আরও কার্যকরী এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সেলসফোর্স-এর লাইটনিং প্ল্যাটফর্ম, যা হাউজিং ফাইন্যান্স LOS-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং সেলস ক্লাউড, যা বাণিজ্যিক ঋণের জন্য ব্যবহৃত হয়, বন্ধন ব্যাংককে সম্পূর্ণ ঋণ জীবনচক্র-গ্রাহক অনবোর্ডিং, ক্রেডিট মূল্যায়ন, অনুমোদন, বিতরণ এবং সেবা-কে আরও সরলীকৃত ও কার্যকরী করতে সহায়তা করছে। এআই-এর উপস্থিতি এই পরিবর্তনের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করছে, যার মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ গুণমান, বাণিজ্যিক অর্থায়ন, পেমেন্ট প্রসেসিং, প্রতারণা শনাক্তকরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করেছে, যা উচ্চতর সঠিকতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। অটোমেশন এবং ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে, বন্ধন ব্যাংক দক্ষতা, চপলতা এবং শাসন ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে একটি শক্তিশালী এবং ভবিষ্যত প্রমাণিত আর্থিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, সেলসফোর্স, দক্ষিণ এশিয়া, বলেন, ব্যাংকিং একটি বৃহৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে-এটি আরও বুদ্ধিমান, স্বয়ংক্রিয় এবং গভীরভাবে গ্রাহক- কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। বন্ধন ব্যাংকের প্রযুক্তি-ভিত্তিক রূপান্তর প্রমাণ করে যে এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তি আর্থিক সেবায় গতি, চপলতা এবং আস্থা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে কতটা শক্তিশালী। এই সহযোগিতা বন্ধন ব্যাংকের সাহসী দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি স্মার্ট, আরও সংযুক্ত এবং ডেটা -ভিত্তিক ঋণ পরিবেশ তৈরি করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে-যা অপারেশনাল উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে এবং শিল্পে গ্রাহক অভিজ্ঞতার জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। ব্যাংকিং খাতে দ্রুত প্রযুক্তি

গ্রহণের বিষয়ে আরও মন্তব্য করে অরুন্ধতী বলেন, যেহেতু এআই শিল্পকে পুনরায় আকার দিচ্ছে, ব্যাংকগুলো কে অবশ্যই দায়িত্বশীল ভাবে উদ্ভাবন করতে হবে-এটি নিশ্চিত করতে হবে যে আস্থা, সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে থাকবে। অ্যাজেন্টফোর্সের মাধ্যমে, আমরা ডিজিটাল ব্যাংকিং - এর একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে এআই এজেন্টরা মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে বুদ্ধিমত্তা স্বয়ংক্রিয়তা চালানোর জন্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপ্টিমাইজ করার জন্য এবং বড় আকারে অত্যন্ত ব্যক্তিগতকৃত আর্থিক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। সেলসফোর্সে, আমরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল অবকাঠামো দিয়ে সজ্জিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে, স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করবে এবং ভারতের জুড়ে আর্থিক ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করবে। রতন কুমার কেশ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং চিফ অপারেটিং অফিসার, বন্ধন ব্যাংক, বলেন, বন্ধন ব্যাংকে, আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি সরলীকৃত এবং কার্যকরী ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেলসফোর্স-এর সাথে আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা একটি স্কেলযোগ্য, এআই-চালিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি যার গতি, তৎপরতা এবং অপারেশনাল উৎকর্ষতা কে বাড়িয়ে তোলে। একাধিক LOS- কে শ্রেষ্ঠ প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করছি, ঋণ অনুমোদন ত্বরান্বিত করছি এবং আমাদের গ্রাহক ও কর্মীদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করছি। সেলসফোর্স অ্যাজেন্টফোর্স, সেলসফোর্স প্ল্যাটফর্মের একটি নতুন স্তর, সংস্থাগুলিকে এআই এজেন্ট তৈরি এবং স্থাপন করার অনুমতি দেয়, যারা কোনো ব্যবসায়িক কার্যকলাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম। যেমন আর্থিক সেবা শিল্প এআই-চালিত রূপান্তর গ্রহণ করছে, অ্যাজেন্টফোর্স ডিজিটাল ব্যাংকিং এর পরবর্তী স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে-যেখানে এআই এজেন্টরা মানুষের সঙ্গে একসাথে কাজ করে অপারেশনাল স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করতে, ঋণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে এবং অত্যন্ত ব্যক্তিগতকৃত আর্থিক অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সহায়ক হবে।

অস্ত্রোপচার ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিকিৎসকদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী ২০-২৪ মার্চ পর্যন্ত বাগডোগরায় তাদের ১৫৮ বেস হাসপাতালে অত্যাধুনিক চোখের অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল। প্রাক্তন সেনাদের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মোট ১৭৫২ জন প্রাক্তন সেনা এবং তাদের নির্ভরশীলদের ছানি সহ চোখের বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করা হয়। দিল্লির আর্মি হাসপাতাল (গবেষণা ও রেফারেল), বেস হাসপাতাল, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এবং কমান্ড হাসপাতাল, লখনউ থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল সম্মিলিতভাবে পাঁচ দিনে ৩৫০টিরও বেশি ছানি অস্ত্রোপচার করেন। এছাড়া বিনামূল্যে ৫০০-রও বেশি উচ্চমানের চশমা বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পে নেপাল থেকে আসা রোগীরাও ছিলেন। মোট ১৭ জন প্রাক্তন সৈনিকের উচ্চমানের লেন্স দিয়ে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোসের অনুরোধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর নির্দেশে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মিরিক যাওয়ার পথে জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জন্য ব্যাহত হল যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার পথে জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জন্য ব্যাহত হল যান চলাচল। শিলিগুড়ি সংলগ্ন বিভিন্ন জঙ্গলে বেশ কয়েকদিন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়গামী রাজ্য সড়কের গাড়িধুরা এলাকায় রাস্তার দুপাশে থাকা জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। সোমবার দুপুরে আচমকায় এই জঙ্গলে আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। জানা যায় আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ওই জঙ্গলে। তবে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের প্রায় ১৫ জন কর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেছে। জানা গেছে, কার্শিয়াং বন বিভাগের অন্তর্গত বামনপোখড়ি জঙ্গলে রয়েছে বন্য জীবজন্তুরা। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে তাদের প্রাণহানি হতে পারে। তাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চালাচ্ছে বনদপ্তরের কর্মীরা।

খড়গপুর ডিভিসনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) এবং হল্ট কন্ট্র্যাক্টর নিয়োগ

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত সূচি অনুযায়ী যাত্রীদের কাছে টিকিট বিক্রির জন্য তমলুক-দীঘা সেকশনে কাঁথি-সুজালপুর-এর মাঝে এনএসজি-৪, এনএসজি-৫, এনএসজি-৬ ও এসজি-৩ ক্যাটিগরিভুক্ত **৫৮টি স্টেশনের ৬১টি অবস্থানে** স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) এবং **শীতলপুর (বাংলা)** রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার হল্টে হল্ট কন্ট্র্যাক্টর প্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করছেনঃ

১. এসটিবিএ-এর জন্য ঃ বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/জি৩০/এসটিবিএ/করেস/পিটি.I, তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৫

ক্র.নং.; স্টেশনের সংখ্যা; অবস্থানের সংখ্যা; স্টেশনের ক্যাটিগরি ও চুক্তির সময়কাল নিম্নরূপঃ **১;** ০৬; ০৬; এনএসজি-৪। **২;** ৪৩; ৪৫; এসজি-৩ ও ২১.০২.২০২৬ পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **৩;** ০৬; ০৭; এসএসজি-৫। **৪;** ০৩; ০৩; এসএসজি-৬ ও ০৩ (তিন) বছর (ক্র.নং. ৩ ও ৪ প্রতিটির জন্য)। **আবেদন/টেন্ডার জমার তারিখঃ** ০১.০৪.২০২৫ (বেলা ১১টা) থেকে ১৬.০৪.২০২৫ (বেলা ১১টা পর্যন্ত) তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন (সোমবার থেকে শুক্রবার) [ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য]। **আবেদন/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখঃ** ১৬.০৪.২০২৫ তারিখে ১১.৩০ মিনিট [ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য]।

২. হল্ট কন্ট্র্যাক্ট-এর জন্য ঃ বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/জি৩০/পিএইচ/করেস/পিটি.I, তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৫

রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনের নাম ঃ শীতলপুর (বাংলা)– এসটিএলবি। **যে স্টেশনের মাঝে স্টেশনগুলির অবস্থানঃ** কাঁথি-সুজালপুর। **চুক্তির সময়কালঃ** ০৫ (পাঁচ) বছর। **আবেদন/টেন্ডার জমার তারিখঃ** ১১.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **আবেদন/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখঃ** ১১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **আবেদন/টেন্ডার জমার স্থানঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর-এর অফিস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে [এসটিবিএ এবং কন্ট্র্যাক্ট রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন উভয়ের জন্য]। যোগ্যতার শর্তাবলী, অবস্থান, আবেদনের বয়ান ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সম্পর্কিত কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে সিনিয়ার ডিসিএম, খড়গপুর-এর অফিস থেকে যে কোন কাজের দিন কাজের সময়ে (সোমবার থেকে শুক্রবার) জানা যাবে। **বি.দ্র.ঃ** এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্র/রাজ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে আবেদন/টেন্ডার বাক্স জমার/খোলার তারিখে যদি স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়, তবে তা স্থগিত থাকবে। আবেদন/টেন্ডার বাক্স জমার/খোলার তারিখ পরবর্তী স্বাভাবিক কাজের দিনে পুনর্নির্ধারিত হবে।

(PR-1267) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

কাটিহার ডিভিশনে মাঝারি স্তরের প্ল্যাটফর্মকে উচ্চ স্তরে উত্থাপন করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৪ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৯-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার ডিভিশনের খুরিয়াল রেলওয়ে স্টেশনে মাঝারি স্তরের প্ল্যাটফর্ম নং. ১ ও ২ উচ্চ স্তরে উত্থাপন এবং ১১০ মিটার (পিএফ-১) ও ১২৫ মিটার (পিএফ-২) সম্প্রসারিত করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,১৮,০৫,৮০৯.৭৩/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৬,০৯,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223
NIT NO-06/15th CFC(Untied)/2024-25 Memo No 315(8)/15th CFC(Untied)/2024-25 Dated 24.03.2025.
Date of issue tender paper **24.03.2025 from 11.30 a.m. to 3.00 pm.** Last date of Dropping tender paper **02.04.2025 up to 3.00 pm**. Date of opening tender paper **02.04.2025 up to 4.00 pm**. For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল–এএসএন–কন–পিএসআই–১৬৯–২০২৫–এনআইটি, টেন্ডার নংঃ ইএল–এএসএন–কন–পিএসআই–১৬৯–২০২৫, তারিখঃ ২০.০৩.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এমন অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই–টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** নিউ অন্ডাল–প্রধানখুন্তা মাল্টি ট্র্যাকিং কাজ সম্পর্কিত পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে অন্ডাল–প্রধানখুন্তা শাখায় বিভিন্ন অবস্থানে এসসিএডিএ এবং অটোমেটিক ফল্ট লোকেটর (এএফএল) সহ V–কানেক্টেড ট্রান্সফর্মার সহ ২X২৫ কেভি সিস্টেমে ১৩২ কেভি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, সেকশনিং পোস্ট (এসপি) এবং সাব সেকশনিং পোস্ট (এসএসপি)–এর ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৪,৪৯,১৯,৮৭৭.৫০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২৮,৭৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য'' এবং ''বায়না মূল্য'' অনলাইনে জমা করার পরে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার www.ireps.gov.in –তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই–টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in–তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল–৭১৩৩০১ অফিসের নোটিস বোর্ডে দেখা যাবে। CON-95/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-150/2024-25(2 nd Call).** Bid submission closing date (Online) -**03/04/2025 instated of 21/03/2025** and Bid Submission opening date (Online) **07/04/2025 instated of 24/03/2025**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Jiaganj–Azimganj Municipality
PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.
Chairman of J.A Municipality invites open Tender as below :-

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date Bid submission
1.	**Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of Electric Furnace (2nd unit) including Pollution Control Unit at Jiaganj Burning Ghat in Ward No. - 01 within Jiaganj Azimganj Municipality.**	2025_MAD_830711_1	**18.4.2025 at 6-00 PM**

Please see the details on **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Chairman
Jiaganj- Azimganj Municipality

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-Rajnagar Biswambhar, Block-Namkhana, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-316(12)/SGP/2025 and NIT NO. 317(12)/SGP/2025, Dated-18/03/2025 Last date of Submission on or before **28/03/2025 (up-to 02.00PM)**, Date of Opening- **31/03/2025 (From 04.30 P.M). NIT NO.-318(12)/SGP/2025 Dated- 20/03/2025.** Last date of Submission on or before **31/03/2025 (up-to 02.00PM)**, Date of Opening- **01/04/2025** (From **03.00 P.M) (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in**)
Sd/-Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

Office of the
Bagnan-I Gram Panchayat
under Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan * Howrah
Notice Inviting e-Tender (1st CALL): WB/HOW/BAGI GP/NIET-13/LWM/24-25
For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan, Bagnan-I gram Panchayat Invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the 2 (Two) Nos. similar Works. Last date of submission of Bid: **29/03/2025 upto 06.00 PM**. Bid Opening Date (Technical): **02/04/2025 at 11.00AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (TPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/TPS/111/2024-25
Name of the work: **Installation of new fittings by energy efficient LED arrangement system surrounding the area of 7 MGD reservoir area at Tallah Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **4,93,944.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/TPS/110/2024-25
Name of the work: **Loading unloading of condemned materials around fountain area and beside Station No. 2 at Condemned Store at TPS.** Estimated amount: ₹ **1,51,507.00.** Earnest money: ₹ **3,200.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **17.04.2025 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** For detailed information, please visit website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/W79-23/T-86/24-25
Name of the work: **Repairing of leakage on existing 1200 mm dia PSC F.W. reserve main near junction of B.K. Road and Hossain Shah Road in Ward No.-79.** Estimated amount: ₹ **2,58,088.00.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **05 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/W80-12/T-87/24-25
Name of the work: **Repairing of leakage by M.S. jacketing on existing 1200 mm dia filtered water reserve main inside Balmer Lawrie & Co. Ltd. Godown (Near Jainkunj crossing) in Ward No.-80.** Estimated amount: ₹ **2,98,292.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **05 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/W80-3/T-76/24-25
Name of the work: **Restoration of F.W. supply by M.S. jacketing on existing 600 mm dia P.S.C. main opposite of Hindustan Unilever Limited on Hide Road in Ward No.-80.** Estimated amount: ₹ **2,90,124.00.** Earnest money: ₹ **5,850.00.** Period of completion: **05 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **09.04.2025 at 11 A.M./11.04.2025 at 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer, Water Supply (BPS), KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/GBPS/24-25/08
Name of the work: **Replacement of 6 nos. damaged air release valve in inlet and delivery line at Garfa BPS.** Estimated cost: ₹ **2,84,193.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **7 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/BNSBPS/24-25/13/1st Call
Name of the work: **Restoration of pumping service by replacement of defective spares for vertical turbine pump no. 3 at Bansdroni B.P.S.** Estimated cost: ₹ **4,98,617.19.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **07.04.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **09.04.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **26.03.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1)** and **25.03.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (N), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/17/3
Name of the work: **Restoration of U.F.W. supply 39 J.M. Avenue to 48 J.M. Avenue and 17/1 J.M. Avenue to Jatin Mitra Park (across J.M. Avenue) in Ward No.-17.** Estimated cost: ₹ **2,49,361.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **09.04.2025 up to 2 P.M.** The tender will be opened on: **11.04.2025 after 2 P.M.** The bid forms and other details will be available on and from **28.03.2025 after 2 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (1523/24-25)

মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার, লড়ছেন হাসপাতালে

ঢাকা, ২৪ মার্চঃ নেমেছিলেন ২২ গজে লড়াইয়ে। তখনও জানতেন না, মাঠ থেকে তড়িঘড়ি তাঁর ঠিকানা বদলে যাবে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ২ বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটারের। টসের সময়ও তাঁকে দেখে কিছু মনে হয়নি সতীর্থদের। এমনকি তিনি নিজেও স্বাভাবিকই ছিলেন। কিন্তু টসের পর ফিল্ডিংয়ে নেমেই অস্বস্তি অনুভব করেন। হঠাই বাড়তে থাকে বুকের ব্যথা। পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যায়। যা দেখে আর ঝুঁকি নিতে পারেননি ক্লাব কর্তারা। দ্রুত তারকা ক্রিকেটারকে ভর্তি করা হাসপাতালে। সেখান থেকে জানা গিয়েছে, চিকিৎসকরা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে ব্লকেজ ঠিক করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেটে তামিম ইকবালকে নিয়ে হঠাৎই তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। আপাতত বছর ৩৬ এর তারকা ক্রিকেটার লড়ছেন

হাসপাতালের বেডে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু ক্লাব ক্রিকেট খেলছেন চুটিয়ে। সেখানেই ঘটল এমন ঘটনা। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলা ছিল শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে। সাভারের ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে এদিন সকালে খেলা শুরু হতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সতীর্থ, কর্তারা। বুকের ব্যথায় একসময় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তামিম। তখনই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দ্রুত যাতে চিকিৎসা হয়, তার জন্য হেলিকপ্টারও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বুকের ব্যথা তখন এতটাই মারাত্মক যে, হেসিকপ্টারে উঠতে পারেননি তামিম। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ফজিলাতুন্নেসা হাসপাতালে। মহমেডানের তরফে বলা হয়েছে, তামিম এখন হাসপাতালে। মাঠে ওর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, হেলিকপ্টারে করে ওকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ ক্রিকেটে তামিম ইকবাল বড় নাম। ৭০টা টেস্টে ৫১৩৪ রান করেছেন। ওয়ান ডে স্পেশালিস্ট মূলত। আগ্রাসী ব্যাটার ওই ফর্ম্যাটে ২৪৩টা ম্যাচ খেলে করেছেন ৮৩৫৭ রান। টি-টোয়েন্টিতেও বেশ সফল। সেই তামিমের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর ছড়তেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটমহল।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কমল মহিলা ক্রিকেটারের সংখ্যা, শীর্ষ গ্রেডে মাত্র ৩

মুম্বই, ২৪ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ২০২৪-২৫ মরসুমের (১ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় ১৬ জন মহিলা ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের তিনটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে-গ্রেড-এ, গ্রেড-বি এবং গ্রেড-সি। শীর্ষ গ্রেড-এ-তে তিনজন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন- অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি যস্তিকা ভাটিয়া, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল, তিতাস সাধু, অরুন্ধতী রেড্ডি, অমানজোত কৌর, উমা ছেত্রী, স্নেহ রানা এবং পূজা ভাস্ত্রকর। এই তালিকায় তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মিশ্রণ দেখা যাচ্ছে। গতবার বিসিসিআই-এর মহিলা ক্রিকেটারদের চুক্তি তালিকায় ১৭ জন খেলোয়াড় ছিলেন। এবার একজন কমিয়ে ১৬ জনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রেড-এ-তে হরমনপ্রীত, স্মৃতি এবং দীপ্তি

মান্ধানা এবং দীপ্তি শর্মা। এই তিন তারকা গতবারের তালিকাতেও গ্রেড-এ-তে ছিলেন। গ্রেড-বি-তে চারজন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন-রেণুকা ঠাকুর, জেমিমা রড্রিগেজ, রিচা ঘোষ এবং শেফালি ভার্মা। এই খেলোয়াড়রা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে তাদের প্রতিভা ও সম্ভাবনার জন্য পরিচিত। অন্যদিকে, গ্রেড-সি-তে ৯ জন ক্রিকেটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁরা হলেন অপরিবর্তিত থাকলেও, গ্রেড-বি এবং গ্রেড-সি-তে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। রেণুকার গতি, জেমিমার স্থিতিশীলতা, রিচার উইকেটকিপিং এবং শেফালির আগ্রাসী ব্যাটিং গ্রেড-বি-কে শক্তিশালী করেছে। গ্রেড-সি-তে তরুণ প্রতিভা যেমন শ্রেয়াঙ্কা, তিতাস এবং অরুন্ধতীর পাশাপাশি অভিজ্ঞ স্নেহ ও পূজার উপস্থিতি ভারসাম্য এনেছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া ভারত

শিলং, ২৪ মার্চঃ এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ কোয়ালিফায়ারের আগে ভারতীয় ফুটবল দল তাদের সাম্প্রতিক ফর্ম ধরে রাখতে মরিয়া। গত ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলের জয়ে উৎসাহিত ব্লু টাইগার্স। আগামীকাল, ২৫ মার্চ, গ্রুপ সি-র প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে। রাহুল ভেকে, লিস্টন কোলাকো এবং সুনীল ছেত্রীর গোল মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারতকে দারুণ আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। এই ম্যাচটি শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। মানোলো মার্কুয়েজের ভারতীয় দলের প্রতিপক্ষ হবে জাভিয়ের কাব্রেরার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে এই দুই দল ৯ বার মুখোমুখি হয়েছে। যেখানে ভারত ৪ বার জিতেছে এবং ৫ বার ড্র করেছে। সর্বশেষ সাক্ষাতে, ২০২১ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে, দুই দল ১-১ গোলে ড্র করে। সেই ম্যাচে কী ঘটেছিল, তা একবার দেখে নেওয়া যাক। ২০২১ সালের অক্টোবরে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত তাদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেমেছিল। তৎকালীন কোচ ইগোর স্টিমাচের অধীনে ভারত শুরুতে এগিয়ে যায়। ২৬তম মিনিটে উদান্ত সিংয়ের পাস থেকে সুনীল ছেত্রী দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে গোল করে দলকে লিড এনে দেন। কিন্তু বাংলাদেশ হাল ছাড়েনি। ৫৪তম মিনিটে বিশ্বনাথ ঘোষ লাল কার্ড দেখে বাংলাদেশ ১০ জনে নেমে গেলেও, ৭৪তম মিনিটে ইয়াসিন আরাফাতের হেডে গোল করে তারা সমতা ফেরায়। ৯০ মিনিট শেষে ১-১ গোলে ড্র হয়। ভারতের জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের জন্য এটি ছিল উল্লেখযোগ্য ফলাফল। যদিও তারা টুর্নামেন্টে বেশিদূর এগোতে পারেনি। এই ফলাফল বাংলাদেশকে আগামী ম্যাচের জন্য আশা জোগাবে। কোচ কাব্রেরা তরুণ প্রতিভা মোহাম্মদ রিদয় এবং আল আমিনের উপর ভরসা রাখছেন। এছাড়া, দলে যোগ হয়েছে হাই-প্রোফাইল মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী। ২৭ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় বর্তমানে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে খেলছেন। ২০১৬ সালে লেস্টার সিটির সঙ্গে এফএ কাপ জয়ী হামজা ইউরোপীয় ফুটবলের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। তার রক্ষণাত্মক দক্ষতা-ট্যাকল, ইন্টারসেপশন এবং ব্লকিংয়ে দক্ষতা- বাংলাদেশের মধ্যমাঠকে শক্তিশালী করবে। হামজা একা ম্যাচ জেতাতে পারবেন না। তবে ভারতের আক্রমণ ভাঙতে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভারতের জন্য এই ম্যাচটি গ্রুপ পর্বে শক্তিশালী শুরুর সুযোগ। গ্রুপ সি-তে ভারত (১২৭তম), হংকং (১৫৬তম), সিঙ্গাপুর (১৬১তম) এবং বাংলাদেশ (১৮৫তম) রয়েছে। কেবল গ্রুপের শীর্ষ দলই ২০২৭ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপে জায়গা পাবে। মার্কেজ জানিয়েছেন, আমরা পট ১-এর দল, আমাদের প্রমাণ করতে হবে কেন আমরা ফেভারিট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে শুরু করা জরুরি। ভারত টানা তৃতীয়বার এশিয়ান কাপে খেলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে-একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব যা তারা এখনও অর্জন করেনি। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি নতুন যুগের শুরু। হামজার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবং তরুণ প্রতিভার সমন্বয়ে তারা ২০২১-এর ফলাফলের চেয়ে ভালো করতে চায়। ভারতের বিপক্ষে অতীতের লড়াইয়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়েছে। ২০১৯ সালে কলকাতায় বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ১-১ ড্র। ২০০৩ সাফ গোল্ড কাপে তাদের একমাত্র জয় (১-০) বাংলাদেশের সম্ভাবনার প্রমাণ। ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরে উৎসাহ তুঙ্গে। সুনীল ছেত্রী, মালদ্বীপের বিরুদ্ধে গোল করে ৯৫তম আন্তর্জাতিক গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। তিনি আবারও দলের নেতৃত্ব দেবেন। রাহুল ভেকের রক্ষণাত্মক দৃঢ়তা এবং লিস্টনের আক্রমণাত্মক ধার বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের কোচ কাব্রেরা তার তরুণদের উপর ভরসা রাখছেন। রিদয় এবং আল আমিনের গতি ভারতের রক্ষণকে পরীক্ষা করতে পারে। এই ম্যাচটি কেবল তিন পয়েন্টের লড়াই নয়, বরং দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত চায় শক্তিশালী শুরু, আর বাংলাদেশ চায় চমক। শিলংয়ে এই লড়াই উত্তেজনায় ভরপুর হবে।

বল বিকৃতির অভিযোগে কাঠগড়ায় সিএসকে, শোরগোল ফেলা ভিডিয়ো

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রবিবাসরীয় চিপকের গ্যালারি হয়েছিল হলুদ জার্সিতে হাউসফুল। আইপিএলের এল ক্লাসিকোতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। নেটদুনিয়ায় ওই ম্যাচের নানা মুহূর্তের ছবি-ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। এরই মাঝে এক ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ৫ বারের আইপিএলজয়ী চেন্নাই সুপার কিংসের উপর বল বিকৃতির অভিযোগও উঠেছে। সত্যিই কি ইয়েলোব্রিগেডের পক্ষ থেকে বল বিকৃতি করা হয়েছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইনিংস চলাকালীন খলিল আহমেদ তাঁর প্যান্টের বাম দিকের পকেট থেকে কিছু একটা বের করছেন। সেই সময় সিএসকের ক্যাপ্টেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। ঋতুর হাতে ছিল বল। ক্যামেরার উল্টোদিকে তাকিয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন প্রথমে। এরপর ওই ভিডিয়োতে দেখা যায়, নিজের পকেট থেকে কিছু একটা বের করে ঋতুরাজকে দিচ্ছেন খলিল। সত্যিই কি বল বিকৃতি করেছিলেন খলিল? ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। তবে নেটিজেনরা তা দেখে দাবি তুলেছেন, সিএসকেকে ব্যান করে দেওয়া হোক।

উয়েফা নেশনস লিগে রোনাল্ডোর পেনাল্টি মিসের পর গোল, ইউরোপে থ্রিলারের রাত

লিসবন, ২৪ মার্চঃ আগের ম্যাচে গোল করে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সামনে তাঁর মতো উদযাপন করে আলোচনায় এসেছিলেন ডেনমার্কের তরুণ স্ট্রাইকার রাসমুস হয়লুন্দ। তবে অপমান বা অসম্মান থেকে নয়, ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড তাঁর 'আইডল' রোনাল্ডোকেই অনুকরণ করেছিলেন সে দিন। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের এই উদযাপনকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলেন রোনাল্ডো। পাশাপাশি একই উদযাপন হয়লুন্দের সামনে নিজেও করতে চাওয়ার কথা জানান পর্তুগিজ মহাতারকা। নাটকীয় এক লড়াইয়ে গতকাল রাতে নিজের সে কথা রেখেছেন রোনাল্ডো। সেই একই উদযাপন হয়লুন্দকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। কথা রেখে নায়ক হয়ে ওঠার এই ম্যাচে খলনায়কও হতে পারতেন রোনাল্ডো। ডেনমার্কের বিপক্ষে উয়েফা নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল পর্তুগাল। গতকাল লিসবনে দ্বিতীয় লেগের লড়াইয়ে ৬ষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টিতে দলকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ এসেছিল রোনাল্ডোর সামনে। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি 'সিআর সেভেন'। পেনাল্টি মিস করে হতাশায় ভাসান সবাইকে। তবে পর্তুগাল যখন দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলে পিছিয়ে, তখনই নিজের দায় শোধ করেন রোনাল্ডো। ম্যাচের ৭২ মিনিটে তাঁর দারুণ এক গোলে দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ গোলে সমতায় ফেরে পর্তুগাল। আর ক্যারিয়ারের ৯২৯তম গোলটির পরই হয়লুন্দকে জবাব দেন 'সিউ' উদযাপনে। রোনাল্ডোর গোল ও উদযাপনেই অবশ্য শেষ হয়ে যায়নি সব নাটকীয়তা। বরং শেষ দিকে রীতিমতো থ্রিলারে পরিণত হয় এই লড়াই। যেখানে শেষ পর্যন্ত পর্তুগাল ম্যাচ জিতেছে ৫-২ গোলে (দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ গোলে)। লিসবনে রোনাল্ডোর পেনাল্টি মিসের পর ৩৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। এই গোলের পর দুই লেগ মিলিয়ে ১-১ সমতা আসে লড়াইয়ে। এরপর ৫৬ মিনিটে ডেনমার্ককে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন

রাসমুস ক্রিস্টিনসেন। যা পর্তুগালের পক্ষে সমতায় নেন রোনাল্ডো। কিন্তু ৭৬ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান এরিকসেনের গোলে দুই লেগ মিলিয়ে আবার লিড নেয় ডেনমার্ক (৩-২)। তবে এবারও লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৮৬ মিনিটে ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাওয়ের গোলে আবার ৩-৩ সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যায় পর্তুগাল। অতিরিক্ত সময়ে অবশ্য আর কোনো নাটকীয়তার দেখা মেলেনি। ৯১ মিনিটে ট্রিনকাও করেন নিজের দ্বিতীয় গোল আর ১১৫ মিনিটে দলের হয়ে ৫ম গোল করেন গনসালো রামোস। আর শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ৫-২ আর দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ গোলের জয় পায় পর্তুগাল। ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গোল-উদযাপনের একাধিক ছবি পোস্ট করে রোনাল্ডো লিখেছেন, 'কী দারুণ রাত, পর্তুগাল।' একই রাতে থ্রিলারের দেখা মিলেছে স্পেন-নেদারল্যান্ডস কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগেও। প্রথম লেগে এই ম্যাচ ২-২ সমতায় ছিল। দ্বিতীয় লেগেও উত্থান-পতনের নাটকীয়তার পর ম্যাচ শেষ হয় ৩-৩ সমতায়। ফল পেতে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে গোল মিস করেন লামিনে ইয়ামাল। কিন্তু এরপরও টাইব্রেকারে স্পেন জেতে ৫-৪ (মোট ১২ শট) গোলের জয় পায় স্পেন। নাটকীয়তার দেখা মিলেছে ফ্রান্স-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচেও। প্রথম লেগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছিল ফ্রান্স। তবে দ্বিতীয় লেগে গতকাল রাতে প্রতিশোধ নিয়ে ফ্রান্স ম্যাচ জেতে ২-০ গোলে। অর্থাৎ দুই লেগ মিলিয়ে ম্যাচ ছিল ২-২ সমতায়। তবে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতে বাজিমাত করে ফ্রান্সই। ফ্রান্সের জয়ে নেশনস লিগের সেমিতে হবে ইউরোর ফাইনালে পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ ৫ জুন রাতের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন ও ফ্রান্স। ডর্টমুন্ডে অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত লাভ হয়নি ইতালির। জার্মানির বিপক্ষে ৩-০ গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর ম্যাচে ৩-৩ গোলে সমতা আনে ইতালি। কিন্তু দুই লেগ মিলিয়ে তারা ম্যাচ হারে ৫-৩ গোলে। সেমিফাইনালে জার্মানির প্রতিপক্ষ পর্তুগাল।

জোফ্রা আর্চারকে 'কালো ট্যাক্সি' বলে বির্তকের মুখে হরভজন

হায়দরাবাদ, ২৪ মার্চঃ আইপিএল ২০২৫-এর দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ রাজস্থান রয়্যালসকে ৪৪ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। রবিবার হায়দরাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে সানরাইজার্স প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৮৬ রানের বিশাল স্কোর গড়ে। জবাবে রাজস্থান রয়্যালস ২৪২ রানে থেমে যায়, ৬ উইকেট হারিয়ে। এই ম্যাচে ঈশান কিষাণের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি (৪৭ বলে ১০৬) সানরাইজার্সের জয়ের মূল চাবিকাঠি হয়ে ওঠে। তবে ম্যাচটি কেবল খেলার জন্যই আলোচিত হয়নি। বরং ধারাভাষ্যকার হরভজন সিং জোফ্রা আর্চারের নিয়ে একটি মন্তব্য বড় বিতর্কের জন্ম

দিয়েছে। সানরাইজার্সের ইনিংস শুরু হয় ট্র্যাভিস হেডের (৩১ বলে ৬৭) ঝড়ো ব্যাটিং দিয়ে। তিনি ও অভিষেক শর্মা (১১ বলে ২৪) পাওয়ার-প্লেতে ৯৪ রান তুলে দলকে দারুণ সূচনা এনে দেন। এরপর ঈশান কিষাণ মাঠে নেমে রাজস্থানের বোলারদের উপর চড়াও হন। তিনি ১১টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরে মাত্র ৪৫ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। নীতীশ কুমার রেড্ডি (১৫ বলে ৩০) এবং হেনরিখ ক্লাসেন (১৪ বলে ৩৪)ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ফলে, সানরাইজার্স ২৮৬ রানে পৌঁছে যায়। এটি আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। গত মরসুমে তারা ২৮৭ রানের রেকর্ড গড়েছিল, এবার মাত্র ১ রানের জন্য তা ভাঙতে পারেনি। রাজস্থানের বোলিংয়ে জোফ্রা আর্চারের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। তিনি ৪ ওভারে ৭৬ রান দিয়ে একটিও উইকেট নিতে পারেননি। এটি আইপিএলের ইতিহাসে এক ওভারে সর্বাধিক রান দেওয়ার অবাঞ্ছিত রেকর্ড। আর্চারের বিরুদ্ধে ট্র্যাভিস হেড ও ঈশান কিষাণ রীতিমতো রানের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। তার প্রথম ওভারেই ২৩ রান উঠে, এবং তৃতীয় ওভারে কিষাণ তিনটি ছক্কা হাঁকান। এই ব্যর্থতা রাজস্থানের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাচের মাঝে বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১৮তম ওভারে। জোফ্রা আর্চার যখন ঈশান কিষাণের বিরুদ্ধে বোলিং করছিলেন, তখন ধারাভাষ্যকার হরভজন সিং বলেন, 'লন্ডনে কালো ট্যাক্সির মিটার দ্রুত চলে, আর এখানে আর্চার সাহেবের মিটারও দ্রুত চলেছে।' এই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়, যা সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অনেকে এটিকে বর্ণবৈষম্যমূলক বলে সমালোচনা করেন। একজন নেটিজেন লিখেছেন, হরভজনের এই মন্তব্য জঘন্য। তাকে নিষিদ্ধ করা উচিত। আরেকজন, রিঙ্কু নামে এক ব্যবহারকারী, হরভজনের কথা উদ্ধৃত করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরিকা মরিস নামে একজন এক্স-এ লিখেছেন, আইপিএল ও স্টার স্পোর্টসের উচিত হরভজনকে এখনই ধারাভাষ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া।

টাইব্রেকারে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে সেমিতে ফ্রান্স

প্রথম শটে ব্যর্থ হলেন থিও এরনঁদেজ। গত বিশ্বকাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে হারা ফ্রান্সের সমর্থকদের জেঁকে ধরল শঙ্কা। তবে পোস্টে দারুণ আস্থা হয়ে থাকা মাইক মিয়াঁ দেখালেন জাদু। ক্রোয়েশিয়ার ইয়োসিপ স্তানিসিচের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দিলেন তিনি। এবার সুযোগ কাজে লাগালেন দায়দ উপামেকানো। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার টাইব্রেকারে জিতে নেশন্স লিগের সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নিল ফ্রান্স।

প্যারিস, ২৪ মার্চঃ ঘরের মাঠে রবিবার রাতে আক্রমণের বন্যা বইয়ে দিয়ে ৯০ মিনিটে ২-০ গোলে জিতে লড়াইয়ে টিকে থাকে ফ্রান্স। গোলমুখে কিলিয়ান এমবাপের ব্যর্থতার রাতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দারুণ ফ্রি কিকে ফ্রান্সকে এগিয়ে নেন মাইকেল ওলিসে। পরে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উসমান দেম্বেলে। ক্রোয়েশিয়াও প্রথম লেগে একই ব্যবধানে জয় পাওয়ায় দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২-২। অতিরিক্ত সময়ে দারুণ কয়েকটি সেভ করে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যান ক্রোয়েশিয়া গোলরক্ষক দমিনিক লিভাকোভিচ। সেখানে ব্যবধান গড়ে দিলেন মিয়াঁ। ১২০ মিনিটে প্রায় ৬২ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৮টি শট নেয় ফ্রান্স, এর আটটি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে রক্ষণে প্রবল মনোযোগ দেওয়া ক্রোয়েশিয়া লক্ষ্যে রাখতে পারেনি কোনো শট। ঘরের মাঠে ম্যাচ শুরু হতেই আক্রমণের জোয়ারে ক্রোয়েশিয়াকে যেন ভাসিয়ে দিতে চাইল ফ্রান্স। প্রথম মিনিট থেকে গেল আক্রমণে। তৃতীয় মিনিটেই এলো সুযোগ। কিন্তু দেম্বেলের কর্নারে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মানু কোনে। পঞ্চদশ মিনিটে পেনাল্টি স্পটের কাছে বলে পান কিলিয়ান এমবাপে। তবে প্রায় ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। পরের মিনিটে অহেলিয়া চুয়ামেনির ফ্লিক বেরিয়ে যায় দূরের পোষ্ট ঘেঁষে। ২৪তম মিনিটে দেম্বেলের ক্রসে একটুর জন্য পা ছোঁয়াতে পারেনি এমবাপে। গোলের জন্য বাড়ে ফ্রান্সের অপেক্ষা। ১৪ মিনিট পর দারুণ সুযোগ পান ব্রাডলি বারকোলা। পেনাল্টি স্পটে কাছ থেকে তার শট কোনোমতে পা বাড়িয়ে

ঠেকিয়ে দেন ক্রোয়েশিয়া গোলরক্ষক লিভাকোভিচ। একই ছন্দে শুরু করা ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৫২তম মিনিটে। ডি বক্সের খুব কাছ থেকে চমৎকার ফ্রি কিকে জাল খুঁজে নেন মাইকেল ওলিসে। নিখুঁত শট ফেরানোর চেষ্টাও করতে পারেননি লিভাকোভিচ। ৯ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ একটুর জন্য কাজে লাগাতে পারেননি চুয়ামেনি। তার হেড বেরিয়ে যায় দূরের পোস্টের কাছ দিয়ে। ৭৫তম মিনিটে এমবাপের নিদারুণ ব্যর্থতায় হাতছাড়া হয়ে যায় আরেকটি খুব ভালো সুযোগ। ডি বক্সে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা শট রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। ক্রোয়াটদের প্রবল চাপে রেখে চার মিনিট পর স্কোরলাইন ২-০ করে ফেলে ফ্রান্স। ওলিসের কাটব্যাক পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নেন দেম্বেলে। বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করলেও আর গোল করতে পারেনি ফ্রান্স। ৯৫তম মিনিটে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এমবাপে। পরের মিনিটে দিজিরে দুয়ের দুটি শট চমকার রিফ্লেক্সে ফিরিয়ে দেন লিভাকোভিচ। হতাশার রাতে 'ওয়ান-অন-ওয়ান' পজিশনে আরও একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন এমবাপে, ১০৮তম মিনিটে। বাঁ দিক থেকে ফরাসি অধিনায়কের শট এগিয়ে এসে ব্যর্থ করে দেন ক্রোয়াট গোলরক্ষক। ৯ মিনিট পর আরেকটি দুর্দান্ত সেভে এমবাপেকে হতাশায় ডোবান তিনি। এরপর টাইব্রেকারের রোমাঞ্চ। প্রথম তিন শটের দুটিতেই গোল করতে পারেনি ক্রোয়েশিয়া। মার্তিন বাতুরিনার শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান মিয়াঁ, ফ্রানিয়ো ইভানোভিচের বুলেট শট যায় বাইরে। তাদের দুই জনের মাঝে গোল করেন নিকোলো মোরো। পরের তিন শটে জালের দেখা পান মারিও পাসালিচ, ক্রিস্তিয়ান ইয়াকিচ ও দুয়ে চালাতা সার। সাডেন ডেথে স্তানিসিচের শট ঠেকিয়ে দেন মিয়াঁ। ফ্রান্সের প্রথম দুটি শট নেন এমবাপে ও চুয়ামেনি, এই দুটি শটে হাত লাগালেও জালে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি লিভাকোভিচ। জুল কুন্দে মারেন বাইরে। রান্দাল কোলো মুয়ানি গোল করলে জয়ের দুয়ারে পোঁছে যায় ফ্রান্স। কিন্তু সেই যাত্রায় সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি এরনঁদেজ। দুয়ে নিজের শটে জাল খুঁজে নিতে না পারলে হেরেই যেত ফ্রান্স। তবে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ সারেন তিনি। আর নিজের শটে দলকে শেষ চারে নিয়ে যান উপেমেকানো।

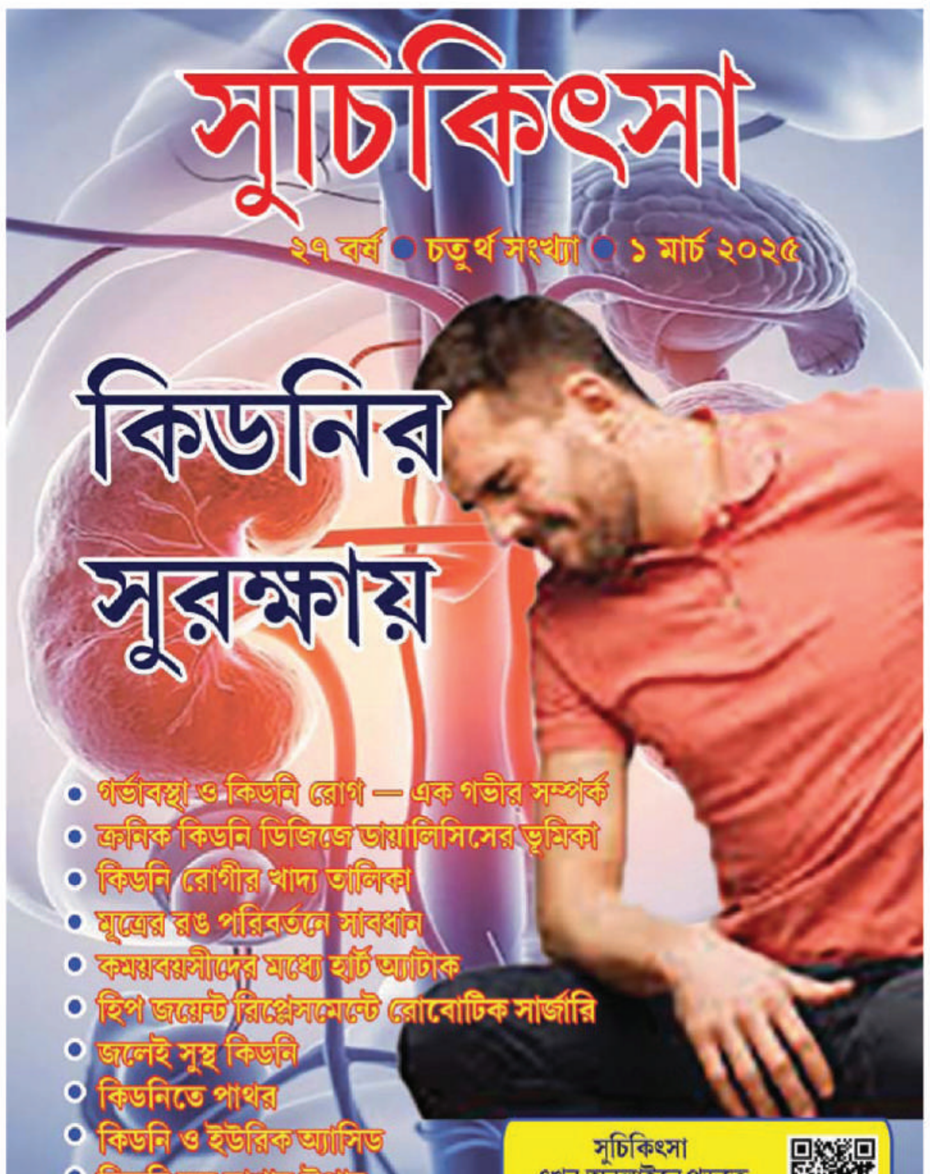

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com